উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,৪০৮.১৭ (+১০৪৬.৩০)

নিফটি : ২৫,১১২.৪০ (+৩১৯.১৫)

গ্রেপ্তার সুকান্ত

বিতর্কিত চিকিৎসক রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকা থেকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ৫

বাধা পদ্ম বিধায়ককে

বৃহস্পতিবার মন্ত্রীর জবাবি ভাষণ বয়কট করে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছিল বিজেপি। শুক্রবার তার পালটা জবাব দিতে শংকর ঘোষকে কার্যত বক্তব্য পেশ করতেই দিল না শাসকদল। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৭°	৩৩°	২৬°	৩৩°	২৭°	৩৩°	২৫°

পাসওয়ার্ড ফাঁস

বড় বিপদের মুখে পড়েছেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা। সম্প্রতি ১৬০০ কোটির বেশি পাসওয়ার্ড অনলাইনে ফাঁস হয়েছে বলে দাবি করেছে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থা। ৭

৬ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 21 June 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 34

গ্রুপ-সি ও ডি মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ

ভাতায় ‘না’ হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ জুন : চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়ার ঘোষণায় কলকাতা হাইকোর্টের কড়া সমালোচনার মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। শুক্রবার রাজ্যের আবেদন খারিজ করে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বা আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না এলে আপাতত ভাতা দিতে পারবে না রাজ্য সরকার। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে ‘বৈষম্যমূলক আচরণ’ বলে পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের। ১৯ পাতার রায়ের কপিতে বিচারপতি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য সরকার এই বিতর্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে আদালত চিহ্নিত ‘অযোগ্য’-দের সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। এভাবে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে আলাদা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যায় না। এই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে নীরবে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে সমর্থন করা হবে।

আদালতের এই পর্যবেক্ষণ প্রকাশ্যে আসার পরই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, ‘সরকারের বন্ডের টাকা এভাবে দেওয়া যায় না। আদালতের রায়কে স্বাগত জানাই।’ এদিকে, আবেদনকারীদের ভূমিকা নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, ‘যাঁরা চাকরিহারা তাঁদের সংসার চালাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে কারা আদালতে গেলেন এদের চিনে রাখুন। আদালত নিয়ে তো কিছু বলতে পারব না। বন্ধু তোমার পথের সাথিকে চিনে নিও।’

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ২০ হাজার করে ভাতা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। শাসকদলের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভাতা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীরা। এদিন দায়ের হওয়া তিনটি মামলার রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি। ১৯ পাতার রায়ে ছত্রে ছত্রে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পকে প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়েছে। নির্দেশনামার ১২ নম্বর পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতারণামূলক ও বেআইনি কার্যকলাপের জন্য যাঁদের চাকরি গিয়েছে, আদালত চিহ্নিত সেই ‘অযোগ্য’ প্রার্থীদের আর্থিক সাহায্যের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

এরপর বারোর পাতায়

আদালতের পর্যবেক্ষণ

রাজ্য সরকার এই বিতর্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে ‘অযোগ্য’-দের সাহায্য করার চেষ্টা করেছে

এই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে নীরবে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে সমর্থন করা হবে

মামলাকারী ও চাকরিহারারা দু’পক্ষই ক্ষুধার্ত। তাই রাষ্ট্র একপক্ষকে খাবার তুলে দিয়ে অপর পক্ষকে উপবাসে রাখতে পারে না

তেল আভিভে ক্লাস্টার বোমা ফেলল ইরান

তেল আভিভ, ২০ জুন : অষ্টম দিনে পড়েছে ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ। বৃহস্পতিবার সারা রাত ধরে চলা হামলা-পালটা হামলায় ক্ষয়ক্ষতি বেড়েছে দু’তরফেই। দক্ষিণ ইজরায়েলের বিরশেবা শহরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৭১ জন ইজরায়েলি আহত হয়েছেন। সেখানে একটি ৬ তলা বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তেল আভিভের বসতি এলাকায় ড্রোন হামলায় আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। অন্যদিকে, তেহরান, রাসত সহ পশ্চিম ইরানের অন্তত ১২টি শহরে আঘাত হেনেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। তেহরানে অবস্থিত ইরান সরকারের একটি প্রতিরক্ষা গবেষণাগারেও তারা হামলা চালিয়েছে। কারমানশা এবং তবরিজে ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলিকেও ফের নিশানা করেছে ইজরায়েল। কারমানশায় তাদের হামলায় ইরানের এক শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে বলে ইজরায়েলি সেনা (আইডিএফ) দাবি করেছে।

চলতি সংঘাতে নয়া মাত্রা যোগ করেছে ইজরায়েলের ওপর ইরানের ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপের ঘটনা। শুক্রবার আইডিএফ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার তেল আভিভ লক্ষ্য করে ২০টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল ইরান। সেগুলির মধ্যে অন্তত ১টি ক্লাস্টার বোমার বাহক ছিল। ক্লাস্টার বোমা হল একাধিক ছোট ছোট বোমার থলি। ক্ষেপণাস্ত্রের ওয়্যার হেডে সেই বোমাগুলির ‘ক্লাস্টার’ বসিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর বারোর পাতায়

নিজের ৬৭তম জন্মদিনে দেরাদুনে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিশেষভাবে সক্ষম (দৃষ্টি) শিশুরা তাঁকে গান শুনিয়ে অভ্যর্থনা জানাতেই চোখের কোণে জল ধরে রাখতে পারেননি। আবেগে কেঁদে ভাসান তিনি। শুক্রবার।

সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশি

মিলল দুই দেশেরই পরিচয়পত্র

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২০ জুন : ব্যক্তি এক, পরিচয় দুটি। একটি ভারতীয়, অপরটি বাংলাদেশি। ভারতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে এদেশে প্রবেশ করতে গিয়ে এমনই এক বাংলাদেশি ধরা পড়ল মহদিপুর ইমিগ্রেশন পয়েন্টে। নির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়ে ধৃতকে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশিকে আজ মালদা জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন।

ধৃত তরুণের ভারতীয় নাম সেলিম শেখ (৩১)। বাড়ি মুর্শিদাবাদের কালুখালি এলাকায়। ওই তরুণই আবার বাংলাদেশের রাজশাহি এলাকার বাসিন্দা, মহম্মদ দিলওয়ার (৩০) নামে সেখানে পরিচিত। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেলিম শেখ নাম ব্যবহার করে ওই তরুণ ভারতবর্ষে প্রবেশের চেষ্টা করে। ইমিগ্রেশনের চেকিংয়ে তার হেপাজত থেকে একটি বাংলাদেশি আইডেন্টিটি কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়। এরপরেই এমব্যাসি থেকে ওই ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করা হয়। সামনে আসে মহম্মদ দিলওয়ারের পরিচয়। ইংরেজবাজার থানায় নির্দিষ্ট অভিযোগ করে ওই তরুণকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় মহদিপুর ইমিগ্রেশন পয়েন্ট অথরিটি। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট, ভিসা সহ কিছু ভারতীয় টাকা। উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশি পরিচয়পত্রও।

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

তেষ্টার জলে দুর্নীতি পাঁক ঘেন্না জাগায় ‘সভ্য’ দেশে

গৌতম সরকার

জলেও কেলেঙ্কারি। নিয়োগ, র‍্যাশন, বালি-পাথর, কয়লায় যেমন হয়। জলের জোগানটা বন্ধ করে বরাদ্দটাই লোপাট করে দেওয়া আজকাল জলভাত। ভাবতে যতই ঘেন্না হোক। মানুষের প্রাণ বাঁচে যে জলে, তা নিয়েও দুর্নীতি করার এই প্রবৃত্তি দেখে ঘেন্না তো হয়ই! এঁরা কি- অপরাধী, ডাকাত, দুষ্কৃতী নাকি খুনি?

বহু বছর আগে ধূপগুড়ি থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাপ্তাহিক ‘লাল নক্ষত্র’-এ একটি খবরের শিরোনাম মনে পড়ে। শিরোনাম ছিল ‘কলবাবু জল না দিয়ে তেল বেচে মাল খান।’ আমার বন্ধু আলিপুরদুয়ারের ভুবন সরকার তখন ওই পত্রিকার কর্মী। শিরোনামটা তাঁর দেওয়া। জলে কেলেঙ্কারি তখনও ছিল। তখন সব জায়গায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জল সরবরাহের পাম্প বিদ্যুৎচালিত ছিল না। পাম্প চালাতে ডিজেল দরকার হত।

ভুবনের খবরটা ছিল, এক পাম্প অপারেটর সেই ডিজেল বিক্রি করে মদ কিনে দিনরাত খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতেন। জল জোগানোর বালাই ছিল না তাঁর।

এরপর বারোর পাতায়

ওডিশায় সেরা কেআইআইটি

নিউজ ব্যুরো

২০ জুন : ২০২৬ সালের কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে ওডিশায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করল কেআইআইটি। শুধু এই নয়, সম্প্রতি ভারতের সেরা বেসরকারি উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নবম স্থান দখল করে কেআইআইটি এবং একইসঙ্গে গ্লোবাল র‍্যাংকিং-এ জায়গা করে নেয়। প্রথমবারেই অংশ নিয়ে কেআইআইটি সারা বিশ্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে টেক্কা দিয়েছে। কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ৫৫তম স্থান দখল করে আরও এক শিরোপা জুড়েছে নিজের মুকুটে।

এই কৃতিত্ব প্রসঙ্গে কেআইআইটি ও কেআইএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অচ্যুত সামন্ত বললেন, 'এই শিরোপা অর্জন আমাদের সকলের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসল। প্রতিষ্ঠার মাত্র ২১ বছরেই বহু পুরোনো প্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে কেআইআইটি। সমস্ত শিক্ষক, কর্মী ও পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানাই। এটা গর্বের মুহূর্ত।'

PM Shri School
Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar (W.B)
Public Notice 2025-26
Ph. No: 03564-291838

Offline applications are invited from eligible candidates for admission to the vacant posts of class XI (Science & Humanities) for the session 2025-26 in PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Barobisha Alipurduar. Interested candidates can get Application Form free of cost from the Vidyalaya Office on any working day from 10:00 am to 5:00 pm. The completely filled application form can be submitted in the Vidyalay till 5 pm on 10 July 2025. The Entrance Test will be conducted on 12 July 2025 (Saturday) in PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Barobisha, Alipurduar at 10:00 am to 1:30 pm. For more information, please visit the Vidyalay website https://navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/ALIPURDUAR en/home/ or contact on mobile number- 7679457307, 9934656209.

Sd/-
PRINCIPAL

শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

(সংশোধনী)

শিয়ালদহ ডিভিসনের দমদম জং. স্টেশন লিমিটে, পয়েন্ট নং ২৩২বি/২৩৩ (ডিডিএস) সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য, ডাউন মেন লাইনে ২১.০৬.২০২৫ তারিখ ২২.৫০ ঘঃ থেকে ২২.০৬.২০২৫ তারিখ ০৫.৫০ ঘঃ পর্যন্ত ৭ ঘণ্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ওপরের শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, **নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে।** (১) ২২২০২ ডাউন পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৫) যা পূর্বে ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত করা হয়েছিল, তা **পুনর্নির্ধারিত হবে না।** (২) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট- শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৫) এবং ১২৩৪৪ হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৫) যা পূর্বে পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-নৈহাটি-শিয়ালদহ হয়ে চলার কথা ছিল, তা **নির্দিষ্ট পথে,** অর্থাৎ **ডানকুনি-শিয়ালদহ** হয়ে চলবে। অন্যান্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সাফল্য এল ভারতের জার্সিতে

এশিয়া কাপে রুপো জুয়েলের

গৌতম দাস

গাজোল, ২০ জুন : বেশ কিছুদিন থেকেই ধারাবাহিকতা আর জুয়েল সরকারের নামটা সমার্থক হয়ে উঠেছে। তাঁর হাত ধরে তিরন্দাজির মঞ্চে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গাজোলও। মুকুটে সাম্প্রতিকতম পালকটি তিনি জুড়লেন সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ স্টেজ-২ দলগত রিকার্ভ বিভাগে। রুপো জিতে এশীয় মঞ্চে প্রমাণ দিলেন উত্তরবঙ্গের প্রতিভার।

কতটা কঠিন সংগ্রাম করে জুয়েল এই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন তাঁর খানিকটা আভাস মিলেছে তাঁর প্রথম কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীর কথায়। শ্রীমন্ত বলেছেন, 'খুব কষ্ট করে এখানে প্রশিক্ষণ শিবির চালাতে হয় আমাকে। তিরধনুক থেকে শুরু করে যাবতীয় উপকরণ কিনতে হয় নিজেকেই। সরকার থেকে তেমন কোনও সাহায্য পাই না। তাই উন্নতমানের সরঞ্জাম কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারের থেকে যদি সহযোগিতা পাই তাহলে এখান থেকে আরও অনেক তিরন্দাজ উঠে আসবে।'

২০২২ সালে প্রথমবার ইরাকে অনুষ্ঠিত এশীয় তিরন্দাজি

জুয়েল সরকার

প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে সোনা জিতেছিলেন জুয়েল। এরপর এসেছে একের পর এক সাফল্য। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে রাজ্যের হয়ে সোনা জিতেছিলেন জুয়েল। এরপর মে মাসে মালদায় অনুষ্ঠিত রাজ্য গেমসেও সোনা জেতেন তিনি। শুক্রবার সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ স্টেজ-২ দলগত রিকার্ভ বিভাগে রুপো জয় জুয়েলের।

জুয়েলের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, জুয়েলের পরিবার এবং কোচদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে জুয়েল সরকার, আমাদের সরকারের ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির একজন তিরন্দাজ, আজ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ স্টেজ-২ দলগত রিকার্ভ বিভাগে রুপো জিতেছেন। জুয়েলকে অভিনন্দন, তাঁর পরিবার ও প্রশিক্ষকদেরও শুভেচ্ছা।'

ছেলের এই সাফল্যে খুশির বাঁধ ভেঙেছে বাবা নিশম সরকার এবং মা নিরতি সরকারেরও। মালদার এই ছেলেটিই ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র তিরন্দাজ যিনি চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে উত্তরাখণ্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় গেমসে রিকার্ভ ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।

বিশ্ব দরবারে সৌরভ

দিনহাটা, ২০ জুন : ফের বিশ্ব মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাবে এক বাঙালিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্মিংহাম, আলাবামায় আগামী ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২১তম ওয়ার্ল্ড পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমস। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলেন দিনহাটা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তরুণ সৌরভ সাহা। ৩০ জুন ভারতীয় পুলিশ ও ফায়ার দলের হয়ে ৪ ১০০ মিটার দৌড়ের ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবেন তিনি।

বরাবরই খেলাধুলো অন্তপ্রাণ সৌরভ। তার মাঝেই ২০১৮ সালে বিএসএফে যোগদান। স্বপ্নের দৌড়

সৌরভ সাহা

কখনোই থেমে থাকেনি। তারই ফলস্বরূপ মার্কিন দেশে এই সুযোগ। তবে, এই জায়গায় পৌঁছাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়ার জন্য গতবছর নভেম্বর মাসে দিল্লিতে সব রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা হয় এবং সেখানেই সৌরভ ৪০.৭৩ সেকেন্ডে ৪১০০ মিটার দৌড় শেষ করেন। এরপরেই বিচারকরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র ক্রীড়াবিদ হিসেবে তাঁকে নির্বাচিত করে বার্মিংহামের প্রতিযোগিতায় সুযোগ দেন। এই সুযোগ পাওয়ার পর স্বভাবতই খুশি সৌরভ। ভারত থেকে ৬০ জনের অ্যাথলেটিক্স দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছে। ভারতীয় দলকে বিদায় জানাতে গত ১৮ জুন একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয় নয়াদিল্লির বিএন মল্লিক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়। তিনি ভারতীয় দলের ওপর গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন।

TIME EXTENSION NOTICE REGARDING NIT

Application for NIT No-31/kck-II/24-25, 32/KCK-II/2025-26, 33/kck-II/2025-26, 34/kck-11/2025-26, & 35/kck-II/2024- 25 were invited by the BDO & E.O Kaliachak-II Dev. Block/ PS from the bidders. Last date of bid submission is extended upto 26.06.2025 upto 15:00 Hrs respectively. Details are available in the www.wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO/EO
Kaliachak-II Dev. Block/PS
Mothabari, Malda

To Whom It May Concern

This is to declare that Prakash Thapa, at Plot No.: 106-110, 113-115 & 97, Mouza - Bairbhita, J.L. No. 91, Block & P.S. - Naxalbari, District :- Darjeeling, West Bengal :- 734429 has been accorded Environmental Clearance, Vide Proposal No. SIA/WB/MIN/534276/2025 Dated 28.04.2025 from State Environment Impact Assessment Authority for setting up a new manufacturing unit.

The copy of Environmental Clearance letter is available on Environment Dept, Govt of West website:https://www.wbpcb.gov.in

Prakash Thapa
Plot No.: 106-110, 113-115 & 97,
Mouza - Bairbhita, J.L. No. :- 91,
Block & P.S.:- Naxalbari,
District :- Darjeeling, West Bengal :- 734429.

ডিব্রুগড় কোচিং সিক লাইনের সম্প্রসারণ এবং আধিকারিকদের বিশ্রাম গৃহের উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিএসকে/ইলেক্ট/১৯৬ তারিখঃ ১৮-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-ডিএসকে-৯০২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ চাউলখোয়া প্রান্তের লাইন নং. ১০ এবং ১১ এ ৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের দ্বারা ডিব্রুগড় কোচিং সিক লাইনের সম্প্রসারণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪০,১৬,৯৮৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮০,৩০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-ডিএসকে-৯০৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলে ডিইএন/I/তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহ এবং অধীনস্থ আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নীতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৩৮,৭০,৩৩৫.৯০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭৭,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৮-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ১৮-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই (ডব্লিউ)/হাসিমারা অধিক্ষেত্রের অধীনে হাসিমারায় ৮ ইউনিট টাইপ-II দ্বৈত তলযুক্ত স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,১১,৬৮,৫৫৮.৮৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৫,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭০-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি. তারিখ ১৮.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন নামী সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭০। কাজের নাম : (i) তিলডাঙ্গা-বোনিডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে বিন্দুবাসিনী হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (ii) মির্জাচৌকি-পীরপৈন্তি স্টেশনের মধ্যে আম্মাপলি হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (iii) পীরপৈন্তি-শিবনারায়ণপুর স্টেশনের মধ্যে লক্ষ্মীপুর ভোরং হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (iv) মাম্দলার-আকবরনগর স্টেশনের মধ্যে ছিট মকন্দপুর হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (v) আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে মাহেশী হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ৫৫,১১,০৩১.০৪ টাকা। বায়নামূল্য: ১,১০,২০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়: ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ১০.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই (জি)/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিসের নোটিস বোর্ড। ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-90/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

প্রেম টেম (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ প্রণমি তোমায়, দুপুর ১.০০ বন্ধু, বিকেল ৪.০০ প্রেম টেম, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ সাথী আমার, ১.০০ লভ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.০০ মন মানে না, বিকেল ৩.১০ সন্তান, সন্ধে ৬.০৫ আমার মায়ের শপথ, রাত ৯.৩০ সাগরদ্বীপে যকের ধন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ২.০০ সাথীহারা, বিকেল ৫.০০ দেবীবরণ, রাত ৯.৩০ জীবন যুদ্ধ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দাদু নম্বর ওয়ান, সন্ধে ৭.৩০ স্বপ্ন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরিবার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বিষ্ণু নারায়ণ

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ২.৫৮ কুলি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৫.১১ অন্তিম, রাত ৮.০০ সূর্যবংশী, ১০.৫৬ স্যামি-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ১.৫১ স্পাইডার, বিকেল ৪.২৬ ব্রুস লি : দ্য ফাইটার

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৮ থপ্পড়, ২.৪২ শর্মাজি নমকিন, বিকেল ৪.৪৪ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ রশ্মি রকেট

জি সিনেমা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫
সন্ধে ৭.০০ অ্যান্ড পিকচার্স এবং অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

কুলি নাম্বার ওয়ান
দুপুর ২.৫৮ জি সিনেমা এইচডি

অনুরোগের ছোঁয়া রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

PM SHRI SCHOOL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BAROBISHA, ALIPURDUAR (W.B)
WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in Interview for appointment to the post of TGT (Computer Science) purely on Contract basis for 10 months at PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal for the session 2025-26. Interested candidates can attend the Walk-in- Interview in the Vidyalaya on 28.06.2025 at 10.30 AM with all original certificates of educational qualification and experience.

Essential Qualification

1. Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.
OR
Graduation in Computer Science/IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must be studied in all years as main subject.
OR
BE/B. Tech. (Computer Science/Information Technology from a recognized institution with at least 50% marks.
2. Qualified in the central Teacher Eligibility Test (Paper –II) conducted by Government of India.
3. Bachelor's Degree in Education from NCTE recognized institution with at least 50% mark.
OR
Three Year integrated B.Ed. – M.Ed. from NCTE recognized institution with at least 50% marks.
OR
Four year integrated Degree with at least 50% marks from NCTE recognized Institution including B.Ed. Component.

The requirement of CTET & B.Ed. may be relaxed in case of non availability of candidates.

Candidates can visit Vidyalaya Website : **https://navodaya.gov.in/nvs/nvs-chool/Alipurduar/en/home** for eligibility criteria and application form. Candidates can also get application form from Vidyalaya Office and send duly filled application form by e-mail- :- **jnvalipurduar@gmail.com** on or before **26th June- 2025**.

PRINCIPAL

আমাদের পরিবারে স্বাগত!

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

তিন শর্ত
- সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারা
- যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারা
- হার না মানা মানসিকতা

কাজটা কী
- প্রায় সবাই নিজ নিজ পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার চান
- তাছাড়া থাকে নানা রকম ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, অফার
- তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের সেতু তৈরি

কর্মক্ষেত্র: বৃহত্তর শিলিগুড়ি শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক

আবেদনপত্র পাঠান jobs.uttarbanga@gmail.com-এই ঠিকানায়, ২৮ জুনের মধ্যে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

Cooch Behar Panchanan Barma University
NOTICE

The Online Examinations Form fill-up for the U.G. CBCS B.A/B.Sc./B.Com./BBA/BBM 2nd, 4th & 6th Semester (Honours & Program) Examinations, 2025 have been re-opened. Forms will be available upto 22/06/2025 at www.cbpbu.net.

Sd/-
Registrar

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. NO. KMG/EO-ET/04/2025-26, DATED : 18/06/2025

Last date and time for bid submission-28/06/2025 at 9.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**.

Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
Kumargram :: Alipurduar

গাড়ি ভাড়া করা

বিড নংঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৩৫৫০৮০, তারিখ ঃ ১৮-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নাম ঃ ৩৬ মাসের জন্য ওএইচই কাম পিএসআই ডিপো, সামসি (একটি গাড়ি) এবং নিউ জলপাইগুড়ি (একটি গাড়ি)এর অধিক্ষেত্রের অধীনে টিআরডি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন এবং অ্যাটেন্ডিং ব্রেকডাউন জন্য কর্মী এবং উপকরণ পরিবহনের জন্য ০২ টি ভারী ট্রাক ভাড়া করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৫,০৯,৪৬২.৯৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৯০,২০০.০০ টাকা। বিড সমাপ্তির তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। বিড খোলার তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৯.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত https://www.Gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara
Siliguri-734001
NIeT No.-07-DE/SMP/2025-26
NIT No.-08/DE/SMP/2025-26 (Offline) & NIQ No.-09-DE/SMP/2025-26 (Offline)

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

For NIeT No.- 07-DE/SMP/2025-26
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : 21.06.2025 (server clock), Last date of submission of bid: 04.07.2025 (server clock)

For NIT No.- 08-DE/SMP/2025-26 (offline)
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : 21.06.2025 (at 11:00 A.M.), Last date of submission of bid : 26.06.2025 (at 05:30 P.M.)

For NIQ No.- 09-DE/SMP/2025-26 (offline)
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : 21.06.2025 (at 11:00 A.M.), Last date of submission of bid : 26.06.2025 (at 05:30 P.M.)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the webstte, namely — **http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE,SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর :- 8972377039.

অ্যাফিডেভিট

By Affidavit EM- Jal on 4/6/25, I Ranjeet Mahato declare that, Ranjeet Mahato & Rajit Mahato same & identical person. (A/M)

●

আমি Nurjamal Sekh পিতা Majibar Ali, D.O.B.01/01/1985. ভুলবশত স্কুল শংসাপত্রে/ ভোটার কার্ডে Noor jamal Sekh/ Tata Miah. পিতা Majibar Sekh হওয়ায় দিনহাটা নোটারি পাবলিক কোর্টে 2/6/2025 ইং তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Nurjamal Sekh হলাম। Nurjamal/ Noor jamal/ Tata Miah একই ব্যক্তি। গ্রাম- নাগরেরবাড়ি, থানা-সাহেবগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

●

আমার মেয়ে Arpita Biswas এর মাধ্যমিক পরীক্ষার যাবতীয় ডকুমেন্টে (Registration No : 3222-062068, Roll-804522N, No. 0111) ভুলবশত আমার নাম মুদ্রিত আছে Amal Kr. Biswas. গত 18.06.2025 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Amal Kumar Biswas নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Amal Kumar Biswas ও Amal Kr. Biswas একজনেরই নাম। (S/N)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি করুণা বিশ্বকর্মা, পিতা মণি বিশ্বকর্মা, লঙ্কাপাড়া খাস বস্তি, পোঃ লঙ্কাপাড়া হাট, থানা ঃ বীরপাড়া, জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No WB2001SC202105231) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 9599676605. (C/117002)

●

আমার মক্কেল অশোক চৌহান, ওয়ার্ড নম্বর-৭, দিনহাটা, বলেন যে 14/6/25 তাং-এ তিনি তার জমির দুটি চেইন দলিল হারিয়েছেন যার নং- I-4292/17, ও I-5166/91, তিনি তার জন্য জি.ডি.ই. করেছেন যার নং- জি.ডি.ই.- ৮৭৫/২৫, তাং ১৬/৬/২৫ (ইং), কেহ পেলে ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন- অপূর্ব সিনহা (অ্যাডভোকেট) (মোঃ) -৯৭৩৩৩৪১৩১২, অশোক চৌহান (মোঃ) ৯৯৩২২৪০২৯০ (S/M)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি ঘোষপুকুরে শপিংমলে ও জামালদা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ির জন্য গার্ড চাই, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, বেতন- 11,000/-, M-9647735023. (C/116978)

●

A Walk-in-interview for the post of Asst. Teacher in History(PG) in Maternity Leave Vacancy will be held on 07.07.2025 in, Batasi Sastrijee High School (H.S.) Batasi, P.O : Badrajote, Dist : Darjeeling at 11A.M. Kindly bring all the testimonials in original and Two sets of copies of each document. (C/ 113524)

কমান্ড্যান্ট কার্যালয়, ৯৩ বিএন বিএসএফ, বৈকুণ্ঠপুর, জলপাইগুড়ি

নং প্রোভ/৯৩ বিএন/নিলাম নোটিশ/২০২৫/৬৯৫১-৯৩

নিলাম নোটিশ

অব্যবহৃত/অব্যবহারযোগ্য/ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিসপত্র যেমন, বিবিধ সামগ্রী, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, সেক্টর স্টোর সামগ্রী/গোলাবারুদ, অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম, প্রতিরক্ষা সামগ্রী, কোমন স্টোর, এমটি স্টোর, এসওএস মেস সামগ্রী, রেশন সামগ্রী, অঙ্কুর প্লে স্কুল স্টোরস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্টোরস ইত্যাদি ৯৩ বিএন বৈকুণ্ঠপুর সদর দপ্তর, জলপাইগুড়ি-তে ২৫শে জুন ২০২৫ তারিখে ১০০০ ঘটিকায় নিম্নলিখিত শর্তাবলি অনুসারে নিলাম করা হবে ঃ-

১. সমস্ত আগ্রহী দরদাতারা নিলামের সময়কালে দর করতে পারবেন।
২. প্রতিটি দরদাতাকে ১০,০০০/- নগদ টাকা অগ্রিম অর্থমূল্য রূপে জমা দিতে হবে, যেটি নিলাম সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তীতে ফেরত দেওয়া হবে/ সমন্বয় সাধন করা হবে। দরদাতারা তাদের আবাসিক প্রমাণ সহ বৈধ প্যান/আধার কার্ড এবং জিএসটি নম্বর নিয়ে আসবে।
৩. সমস্ত দরদাতাকে নিলাম শুরুর অন্তত এক ঘণ্টা আগে ৯৩ বিএন বিএসএফ বৈকুণ্ঠপুর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গের কার্যালয়ে নিজেদের নাম নিবন্ধীকরণ করতে হবে।
৪. দোকানগুলি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে নিলাম করা হবে এবং দোকানগুলি ওই একইদিনে পূর্বের স্থান থেকে সফল দরদাতার নিজস্ব পরিবহণ পরিষেবার দ্বারা স্থানান্তরিত করতে হবে।
৫. দোকানের সামগ্রীগুলি তোলার জন্য কোনওপ্রকার পরিবহণের ব্যবস্থা করা হবে না।
৬. রিভার্স চার্জ পদ্ধতির দ্বারা প্রতিটি সামগ্রীর উপর বিহিত প্রযোজ্য রেট-এর হিসেবে, সফল দরদাতাদের নিলামের সম্পূর্ণ অর্থমূল্যের সহিত জিএসটি জমা দিতে হবে।
৭. সামগ্রীগুলি 'যেখানে যেমন আছে' ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
৮. কমান্ড্যান্ট ৯৩ বিএন বিএসএফের কোনও কারণ ছাড়া যেকোনও দর গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে।
৯. নিলামটি বিভাগীয় নিয়ম এবং প্রবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।
১০. অন্যান্য শর্ত যদি থাকে তা নিলামের সময় ঘোষণা করা হবে।
১১. যদি কোনওক্ষেত্রে চূড়ান্ত দরদাতা ঘটনাস্থলে অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হন তবে তার দ্বারা জমাপ্রাপ্ত অগ্রিম অর্থমূল্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ডিসি/কিউএম
কমান্ড্যান্ট
৯৩ বিএন বিএসএফের দ্বারা

CBC 19110/11/0023/2526

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন ভালোমন্দে কাটবে। সামান্য কাজের জন্য অন্যের সাহায্য না নেওয়াই ভালো। বৃষ : আর্থিক উন্নতি বজায় থাকবে। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা দূর হবে। মিথুন : কোনও আত্মীয়ের কূট চালে সংসারে অশান্তি। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্কট : স্কুলবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি আসবে। সিংহ : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কন্যা : টাকাকড়ি খুব সাবধানে রাখুন। পুরোনো কোনও জিনিস বিক্রি করে লাভবান হবেন। তুলা : বাড়ি, গাড়ি কেনার আগে বাড়ির বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করুন। সুগারের সমস্যা বাড়বে। বৃশ্চিক : জমি, বাড়ি কেনাবেচার শুভ দিন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। ধনু : সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। ধর্মীয় আলোচনায় মন শান্ত হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। মকর : শত্রু আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় জটিলতা কাটবে। কুম্ভ : বাড়ির কোনও সমস্যা বন্ধু মহলে জানাবেন না। টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। মীন : হাঁটু কিংবা কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। সেবামূলক কোনও কাজে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ২১ জুন, ২০২৫, ৬ আহার, সংবৎ ১১ আষাঢ় বদি, ২৪ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৩। শনিবার, একাদশী রাত্রি ১।৩৪। অশ্বিনীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।২৯। অতিগণ্ডযোগ সন্ধ্যা ৬।৫০। ববকরণ দাবি ২।৪৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।৩৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, অপরাহ্ণ ৫।২৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে - একপাদদোষ, রাত্রি ১।৩৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী - অগ্নিকোণে, রাত্রি ১।৩৪ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি - ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।২০ গতে ৩।১ মধ্যে ও ৪।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি - ৭।৪২ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৫ মধ্যে। যাত্রা - নাই, দিবা ৬।৩৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।২৯ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩৬ গতে অপরাহ্ণ ৪।৪২ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে। অমৃতযোগ - দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নৌকাডুবিতে নিখোঁজ শ্রমিক

গভীর রাতে অবৈধ পারাপারে আটক দুই মাঝি

অরিন্দম বাগ ও এম আনওয়ারউল হক

মালদা ও বৈষ্ণবনগর, ২০ জুন : মধ্যরাতে গঙ্গায় নৌকাডুবি। জলে পড়ে যান দুই চালক সহ ওই নৌকায় থাকা মোট ১৪ জন। বাকিরা সাঁতরে পাড়ে উঠলেও একজন নিখোঁজ রয়েছেন। শুক্রবার বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর দফায় দফায় তল্লাশি চালালেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ওই ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যায়নি। গভীর রাতে অবৈধভাবে পারাপারের অভিযোগে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা পলান শেখ ও দীপক মণ্ডল নামে দুই মাঝিকে আটক করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

বাঁকুড়ায় রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন বৈষ্ণবনগরের ১২ জন শ্রমিক। বৃহস্পতিবার ফিরতে ফিরতে তাঁদের রাত ১টা বেজে গিয়েছিল। এদিকে, রাত ৯টায় ফেরি বন্ধ হয়ে যায়। ধুলিয়ান ঘাটে দুজন মাঝিকে দেখতে পান। তারা ৮০০ টাকার বিনিময়ে অন্য আরেকজনের মাছ ধরার নৌকা করে ওই বারোজনকে শিবপুর ঘাটে নিয়ে যেতে রাজি হয়।

পারাপারের সময় মাঝগঙ্গায় ঘটে বিপত্তি। নৌকা উলটে প্রত্যেকে ভরা গঙ্গায় পড়ে যান। কিছুটা সাঁতরে ও কিছুটা স্থানীয়দের সাহায্যে মুর্শিদাবাদ

নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। শুক্রবার।

থেকে উদ্ধার হন রুবেল শেখ, আজিজুর শেখ, মহিদুল শেখ, অজয় প্রামাণিক, সেলিম শেখ ও নৌকার দুই মাঝি। শিবপুর ঘাট থেকে উদ্ধার করা হয় চাঁদ মহম্মদ, সাদরুল শেখ, আবদুল আজিজ, সিটু শেখ, শাহিদ রানা ও আমিরুল শেখকে।

উদ্ধারের পর তাঁদের অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেশিরভাগকে রাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনজন এখনও চিকিৎসাধীন। তবে বাখরাবাদ চর এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গির শেখ নিখোঁজ। জাহাঙ্গিরের ভাই রবিউল শেখ বলেন, 'রাত ১টা নাগাদ মাছ ধরার নৌকা করে দাদা ধুলিয়ান থেকে মালদায় আসছিল। বাকি সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে। শুধু দাদার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।' ছেলের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাবা লিয়াকত আলি। তিনি বলেন, 'কাজ থেকে ফিরছিল। ও পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, আমার ছেলেকে যেন উদ্ধার করা হয়।' এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা অবৈধভাবে নৌকা পারাপারের অভিযোগে সরব হয়েছেন।

তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনের নজরদারির অভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল। বর্ষায় গঙ্গার জলস্তর অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্ঘটনার রাতে ঝোড়ো হাওয়াও বইছিল। মাছ ধরার ছোট নৌকায় অতিরিক্ত যাত্রী তোলার কারণেই বিপত্তি ঘটেছে বলে পুলিশের অনুমান। শুক্রবার সকালে গঙ্গার জলস্তর ছিল ২২.২৯ মিটার। বিপদসীমা ছিল ২৪.৬৯ মিটার ও চরম বিপদসীমা ছিল ২৫.৩০ মিটার।

বাখরাবাদের বাসিন্দা আবদুল আলিম বলেন, 'সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ে মাঝিরা ফেরি পারাপার করেন। বিকল্প পথ না থাকায় প্রায় হাজার টাকা দিয়ে ধুলিয়ান ঘাট থেকে পাল্লালপুর ঘাট বা শিবপুর ঘাটে যাতায়াত করেন অনেকে। প্রশাসন এ ব্যাপারে উদাসীন। পুলিশের পাহারা থাকলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না।'

তদন্তে পুলিশ

- গভীর রাতে ছোট নৌকায় ১২ জনকে নিয়ে গঙ্গা পারাপার
- মাঝ নদীতে নৌকা উলটে বিপত্তি
- সাঁতরে প্রাণ বাঁচল ১১ জন শ্রমিকের, নিখোঁজ জাহাঙ্গির শেখ
- দুই মাঝিকে আটক করেছে পুলিশ

দমকলকেন্দ্র কবে, চিঠি বণিক মহলের

গাজোল, ২০ জুন : চলতি বছরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে গাজোলে দমকলকেন্দ্র তৈরির ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশমতো দমকলকেন্দ্রের জন্য জমি চিহ্নিত করে তা অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের হাতে তুলেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিন মাস পেরিয়ে গেলেও কাজ শুরু করতে পারেননি নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হাওড়া রিভার ব্রিজ কমিশনার। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। সংগঠনের তরফে এ ব্যাপারে শুক্রবার চিঠি দেওয়া হয়েছে হাওড়া রিভার ব্রিজ কমিশনারকে। সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহার বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাজোলে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই নির্দেশের পর সরকারি বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাজই শুরু করেনি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। এ সময় কাজ শুরু না হলে আবার এক বছর পিছিয়ে যাবে। তখন হয়তো এই সংস্থা বলবে প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে, এই বাজেটে দমকলকেন্দ্র তৈরির কাজ করা যাবে না। এভাবে দমকলকেন্দ্রকে ঠান্ডা ঘরে পাঠানোর চেষ্টা চলছে। দ্রুত কাজ শুরু না হলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলে জানান তিনি।

পথ নিরাপত্তার দাবি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ জুন : হরিশ্চন্দ্রপুর-চাঁচল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের গাংনদিয়া গ্রামের কাছে ফ্লাইওভার এবং জাতীয় সড়কের সংযোগস্থলে পথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালুর দাবি উঠেছে। এই দাবিতে শুক্রবার জেলা পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি পেশ করেন গাংনদিয়া-আলিনগর-মসজিদপাড়ার সর্বদলীয় গ্রাম্য কমিটির সদস্যরা।

সর্বদলীয় গ্রাম্য কমিটির পক্ষ থেকে মোশারফ হোসেন বলেন, 'তুলসীহাটা ওভারব্রিজের শেষপ্রান্ত গাংনদিয়া মোড় মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এলাকার বাসিন্দারা প্রাণ হাতে নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর আগে এই এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হলেও তাঁদের সেই দাবিপূরণ হয়নি। এখানে নেই ডিভাইডার, গার্ডরেল, স্পিডব্রেকার কিংবা ট্রাফিক আলোর ব্যবস্থা।' গ্রামবাসীদের দাবি মেটাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে।

বৃষ্টিতে স্বস্তি

রায়গঞ্জ, ২০ জুন : আষাঢ়ের শুরুতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি উত্তর দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশে। তাপমাত্রা কমল বেশ কয়েক ডিগ্রি। আর এই বৃষ্টিতে পোয়াবারো আমন ধানচাষিদের। শুক্রবার সকাল থেকে রায়গঞ্জ, ইটাহার, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, করণদিঘির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। এরপর বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। বিগত কয়েকদিনের অসহ্য গরমে চাষের জমি শুকনো খটখটে হয়ে যাওয়ায় চাষিরা দুশ্চিন্তায় ছিলেন। হেমতাবাদের চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভরতপুরের বাসিন্দা ইসমাইল আলি বলেন, 'আমন ধানের বীজ বসাব বলে অপেক্ষায় ছিলাম। এই বৃষ্টিতে আমাদের সুবিধা হল।'

বধূ নির্যাতন

কুমারগঞ্জ, ২০ জুন : কুমারগঞ্জের দেউন এলাকার এক বধূ তাঁর স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে শুক্রবার কুমারগঞ্জ থানায় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করলেন। পণের দাবিতে ওই বধূকে কয়েক মাস আগে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁর স্বামী অন্য এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে রয়েছেন বলেও অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গাজোলে রথযাত্রার প্রস্তুতি। শুক্রবার পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

স্কুলে অসুস্থ হয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ২০ জুন : স্কুলে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল সোহানা খাতুন (১৪) নামে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর। সোহানা হরিরামপুর ব্লকের দানগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্রী ছিল। স্কুলে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সোহানাকে মালদা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার বলেন, 'এই ঘটনায় পরিবারের তরফে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে ওই ছাত্রীর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

বৃহস্পতিবার দানগ্রাম হাইস্কুলে টিফিন শেষ হওয়ার পর ক্লাসরুমের মধ্যে সোহানা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকবার বমিও করতে চায় ওই ছাত্রী। খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গির আলম তড়িঘড়ি সেখানে যান। দ্রুততার সঙ্গে ছাত্রীকে স্কুল থেকে দানগ্রাম বাজারে এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক শারীরিক পরীক্ষা করার পর আর ঝুঁকি নেননি। সোহানাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। স্কুল থেকে খবর দেওয়া হয় ওই ছাত্রীর পরিবারে। দানগ্রাম বাজার থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে হরিরামপুর হাসপাতালে সোহানাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হরিরামপুর হাসপাতাল থেকে ওই ছাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা জেলা হাসপাতালে। সেখানে রাত ৮টা নাগাদ ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। শুক্রবার সোহানার অকাল প্রয়াণে ছুটি দিয়ে দেন প্রধান শিক্ষক।

প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গির আলম বলেন, 'ওই ছাত্রীর অসুস্থতার কারণ আমরা কিছু জানতে পারিনি। টিফিনের পরেই ছাত্রী অসুস্থ বোধ করলে আমরা দ্রুত চিকিৎসার জন্য সমস্ত চেষ্টা করেছিলাম। সময়মতো পরিবারেও খবর দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। আচমকা ওই ছাত্রী কেন অসুস্থ হয়ে পড়ল তা জানার চেষ্টা করব।'

তদন্ত শুরু

- ক্লাসরুমের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্রী
- মালদা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়
- সেখানেই তার মৃত্যু হয়, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা
- পুলিশ এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে

> ওই ছাত্রীর অসুস্থতার কারণ আমরা কিছু জানতে পারিনি। টিফিনের পরেই ছাত্রী অসুস্থ বোধ করলে আমরা দ্রুত চিকিৎসার জন্য সমস্ত চেষ্টা করেছিলাম। সময়মতো পরিবারেও খবর দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। আচমকা ওই ছাত্রী কেন অসুস্থ হয়ে পড়ল তা জানার চেষ্টা করব।
>
> **জাহাঙ্গির আলম**
> প্রধান শিক্ষক

প্রশাসনের উদাসীনতায় ভোগান্তি চরমে

৩ বছর ধরে রাস্তা বেহাল ভাগভাদোয়

মুরতুজ আলম

সামসী, ২০ জুন : সাত বছর আগে রাস্তা পাকা করা হয়েছিল। এরপর রাস্তাটি রক্ষণাবেক্ষণে আর কোনও কাজ হয়নি। সামসী ভাগভাদোর প্রায় ৫০০ মিটারের রাস্তা গত তিন বছর ধরে বেহাল। বর্ষায় রাস্তা দিয়ে চলাচল করা দায় হয়ে দাঁড়ায়। গোটা রাস্তাটি জলকাদায় ভরে আছে এখন। ভাগভাদো গ্রামের জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জয়গুরু সিনেমাহল থেকে বাইপাস পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থায় এলাকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগ চরমে।

জেলা পরিষদ সদস্য রেহেনা পারভিন বললেন, 'জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জয়গুরু সিনেমাহল থেকে বাইপাস পর্যন্ত ভাগভাদোর রাস্তা পাকা করার জন্য জেলা পরিষদ থেকে বাজেট তৈরি করা হয়েছে। তা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদে পাঠানো হয়েছে।' বরাদ্দ মিললে শীঘ্রই রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

এই রাস্তার পিচ উঠে গিয়েছে। এরপর পিচের প্রলেপ দেওয়ার নামগন্ধ নেই। বর্ষাকালে রাস্তাজুড়ে থাকা গর্তগুলিতে জল জমেছে। রাস্তাটি কাদায় ভর্তি থাকায় পথচারীদেরও চলাচল করতে ব্যাপক অসুবিধা হচ্ছে। সাইকেল, মোটরবাইক অথবা অন্যান্য যানবাহন নিয়ে চলাচল করা কষ্টকর। এর জেরে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তাটি খানাখন্দে ভর্তি হলেও রাস্তা সংস্কার কিংবা নতুন করে রাস্তা পাকা করতে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।

রাস্তাটি বর্তমান দশায় ভাগভাদো গ্রামের বাসিন্দা রওশন আলি ক্ষোভ উগরে দিলেন। ভাগভাদোর বাসিন্দা সামসী সীতাদেবী বালিকা বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণির ছাত্রী সুলতানা খাতুনের কথায়, 'সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল পেয়েছি। তবে রাস্তার হাল এতই খারাপ যে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেতে ব্যাপক অসুবিধা হচ্ছে। তাই হেঁটেই স্কুলে যাই। এতে স্কুলে পৌঁছাতে দ্বিগুণ সময় লাগছে। ক্লান্তি আর ধকলও বাড়ছে।' সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

রাস্তার বেহাল দশায় দুর্ভোগ জনসাধারণের। শুক্রবার তালসুর বাজার এলাকায়।

রাস্তা যেন চষাখেত, বাঁশ বেঁধে বিক্ষোভ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ জুন : দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন চষাখেত। চারদিকে শুধু কাদা। যান চলাচল তো দূর অস্ত, হেঁটে যাতায়াত করাও দায় হয়ে উঠেছে তালসুর বাজার এলাকার রাস্তা দিয়ে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে ওই রাস্তার বেহাল দশা। বিষয়টি বারবার প্রশাসনের নজরে আনা হলে সম্প্রতি মালিওর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পাকা রাস্তাটিতে দুই ট্রলি মাটি ফেলা হয়। এরপর বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা আরও শোচনীয়। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে শুক্রবার বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। এলাকার বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। বিক্ষোভকারী আবুল কালাম আজাদের কথায়, 'ভোটের আগে নেতা-মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিরা এসে রাস্তা তৈরির আশ্বাস দেন। তবে বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি। রাস্তার এতটাই খারাপ অবস্থা যে চলাচল করা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।'

যদিও শীঘ্রই ওই রাস্তা নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন। তিনি বলেন, 'ওই এলাকায় রাস্তা খারাপ হয়ে আছে বলে শুনেছি। কিছুদিন আগেই ওই গ্রামের পাশেই ৫ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। এই রাস্তাও তাড়াতাড়ি তৈরি করা হবে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশন থেকে মথুরাপুর পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার ওই রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় তৈরি হয়েছিল। তারপর আর সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে তালসুর বাজার এলাকায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। ডুমুরিয়া, তালসুর, গহমা, মালিওর, মিটনা মথুরাপুর সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। ফলে তাঁদের ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে।

এদিকে, এলাকার বাসিন্দারা রাস্তা সংস্কার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, কোটি কোটি টাকা দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি সংস্কার করা হচ্ছে। কারণ তাতে দুর্নীতি করা যাচ্ছে। তালসুরে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা থেকে শুরু করে আরও বেশ কয়েকটি রাস্তার এরকম বেহাল দশা। সেক্ষেত্রে নজর নেই কারও।

এই পরিস্থিতিতে রাস্তার পুনর্নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

বিক্ষোভকারী মাশরেকুল আলম বলেন, 'এই রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে না। মরণাপন্ন রোগীদের কাঁধে করে নিয়ে হাসপাতাল যেতে হয়। বারবার পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি আমরা। দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এর জবাব দেব।'

এ ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপস পাল বলেন, 'রাস্তাটির ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট আমরা জেলায় পাঠাব। বিটুমেন এবং প্লাস্টিক মিশিয়ে নতুন করে রাস্তা আমরা মডেল প্রোজেক্ট হিসেবে এখানে কার্যকর করার চেষ্টা করছি।'

সাংবাদিক বৈঠকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ)। শুক্রবার গঙ্গারামপুরে।

বানচাল ডাকাতির ছক, গ্রেপ্তার ৬

রাজু হালদার ও সৌরভ রায়

গঙ্গারামপুর ও হরিরামপুর, ২০ জুন : নাকা তল্লাশিতে নেমে ৬ জনের ডাকাত দলকে গ্রেপ্তার করল হরিরামপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জাম। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিরামপুর সহ গঙ্গারামপুর মহকুমা এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাত দেড়টা নাগাদ হরিরামপুর হসপিটাল মোড়ে নাকা চেকিং করছিলেন হরিরামপুর থানার এএসআই সহ পাঁচ পুলিশকর্মী। ঠিক সেই সময় দৌলতপুর থেকে হরিরামপুরের দিকে আসছিল একটি লাল-কালো গাড়ি। এরপর নাকা তল্লাশির জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়িটি। গাড়ির ভেতরে থাকা ব্যক্তিদের দেখে কর্তব্যরত পুলিশের সন্দেহ হয়। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালাতে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে ওঠে পুলিশের। সংশ্লিষ্ট গাড়ি থেকে একটি পিস্তল, এক রাউন্ড গুলি, একটি নকল বন্দুক, তালা-দরজা ভাঙার উপকরণ, লাঠি, দড়ি, লংকার গুঁড়ো, ধারালো অস্ত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়।

এ বিষয়ে শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ সরকার বলেন, 'তল্লাশি চালিয়ে ৬ জন ডাকাতকে পাকড়াও সহ বিভিন্ন অস্ত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এসেছিল। মূলত ব্যাংক, এটিএম বা কোনও বাড়িতে ডাকাতি করবে বলে রেইকি করছিল। ডাকাতির আগেই পুলিশ তাদের ধরে ফেলেছে।' ডাকাতদের ব্যবহৃত গাড়িটির দাম প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতরা হল জাকারিয়া সিদ্দিকী, সত্যেন মাহাতো, কর্ণ মাহাতো, কৌশিক মাহাতো, জগন্নাথ ঠাকুর, শুভজিৎ মাহাতো। ধৃতরা প্রত্যেকেই মালদা জেলার গাজোল এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে হরিরামপুর থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

> মূলত ব্যাংক, এটিএম বা কোনও বাড়িতে ডাকাতি করবে বলে রেইকি করছিল। ডাকাতির আগেই পুলিশ তাদের ধরে ফেলেছে।
>
> **ইন্দ্রজিৎ সরকার**
> অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (গ্রামীণ)

কৃষকদের জন্য সতর্কতা

পতিরাম, ২০ জুন : বৃষ্টি শুরু হতেই কৃষকদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করল মাঝিয়ানের গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবাকেন্দ্র। আপাতত যে টানা বৃষ্টির বিরতির কোনও সম্ভাবনা নেই, তা স্পষ্ট আবহাওয়ার পূর্বাভাসে। বরং আগামী সোমবার মালদা এবং দুই দিনাজপুরে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছুটা ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মঙ্গলবার। শনি এবং রবিবার তেমন সতর্কতা না থাকলেও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। যে কারণেই কৃষকদের জন্য এমন সতর্কতা উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কেন্দ্রটির। এদিকে, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও টানা বৃষ্টিপাতের জন্য আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা থাকবে নিয়ন্ত্রণে। আর্দ্রতাজনিত সমস্যাও দেখা দেওয়ার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জমিতে জল জমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে বলেই কৃষকদের জন্য এমন সতর্কতা গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবাকেন্দ্রের। তার মধ্যে রয়েছে ভারী বর্ষণের সতর্কতাও। মাঝিয়ান আবহাওয়া কেন্দ্রের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমনকুমার সূত্রধরের বক্তব্য, 'টানা কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি হয়েছে।'

বিজেপির বিক্ষোভ

পতিরাম, ২০ জুন : বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের গুরুত্ব না দিয়েই কাজ করছে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত। সেই অভিযোগ তুলে শুক্রবার নাজিরপুর পঞ্চায়েতের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হল বিজেপি। তাদের দাবি, এলাকায় রাস্তাঘাটের উন্নয়ন নেই, অথচ তৃণমূল নেতারা নিজেদের পকেট ভরাতে ব্যস্ত। রাজনৈতিক রং না দেখে মানুষের স্বার্থে কাজ করুক পঞ্চায়েত। এদিনের বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বুধরাই টুডু, জ্যোতিষ বর্মন, মণ্ডল সভাপতি ছোটন চক্রবর্তী প্রমুখ।

লাখ টাকায় কাশ্মীরে 'বিক্রি'

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ জুন : কাশ্মীরের দুটি বাড়িতে 'বন্দি' করে রাখা হয়েছিল বীরপাড়ার বন্ধ লঙ্কাপাড়া চা বাগানের পিএম লাইনের এক দম্পতি এবং সিকিমের এক তরুণীকে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং কাশ্মীর পুলিশের হস্তক্ষেপে বৃহস্পতিবার রাতে তিনজনই ঘরে ফিরেছেন। পরিচারক-পরিচারিকার কাজ করার কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অথচ পারিশ্রমিকের টাকা দেওয়া হচ্ছিল না। উলটে অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। কাশ্মীরের রাজবাগ থানা এলাকায় আটকা পড়েছিলেন ওই তিনজন। শুক্রবার বীরপাড়া থানায় গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানান তাঁরা।

মাসদুয়েক আগে কাশ্মীরে যান বছর তিরিশের ওই তরুণ, তাঁর স্ত্রী এবং শ্যালিকা। শ্যালিকার বাড়ি সিকিমে। ওই তরুণের বাবা চা শ্রমিক ছিলেন। লঙ্কাপাড়া বাগান বন্ধ থাকাকালীনই তাঁর অবসরের বয়স হয়ে যায়। শুক্রবার ওই তরুণ জানালেন, রোজগারের আশায় একটি এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে কাশ্মীরে কাজের খোঁজ পান। তিনি বলেন, 'পরে জানতে পারি, এজেন্সিটি আমাদের নিয়োগ করার বিনিময়ে গৃহকর্তাদের থেকে মাথাপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে নিয়েছে। আমাদের তো বিক্রিই করে দেওয়া হয়েছিল। কাজে যোগ দেওয়ার কয়েকদিন পরই অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়।'

কীরকম অত্যাচার? ওই তরুণের স্ত্রী বলেন, 'অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হত। খেতে দিত বাসি খাবার। তাও একটুখানি। শৌচাগার পরিষ্কারের সময় ব্রাশ ব্যবহার করতে দিত না। বলত হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের টাকাপয়সাও দেওয়া হচ্ছিল না। বাড়ি ফেরার কথা বললে হুমকি দিত।'

এরই মধ্যে সুযোগ করে সেই তরুণ বাবাকে ফোন করে সমস্যার কথা জানান। তাঁর বৃদ্ধ বাবা স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বিশাল গুরুংয়ের দ্বারস্থ হন। বিশাল বিষয়টি বীরপাড়া থানায় জানালে সক্রিয় হয় পুলিশ। এরপর কাশ্মীরের রাজবাগ থানার পুলিশ ছাড়াও ওই এজেন্সির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। শুক্রবার ওসি বলেন, 'এধরনের ঘটনা এড়াতে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার আগে খোঁজখবর নিতে বলা হয় স্থানীয়দের।'

বিশাল বলছেন, 'এজন্যই ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হয়। পাশাপাশি প্রশাসনকে আগাম জানানোর কথাও বলা হয় স্থানীয়দের।' এদিকে ভুক্তভোগীরা বলছেন, তাঁরা নিরুপায়। এলাকায় কাজের নিশ্চয়তা নেই। সীমান্তঘেঁষা এলাকাগুলিতে কাজের সুযোগ আরও কম। মাসে মাত্র ১৫-২০ হাজার টাকা মাইনের আশায় ওই তিনজন সম্প্রতি কাশ্মীরে পাড়ি দিয়েছিলেন।

বন্ধ লঙ্কাপাড়া চা বাগান।

অত্যাচার

- অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হত
- বাসি খাবার খেতে দেওয়া হত, তাও ভরপেট নয়
- হাত দিয়ে শৌচাগার পরিষ্কার করতে বলা হত
- টাকাপয়সাও দেওয়া হচ্ছিল না বলে অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গ দিবস

গাজোল, ২০ জুন : তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। পাশাপাশি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

শুক্রবার বিজেপির পক্ষ থেকে রাজ্যজুড়ে পালন করা হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো এদিন বিকেলে গাজোলেও দিনটি পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রাটি গোটা গাজোল শহর এলাকা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন গাজোল শহর ছাড়াও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আসা নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংগঠনিক সভাপতি প্রতাপ সিংহ, বিধায়ক চিন্ময়দেব বর্মন, মণ্ডল সভাপতি নীহার মণ্ডল, বঙ্কিম সরকার প্রমুখ।

টাকা বিতরণ

হিলি, ২০ জুন : শুক্রবার সমব্যথী প্রকল্পের টাকা বিতরণ করল হিলি ব্লকের ২ নম্বর পাঞ্জুল গ্রাম পঞ্চায়েত। এলাকার ৩০ জন মানুষের হাতে পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে ৬০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।

অপরিকল্পিত নিকাশিনালা নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ

চাঁচল, ২০ জুন : শুক্রবার অপরিকল্পিতভাবে নিকাশিনালা নির্মাণ নিয়ে পূর্ত দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকাবাসী। ঘটনাটি চাঁচল-১ ব্লকের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের আশাপুরের। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, যেভাবে নিকাশিনালা নির্মাণ হচ্ছে তাতে নিকাশিনালা হবে রায়তি জমির ওপর দিয়ে। যার ফলে নর্দমার জল উপচে পড়ার আশঙ্কা থাকছে কৃষিজমিতে। সেই জল গিয়ে পড়বে একটি বিলে। যে বিল আবার মহানন্দার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যার ফলে দূষণের আশঙ্কা থাকছে।

স্থানীয় নারায়ণ দাসের কথায়, 'রাজ্য সড়কের ধার দিয়ে নর্দমা তৈরি করা উচিত। এরা যেদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ক্ষতি হবে। সেই বিলের জলে মাছ চাষ হয়। আমরা স্নান করি। জল ব্যবহার করি। সেটা করতে পারব না।' একই বক্তব্য আরেক স্থানীয় কমলা দাসেরও। তাঁর কথায়, 'পূর্ত দপ্তরের নিজের জায়গায় নর্দমা তৈরি করা উচিত।'

এবিষয়ে চাঁচল-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অঙ্কুর পোদ্দার জানান, প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বিষয়টি নিয়ে। এলাকাবাসীকে তিনি একটি লিখিত অভিযোগ জানাতে বলেছেন।

বিজেপি কর্মীদের গাছে বেঁধে রাখার নিদান

তৃণমূল নেতার হুঁশিয়ারি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ জুন : ফের হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল নেতার মুখে কুকথা। এবারে বিজেপি নেতা-কর্মীদের গ্রামে ঢুকলে বা ভোটের প্রচার করতে এলে গাছে বেঁধে রাখার নিদান দিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের এ অংশের ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমান। পাশাপাশি, তাঁর একটি মন্তব্যকে ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলও প্রকট হয়ে পড়েছে। যথারীতি তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা এবং কটাক্ষ ধেয়ে এসেছে বিরোধী শিবির থেকে।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের ভোট। যার প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। এমন প্রস্তুতিতেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে একটি যোগদান কর্মসূচি ছিল। এই কর্মসূচিতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলের কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের প্রায় শতাধিক কর্মী তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। এখানেই উপস্থিত ছিলেন জিয়াউর, জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খান, শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি সাহেব দাস সহ বেশ কয়েকজন। এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন জিয়াউর। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের

শাসকদলের ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমান (মাঝখানে)।

জোয়ারে এলাকার বিরোধীরাও এখন শাসকদলে যোগদান করছে। বিজেপি এলাকায় ধর্মীয় তাস খেলছে। বিভেদের রাজনীতি করছে। এলাকার মানুষ এটা বুঝে ফেলেছে। আগামী নির্বাচনের সময় এলাকায় যখন বিজেপির নেতা-কর্মীরা এ ধরনের কাজ করবেন, মানুষ তাঁদের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখবে। এটাই জনগণের রায়।' পাশাপাশি এদিনের যোগদান কর্মসূচিতে তিনি এই বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে প্রচ্ছন্নভাবে তরুণ নেতা বুলবুল খানকে এগিয়ে রাখেন। তিনি বলেন, 'বুলবুল খানের নেতৃত্বে গত কয়েকটি নির্বাচনে হরিশ্চন্দ্রপুরে বেশ ভালো ফল হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমরা বুলবুল খানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করতে চাই।' বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। তাহলে কি তিনি তাজমুলের পরিবর্তে বুলবুলকে প্রার্থী হিসেবে চাইছেন, চর্চা শুরু হয়েছে খোদ দলেই। তবে তাঁর এই মন্তব্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

যা ইঙ্গিত করে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক কিষান কেডিয়া বলেন, 'রাজ্যের যা পরিস্থিতি, তাতে আগামী নির্বাচনে কে কাকে গাছে বেঁধে রাখবে, সেটা সময় বলবে। নির্বাচনের আগে দেখবেন তৃণমূল নেতারা নিজেরাই নিজেদের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখছেন।' যোগদান নিয়ে কটাক্ষ করে জোটের নেতা তথা সিপিএমের উত্তর এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রণব দাস বলেন, 'যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁরা সিপিএমের বা কংগ্রেসের কেউ নন। এরা বহুরূপী। আসলে এরা তৃণমূলই করত। নিজেরাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত যখন, তখন ওঁরা অন্য দলের কথা বলে কীভাবে?'

যদিও এবারই প্রথম নয়। এর আগেও জিয়াউরের মুখে বিতর্কিত মন্তব্য শোনা গিয়েছে। একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার মঞ্চে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসির সামনে বিরোধীদের খেলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি ফাউল করে পা ভেঙে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন।

বক্তব্যে কোন্দল

- বিজেপি কর্মীদের গাছে বেঁধে রাখার নিদান তৃণমূল ব্লক সভাপতির
- হরিশ্চন্দ্রপুরে বিজেপিকে ভোট প্রচার করতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি
- তৃণমূলের ওই নেতাকে একযোগে আক্রমণ বিজেপি ও সিপিএমের
- তৃণমূল নেতা জিয়াউরের বক্তব্যে দলের গোষ্ঠীকোন্দলও প্রকাশ্যে

আজ বিশ্ব যোগ দিবস। শুক্রবার বালুরঘাটের একটি বেসরকারি স্কুলে। ছবি : মাজিদুর সরদার

অভিযানে নামছে প্রশাসন

বালি পাচারের জন্য রিং বসিয়ে সেতু

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২০ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা পঞ্চায়েতের হরিহরপুরে বৃহস্পতিবার আত্রেয়ী নদীর তীরে অবৈধভাবে বালি তোলার বিরুদ্ধে বালুরঘাট মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। পতিরাম থানায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে বলে শুক্রবার ভূমি দপ্তরের আধিকারিক জানান। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বালুরঘাটের বিএলএলআরও রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল। অভিযানে ৯টি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি এবং দুটি মেশিন আটক করা হয়।

বিএলএলআরও রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'শুধু হরিহরপুর নয়, রাজারামপুর এলাকাতেও অবৈধভাবে বালি তোলার প্রমাণ মিলেছে, সেখানেও থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। পুলিশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগেই এই অভিযান আমরা চালিয়েছি।' যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ কঠোরভাবে দমন করা যায় তার জন্য প্রশাসন সচেষ্ট থাকবে বলে জানান বিএলএলআরও।

বালি মাফিয়ারা এবার আত্রেয়ী নদীতে সিমেন্টের রিং বসিয়ে ছোট সেতু বানিয়ে চারচাকার গাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি করছিল, যাতে ট্র্যাক্টর সহজেই নদীতে নামিয়ে বালি উত্তোলন করা যায়। নদীর বুকে তৈরি এই নির্মাণ পরিবেশের ভারসাম্য এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বড়সড়ো প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। এছাড়াও ট্র্যাক্টর, আর্থমুভার, নৌকা ও সাবমার্সিবল পাম্প দিয়ে অবৈধভাবে বালি তোলার কাজ মাফিয়ারা আগে থেকেই করত।

> শুধু হরিহরপুর নয়, রাজারামপুর এলাকাতেও অবৈধ বালি তোলার প্রমাণ মিলেছে, সেখানেও থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। পুলিশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগেই এই অভিযান আমরা চালিয়েছি।
>
> **রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল**
> *বিএলএলআরও, বালুরঘাট*

এবারে সেতু তৈরির চেষ্টা চালাল এই মাফিয়াদের দল। হরিহরপুর এলাকার কৃষকদের দাবি, বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বালি তুলে নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই নদীর গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে। চাষবাসে জলসংকট তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে তাঁরা জেলা শাসকের দ্বারস্থও হয়েছিলেন। এর পরেও কার্যত কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় বালি মাফিয়ারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

স্থানীয়রা আরও জানান, নদীর পাড়ে নতুন করে রাস্তা তৈরি করে ট্র্যাক্টর চালানো ও সিমেন্ট দিয়ে নির্মাণ বালি মাফিয়াদের দীর্ঘদিনের চক্রান্ত। এতে জীববৈচিত্র্য যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি ভূগর্ভস্থ জলস্তরও নীচে নামছে। অবিলম্বে পরিবেশ দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের উচিত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আইন ও প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ চলছে। প্রশাসনের আরও আগে হুঁশ ফেরা উচিত ছিল। এলাকার পরিবেশকর্মীরা বলছেন এই অভিযান নিঃসন্দেহে প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা আত্রেয়ী নদী এবং আশপাশের বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষা দিতে সহায়ক হবে।

রাস্তায় জমা জলে জাল ফেলে প্রতীকী প্রতিবাদ স্থানীয় বাসিন্দাদের। শুক্রবার দক্ষিণ যদুপুরে।

সামান্য বৃষ্টিতেই জল, জাল ফেলে প্রতিবাদ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২০ জুন : সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে নাজেহাল ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ যদুপুর মডেল কলোনির শতাধিক মানুষ। গত বছর এই জমা জলে ডুবেই এক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তাতেও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই জমা জলে জাল ফেলে প্রতীকী প্রতিবাদ জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দক্ষিণ যদুপুর মডেল কলোনির এই সমস্যা নতুন নয়। ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই এলাকায় জমা জলে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই এলাকায় একদিকে যেমন পাকা রাস্তা নেই, তেমনই নিকাশি ব্যবস্থাও নেই। প্রতিবছর বর্ষার মরশুম শুরু হতেই সামান্য বৃষ্টিতে পুরো এলাকায় জল জমে যায়। রাস্তায় জল জমে গেলে শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না। পাশাপাশি এই এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্সও ঢোকে না। স্থানীয় বাসিন্দা আবেদা খাতুন বলেন, 'গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে আমাদের একই সমস্যা সহ্য করতে হচ্ছে। সমস্যার বিষয়টি আমরা প্রধানকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রতিদিনই প্রধানকে ফোন করা হচ্ছে। আর প্রতিদিনই প্রধান কোনও না কোনও অজুহাত দিয়ে যাচ্ছেন। ভারী বর্ষায় এলাকায় প্রায় এক কোমর জল জমে যায়। আমরা চাই, অন্তত এলাকার রাস্তাটুকু ঠিক করে দেওয়া হোক।' এলাকার আরেক বাসিন্দা জাহির হোসেন বললেন, 'জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসন কারও চোখ খোলেনি। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হব।'

বাড়ছে ক্ষোভ

- সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে নাজেহাল বাসিন্দারা
- ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে সমস্যা
- জাল ফেলে প্রতীকী প্রতিবাদ বাসিন্দাদের
- দ্রুত কাজ শুরু হওয়ার আশ্বাস পঞ্চায়েতের

তবে এই বিষয়ে অবশ্য স্থানীয় পঞ্চায়েত দায় এড়িয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্য সেনাউল ইসলাম বলেন, 'প্রতি বছর বর্ষার সময় এই এলাকা এভাবেই ডুবে থাকে। সরকার পঞ্চায়েতে যে টাকা পাঠায়, সেই টাকাতে এই কাজ করা সম্ভব নয়। এই কাজ হয় জেলা পরিষদ নয়তো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে করতে হবে।' তবে কিছুটা হলেও রাস্তা সংস্কার নিয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেশ পাল। তাঁর কথায়, 'এই সমস্যা নিয়ে আমরা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। যেহেতু এই রাস্তাটা একটু বড় রাস্তা, তাই এই রাস্তা মূলত পথশ্রী প্রকল্পের আওতাতেই হয়ে থাকে। সকলের একত্রিত উদ্যোগে এই কাজ পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় এনলিস্টেড হয়ে গিয়েছে। আশা করছি দ্রুত এই কাজ শুরু হবে।'

গর্তে ভরেছে রাস্তা, ভোঁওরে ভোগান্তি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২০ জুন : রাস্তা ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত। সেই গর্তগুলিতে জল জমে কার্যত পুকুরে পরিণত হয়েছে রাস্তাটি। এমন ছবি ধরা পড়ল কুমারগঞ্জ ব্লকের ভোঁওর অঞ্চলের শ্রীরামপুর মোড় থেকে সীতাহার-মূলগ্রাম হাইস্কুল পর্যন্ত প্রায় ৮০০ মিটার রাস্তায়। এলাকাবাসীর নিত্যদিনের যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি।

এবিষয়ে ভোঁওর পঞ্চায়েতের প্রধান সাহিনুর খাতুন বিবি জানান, তিনি দ্রুত বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। জেলা পরিষদ সদস্য সুখলাল হাঁসদা বলেন, 'এই রাস্তাটির বেহাল দশার কথা আমি আগেও কয়েকবার জেলা পরিষদে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' যদিও তিনি বিষয়টি আবার জেলা পরিষদে জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

এটি মূলত মূলগ্রাম, সীতাহার, শ্রীরামপুর, জগদীশপুর, বড়ম, ভোলানাথপুর সহ আশপাশের একাধিক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াতের প্রধান রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে কুমারগঞ্জ থেকে ফুলবাড়ি হয়ে গঙ্গারামপুর ব্লক ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয়। ফলে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া সহ কৃষক, ব্যবসায়ী সকলেই প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন। সীতাহার-মূলগ্রাম হাইস্কুলের পড়ুয়া রাজ রায় বলে, 'এই রাস্তার এমন বেহাল দশার জন্য বর্ষাকালে স্কুলে যাতায়াত করতে খুব অসুবিধা হয়।' একই কথা জানায় আরফিন খাতুনের মতো একাধিক পড়ুয়া।

স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল মার্ডি বলেন, 'প্রতিদিন প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রী ও কয়েক হাজার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। গঙ্গারামপুর যাওয়ার জন্য আমরা এই রাস্তাই ব্যবহার করি। অথচ দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার কোনও সংস্কার হয়নি।'

সম্প্রতি মাঝিয়ান আবহাওয়া দপ্তর থেকে পাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী চারদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। যে রাস্তা দিয়ে এখনই হাঁটাচলা করতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও শুধু 'জানিয়েছি' আর 'জানাব' এই প্রতিশ্রুতি ছাড়া এলাকাবাসী আর কিছু পাননি। বৃষ্টি হলেই সাফানগর, মোল্লাদিঘি, আজাদপুরের মতো সীতাহার-মূলগ্রামের এই রাস্তাটিও নদীর চেহারা ধারণ করে। কিন্তু প্রশাসন যেন দেখেও না দেখার ভান করছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁদের আশঙ্কা, অবিলম্বে এই রাস্তাটি মেরামত ছাড়াও নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত না করলে বর্ষাকালে মানুষের যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁদের মতে, প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা।

রাস্তা নয়, যেন পুকুর। কুমারগঞ্জ ব্লকের ভোঁওর অঞ্চলে। শুক্রবার।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

তাড়াতাড়ি পা চালা।। *আলিপুরদুয়ারের পোরোবস্তিতে ছবিটি তুলেছেন গৌতম মালী।*

কনভেনশন

তপন, ২০ জুন : আরএসপি'র মহিলা সংগঠন নিখিলবঙ্গ মহিলা সমিতির লোকাল কনভেনশন শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল। তপন ব্লকের ৭ নম্বর রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের করদহতে এই কনভেনশন হয়। নারী সুরক্ষা, সমাজে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতেই এদিনের এই কনভেনশন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক চঞ্চলা ঘোষ প্রমুখ।

সরেজমিনে ভাঙন পরিদর্শন

মুরতুজ আলম

সামসী, ২০ জুন : খানপুরে শুক্রবার মহানন্দার ভাঙন পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন নদীবাঁধ (মহানন্দা) ও সেচ দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সৌমিক কুণ্ডু, অতিরিক্ত সহকারী ইঞ্জিনিয়ার নিমাইচন্দ্র দাস ও সেচকর্মী সাজ্জাদ আলি, নুর আলি সহ অন্য আধিকারিকরা। সৌমিক বলেন, 'আপাতত পুরাতন খানপুর গ্রামের বেশ কিছু জায়গায় বালির বস্তা দিয়ে জরুরিকালীন পাড় বাঁধানো হবে। সেচ দপ্তরের কর্মীদের সর্বক্ষণ নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন মাপজোখ করা হয়। খরচের হিসেব রাজ্য সেচ দপ্তরে পাঠানো হবে।' ভাঙনের খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে ২০ জুন প্রকাশিত হবার পর এদিন সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকাটি পরিদর্শন করেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরাতন খানপুর নেজামিয়া মাদ্রাসা থেকে পুরাতন খানপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার এবং খানপুর প্রাইমারি স্কুল থেকে মহানন্দা নদীর পাড়ভাঙন দীর্ঘদিনের সমস্যা। তাই পাড় বাঁধানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, গ্রামের অনেক বাড়িঘরও ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কোনও সময় নদীতে তলিয়ে যেতে পারে।

অন্যদিকে, পুরাতন খানপুর নেজামিয়া মাদ্রাসা থেকে পুরাতন খানপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার মহানন্দা নদীর পাড় প্রশাসনিক উদ্যোগে পাথরের বোল্ডার দিয়ে বাঁধানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খানপুর নেজামিয়া মাদ্রাসা, পুরাতন খানপুর প্রাইমারি স্কুল, খানপুর স্টেডিয়াম সহ শতাধিক বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে বাসিন্দারা চরম আতঙ্কে রয়েছেন।

ভাঙনবিধ্বস্ত এলাকায় সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা। শুক্রবার।

সুকান্ত ইস্যুতে প্রতিবাদ পদ্মের

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২০ জুন : বজবজে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের আচরণের প্রতিবাদে বিজেপি সরব হয়েছে। শুক্রবার মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে দিনভর প্রতিবাদ কর্মসূচি চলে।

দুপুরে মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। বিজেপির নেতা-কর্মীরা সেখানে প্রতীকী ধর্নায় বসেন। যুব মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়, শুভঙ্কর চম্পটি সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। মালদা শহরের পাশাপাশি পুরাতন মালদার বুলবুলি মোড়ে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় বিজেপির নেতা এবং কর্মীরা এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। প্রতিবাদ সভা থেকে সুকান্ত মজুমদারের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করা হয়।

করণদিঘিতে পার্টি অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেলা সভাপতি অমিত শা এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। রায়গঞ্জেও থানার সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। দলের জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ, রায়গঞ্জ শহর মণ্ডল সভাপতি শংকর শর্মা সহ অন্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির নেতা-কর্মীরা ইটাহার ও কালিয়াগঞ্জেও বিক্ষোভ দেখান।

রাস্তায় ফসল শুকানোয় বিপদ

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২০ জুন : হেমতাবাদে গ্রামীণ সড়ক দখল করে ফসল শুকোনোর কাজ চলছেই। হেমতাবাদের মহিপুর, বিষ্ণুপুর, ভরতপুরের রাস্তাতেও ভুট্টা ছড়িয়ে শুকোচ্ছেন কৃষকদের একাংশ। এর ফলে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। কৃষকদের এই ধরনের আচরণে ক্ষুব্ধ পথচারী থেকে শুরু করে চালক সকলেই। ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ঢালাই রাস্তা থেকে পিচের রাস্তা, সব জায়গাতেই চলছে ফসল শুকানোর কাজ। বারবার বলা সত্ত্বেও কৃষকদের হুঁশ ফিরছে না। এর ফলে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন টোটোচালক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। হাবিবুল শেখ নামে এক টোটোচালক বললেন, 'রাস্তায় এমনভাবে ফসল শুকোতে দেওয়া হয় যে, গাড়ি ঠিকভাবে চলাচল করতে পারে না।' হাবিবুলের প্রশ্ন, রাস্তা তো গাড়ি চলাচল করার জায়গা। সেখানে কেন ফসল শুকোতে দেওয়া হবে।

রাস্তার উপর ছড়িয়ে রাখা হয়েছে ধান। -সংবাদচিত্র

তবে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা মানতে নারাজ কৃষকরা। বিষ্ণুপুরের কৃষক মঈনুদ্দিন আহমেদের কথায়, 'সব এলাকার রাস্তাতেই ফসল শুকোনো হয়। কারও অসুবিধা হলে রাস্তা থেকে ফসল তুলে নিই।' আরেক কৃষক শরিফুল ইসলাম বললেন, 'গত কয়েকদিনের বৃষ্টির কারণে ভুট্টা ভিজে গিয়েছে। বাড়িতে জায়গা নেই। তাই বাধ্য হয়েই রাস্তার ধারে রোদে একটু শুকোতে দিয়েছি। ভুট্টাগুলি নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।' এই বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে হেমতাবাদ থানার ট্রাফিক ওসি পবন দাসের কড়া বার্তা, 'রাস্তা দখল করে ফসল শুকোতে দেওয়া যাবে না। এমনটা দেখলেই রাস্তা থেকে ফসল সরিয়ে দেওয়া হবে। এলাকার মানুষ ও কৃষকদের সচেতন হতে হবে।'

কয়েক বছর আগে একারণেই তপনে বিডিওর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। শেষ রক্ষা হয়নি বিডিওর। তা সত্ত্বেও বাসিন্দাদের হুঁশ না ফেরায় প্রশ্ন উঠেছে।

অনুমতি নয়

মধ্যমগ্রাম, বিধাননগর, উত্তর দমদম ও দক্ষিণ দমদম এলাকায় জি+৮-এর বেশি বহুতলের অনুমোদন দেওয়া হবে না। শুক্রবার জানালেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

ভুয়ো শংসাপত্র

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইস্যু করা ৫১০টি ভুয়ো মৃত্যু সার্টিফিকেট বাতিল করার জন্য চিফ রেজিস্ট্রার অফ বার্থস অ্যান্ড ডেথসকে চিঠি দিল জেলা প্রশাসন।

বাসে পিষ্ট

শুক্রবার সকালে কলকাতার মিন্টো পার্কের কাছে বাসে চাপা পড়ে অভিষেক দাস নামে এক তরুণের মৃত্যু হল। তাঁর বাড়ি হুগলির চুঁচুড়ায়। বাস থেকে নামার সময় ২১২ নম্বর রুটের বাস তাঁকে চাপা দেয়।

ফিরল ট্রেন

শালিমারের বদলে ফের হাওড়া থেকেই ছাড়বে করমণ্ডল ও যৌলি এক্সপ্রেস। ২৫ অগাস্ট থেকে এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। এই ট্রেনদুটি হাওড়ার পরিবর্তে শালিমার থেকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

বিধানসভা তোলপাড়

বিধানসভা থেকে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির উদ্দেশে শুভেন্দুর মিছিল।-রাজীব মণ্ডল।

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পদ্মকর্মীদের

কলকাতা, ২০ জুন : ২০২৬-এ ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের জন্মদিন হবে ২০ জুন। পশ্চিমবঙ্গ দিবসই রাজ্যের প্রকৃত জন্মদিন। শুক্রবার বিধানসভায় বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একই ইস্যুতে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়িতে শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনকে কেন্দ্র করে এদিন ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্বাধীনতার পর বাংলা ভাগ হওয়ার ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করে বিজেপি। সেই উপলক্ষ্যে এদিন বিধানসভায় পরিষদীয় দলের ঘরে বিরোধী দলনেতার উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে বিধানসভার লবিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মালা দিয়ে বিধানসভা থেকে মিছিল করে রেড রোডে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে যান শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা। পরে আসানসোলে এই উপলক্ষ্যেই মিছিল করেন শুভেন্দু অধিকারী ও আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। এদিন রাজভবনেও পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয়। তবে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে সুকান্তর কর্মসূচিকে ঘিরে এদিন ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল ভবানীপুরে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠান সেরে সেখান থেকে মিছিল করে এলগিনে নেতাজির বাড়ি পর্যন্ত মিছিল করার কথা ছিল বিজেপির। সেই উপলক্ষ্যে এদিন বাইকে চেপে মিছিলে অংশ নেন সুকান্ত। তাতেই আপত্তি জানায় পুলিশ। তা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বেশ কিছুটা তর্কাতর্কিও হয় সুকান্তর। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান মিছিলের বিজেপি কর্মীরা। শেষপর্যন্ত কার্যত পুলিশ পাহারায় ভবানীপুর থেকে এলগিন পর্যন্ত মিছিল করেন সুকান্ত। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনকে কটাক্ষ করে পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যে সময়ের কথা ওরা বলছে সেই সময় দেশ স্বাধীন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যের জন্মই হয়নি। তাহলে আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে।'

শংকর সহ পদ্ম বিধায়কদের বাধা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ জুন : পরপর দু'দিন নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল বিধানসভা। বৃহস্পতিবার বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিলেও, মন্ত্রীর জবাবি ভাষণ বয়কট করে অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছিল বিজেপি। শুক্রবার তার পালটা জবাব দিতে শংকর ঘোষকে কার্যত বক্তব্য পেশ করতেই দিল না শাসকদল। ট্রেজারি বেঞ্চের আক্রমণে একপ্রকার বাধ্য হয়েই কক্ষত্যাগ করতে বাধ্য হন শংকর সহ বিজেপি সদস্যরা। এই ঘটনায় অধ্যক্ষের ভূমিকা নিয়েও ফের প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। যদিও শাসকদলের আচরণকে বিজেপির প্ররোচনার ফল বলেই মনে করেন অধ্যক্ষ। পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকেই দুষে অধ্যক্ষ বলেন, 'ইট ছুড়লে পাটকেলও খেতে হবে।'

এদিন অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে নির্ধারিত দ্য নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি অফ স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনরশিপ বিলের ওপর আলোচনায় প্রথম বক্তা ছিলেন শংকর ঘোষ। বৃহস্পতিবারের 'বদলা' নিতে প্রস্তুত ছিল তৃণমূল। শংকর ভাষণ শুরু করতেই বিজেপির বক্তব্য শুনব না বলে সরব হন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সংগত করেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এরপরেই একে একে সরব হন শাসকদলের বিধায়করা। ট্রেজারি বেঞ্চের উলুধ্বনি, হাততালি, বিজেপি গো ব্যাক, বিজেপি হায় হায় স্লোগানের মধ্যে হারিয়ে যায় শংকরের ভাষণ। এদিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস থেকে শশী পাঁজারা যেভাবে ট্রেজারি বেঞ্চের কাছে গিয়ে দলীয় বিধায়কদের বিরোধিতার জন্য কার্যত উসকে দিয়েছেন তা থেকে স্পষ্ট, শংকর ও বিজেপি বিধায়কদের এদিন বলতে না দেওয়ার নির্দেশ ছিল পরিষদীয় দলের। সে কারণে অধ্যক্ষ মন্ত্রী ও শাসকদলের বিধায়কদের চুপ করার নির্দেশ দিলে অরূপ বিশ্বাস, শশী পাঁজা, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো মন্ত্রীরা অধ্যক্ষের টেবিলের কাছে গিয়ে তার প্রতিবাদ করেন। অধ্যক্ষ বলেন, 'বৃহস্পতিবারের ঘটনায় শাসকদলের বিধায়ক ও মন্ত্রীরা আহত। ভবিষ্যতে আলোচনায় অংশ নিয়ে অধিবেশন ছেড়ে না যাওয়ার বিষয়ে আপনি সদনকে আশ্বস্ত করুন।' অধ্যক্ষের সেই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ শংকর বলেন, 'এটা কি আপনার নির্দেশ না অনুরোধ? নির্দেশ হলে তা কখনোই মানা সম্ভব নয়।' বিধানসভার রুল বুক তুলে ধরে অধ্যক্ষকে শংকর বলেন, 'বিরোধী দল কখন ওয়াকআউট করবে, কখন হাউসে থাকবে এটা আপনি কীভাবে নির্দেশ দিতে পারেন?' পরে বিধানসভার বাইরে শংকর বলেন, 'বিধানসভার ইতিহাসে আজ কলঙ্কিত দিন। আজকের ঘটনায় আরও একবার প্রমাণ হল, এই সরকার গণতন্ত্র বিরোধী। এই ঘটনা বিরোধীদের কণ্ঠরোধের আরও একটা ঘৃণ্য নজির।'

বিধানসভার লবিতে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ বিজেপির। -রাজীব মণ্ডল।

সরগরম বিধানসভা

- এদিন অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম বক্তা ছিলেন শংকর ঘোষ
- শংকর ভাষণ শুরু করতেই বিজেপির বক্তব্য শুনব না বলে সরব হন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
- তাতে সংগত করেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়
- এরপরেই একে একে সরব হন শাসকদলের বিধায়করা
- ট্রেজারি বেঞ্চে শুরু হয় উলুধ্বনি, হাততালি, বিজেপি গো ব্যাক, বিজেপি হায় হায় স্লোগান

অনন্য অভিব্যক্তি... *নদিয়ার মন্দিরে চলছে যোগ ব্যায়াম। - পিটিআই*

যুদ্ধের জেরে ইরানে বন্ধ চায়ের রপ্তানি

কলকাতা, ২০ জুন : রাশিয়ার পর ভারতীয় চায়ের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক ইরান। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের জেরে সেই ইরানে চায়ের রপ্তানি ধাক্কা খেয়েছে। ইরানে ভারতীয় চায়ের বড় অংশই যায় কলকাতা হয়ে। রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় শহরের বিভিন্ন গোডাউনে চায়ের মজুত ক্রমাগত বাড়ছে। মুম্বইয়ের নবসেবা বন্দরেও ইরানে চায়ের একাধিক শিপমেন্ট আটকে রয়েছে। কলকাতার একটি চা-রপ্তানিকারী সংস্থার একজন শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, ২০২৩-এ ইরানে ভারতের চা রপ্তানি অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছিল। ওই বছর এদেশ থেকে ৫৯ লক্ষ কেজি চা রপ্তানি করা হয়েছিল। কিন্তু গত বছর রপ্তানির পরিমাণ বড় লাফ দেয়। এবছর রপ্তানি আরও বাড়বে বলে আশাবাদী ছিলেন রপ্তানিকারীরা। কিন্তু ইরানের ওপর ইজরায়েলের আচমকা হামলা সব হিসাব বদলে দিয়েছে। তাঁর কথায়, 'গত বছর ইরানে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি পাঁচগুণ বেড়ে ৩ কোটি ১০ লক্ষ কেজি হয়েছে, যা ২০২৩-এ ছিল ৫৯ লক্ষ কেজি। ২০২২ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ কেজি।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতের মোট চা রপ্তানির ২০ শতাংশ যায় ইরানে। প্রতি বছর আমরা ইরানে ৫০ লক্ষ কেজি চা রপ্তানি করি। কিন্তু যুদ্ধের কারণে ইরানের সমুদ্রপথ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় ১৪ জুন থেকে আমাদের চালানগুলি নবসেবায় পড়ে রয়েছে।'

কলকাতায় বাড়ছে মজুতের পরিমাণ

ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হেমন্ত বাঙ্গুর বলেন, 'রপ্তানিকারীরাও কিছু ক্ষেত্রে চালান বন্ধ রাখছেন। কারণ টাকা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি রয়েছে। ইরানি আমদানিকারকরাও সময় নিচ্ছেন। তাঁরা টাকা শোধ করতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত নয়।' কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েটসের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'অসম এবং ডুয়ার্সের অর্থোডক্স চায়ের বড় বাজার রয়েছে ইরানে। দার্জিলিং চা ছাড়াও ভালো মানের সিটিসি চাও সেখানে পাঠানো হয়। যুদ্ধের জেরে ইরানে চায়ের রপ্তানি আপাতত বন্ধ রয়েছে।' কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে বলে আশাবাদী তিনি।

৮০ শতাংশ অ্যাকাউন্টে, বাকি পেনশন ফান্ডে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জুন : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো চলতি মাসেই বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। তবে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশের পুরোপুরি হাতে পাবেন না সরকারি কর্মচারীরা। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও অর্থসচিব প্রভাত মিশ্রের সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিতে গেলে রাজ্য সরকারকে এই মুহূর্তে ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হত। কিন্তু রাজ্য সরকারের হাতে এই পরিমাণ টাকা নেই। এই কারণে বকেয়া ২৫ শতাংশ টাকার ৮০ শতাংশ এখনই সরকারি কর্মচারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ও বাকি ২০ শতাংশ পেনশন ফান্ডে জমা করে দেওয়া হবে। তার ফলে একদিকে যেমন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অবমাননা করা হবে না, তেমনই সরকারকে ভাঁড়ার থেকে সম্পূর্ণ টাকাও এখনই খরচ করতে হবে না। অগাস্টে মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ফলে তখন বাকি ৭৫ শতাংশ রাজ্যকে দিতে হলে সরকারের ওপর চাপ যে বাড়বে, তা নিয়ে সংশয় নেই নবান্নের শীর্ষকর্তাদের।

১৫ জুনের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এখনও পর্যন্ত বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকার কোনও ঘোষণা করেনি। তবে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে জুন মাসের মধ্যেই বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে রাজ্য সরকার ৪ হাজার কোটি টাকা হাতে পেয়েছে। আরও ৪ হাজার কোটি টাকা ঋণপত্রের জন্য বৃহস্পতিবারই আবেদন করেছে রাজ্য সরকার। আগামী সপ্তাহেই সেই আবেদন অনুমোদিত হবে বলে আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। অর্থ দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ টাকার ৮০ শতাংশ কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠাতে গেলে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি প্রয়োজন। সেই টাকা জোগাড় হয়ে যাবে বলেই আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

ডিএ নিয়ে ভাবনা

- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জুন মাসেই দিতে হবে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ
- বকেয়া মেটাতে ১০ হাজার কোটি টাকা দরকার রাজ্যের
- ৮০ শতাংশ অ্যাকাউন্টে দিলে আপাতত সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকাতেই হবে
- বাকি টাকা পেনশন ফান্ডে গেলে এখনই খরচ করতে হবে না

শুক্রবার মুখ্যসচিব ও অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সামাজিক প্রকল্পে যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে, সেইভাবেই অর্থের সংস্থান করতে হবে। তবে সুপ্রিম কোর্টের কাছে ফের রাজ্য সরকারের যাতে মুখ না পোড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। আগামী সপ্তাহেই বাকি ঋণপত্রের অনুমোদন পাওয়া গেলে সরকারিভাবে ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হবে। অগাস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট বকেয়া ডিএ-র বাকি ৭৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে অর্থ সংস্থান কিভাবে হবে, তা নিয়ে অবশ্য আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের।

সুকান্ত-রজতশুভ্রকে আটক পুলিশের

কলকাতা, ২০ জুন : বিতর্কিত চিকিৎসক রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকা থেকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই ঘটনায় শুক্র ও শনিবার রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে বিজেপি।

সম্প্রতি লন্ডনের কেলগস কলেজে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন ডাক্তার রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তারপরই ওই চিকিৎসককে নিশানা করে তৃণমূল ও রাজ্য প্রশাসন। ঘটনাচক্রে কলকাতায় রজতশুভ্রর বাড়ি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছাকাছি। এদিন ওই চিকিৎসক অভিযোগ করেন, কেলগস কলেজের ওই ঘটনার পর থেকে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে সামাজিকভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পুলিশের তরফে তাঁকে ভয় দেখানো হচ্ছে। সমাজমাধ্যমে এই বার্তা পেয়ে এদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, রজতশুভ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা করতে যাওয়ার কথা জেনে এলাকায় পুলিশ কার্যত ব্যারিকেড

করমর্দন সুকান্ত এবং রজতশুভ্রর।

তৈরি করে তাঁকে ঢুকতে না দেওয়ার চেষ্টা করে। রজতশুভ্র বাড়িতে নেই বলে পুলিশের তরফে তাঁকে জানানো হয়। অথচ সেই সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন। পুলিশের বাধায় ভবানীপুরে পূর্ণ সিনেমার কাছে সুকান্ত আটকে গিয়েছেন জেনে রজতশুভ্র নিজেই হেঁটে চলে আসেন সুকান্তর সঙ্গে দেখা করতে। সেই সাক্ষাতের সময় পুলিশ সুকান্ত ও রজতশুভ্রকে আটক করে। পরে তাঁদের লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সুকান্তের সঙ্গে থাকা বিজেপির উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার দুই জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ, অনুপম ভট্টাচার্য সহ বিজেপি কর্মীদেরও আটক করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার প্রতিটি জেলা সদরে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিজেপি। এদিন পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করে সুকান্ত বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি না বাংলাদেশে বাস করছি তা বুঝতে পারছি না। নিজের রাজ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকারও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে এই সরকার।' বৃহস্পতিবার বজবজের ঘটনায় রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ করে লোকসভা স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন সুকান্ত।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সদস্যরা। -রাজীব মণ্ডল।

ক্ষুদিরামের নাম বিকৃতিতে ক্ষোভ

কলকাতা, ২০ জুন : টিজার মুক্তি পাওয়ার পর থেকে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। শুক্রবার বাংলা সিনেমার পরিচালক, গায়ক, লেখকরাও বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত এই সিনেমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে দাগিয়ে দিলেন। পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, গায়ক সৈকত মিত্র, কবীর সুমন, কবি জয় গোস্বামী, লেখক আবুল বাসার ও ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী সহ দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা এই চলচ্চিত্রকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ধর্মীয় মেরুকরণের 'খেলা' বলে কটাক্ষ করেছেন।

তাঁদের বক্তব্য, 'কেশরী চ্যাপ্টার ২ সিনেমাতেও ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। ক্ষুদিরাম বসুর পদবিকে সিং বলা হয়েছে। তাছাড়াও বারীন ঘোষের নাম বিকৃত করা হয়েছে। বাংলার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং মনীষীদের এইভাবে অপমান করার অধিকার কোনও পরিচালকের নেই।' মঞ্চের অনুরোধ, এই ধরনের দেশবিরোধী চলচ্চিত্র বয়কট করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষকে 'বিজেপির কালিমালিপ্ত করার খেলা' থেকে দূরে থাকুন। হরনাথ চক্রবর্তী এবং সৈকত মিত্রর মত, 'আমরা চাই বাংলা সিনেমা জগৎ থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শক এই চলচ্চিত্রের বিরোধিতা করুক। আমরা এর প্রথম পদক্ষেপটা গ্রহণ করলাম।' মঞ্চের সদস্য সুমন ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'টিজারে দেখানো হয়েছে দেবী দুর্গার জ্বলন্ত কাঠামো। এই ধরনের দৃশ্য বাঙালির ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে। দিল্লিতে হিন্দু কালীমন্দির বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি চুপ কেন?'

বকাঝকা মানে প্ররোচনা নয়

কলকাতা, ২০ জুন : প্ররোচনার অভিযোগ না থাকলে শুধুমাত্র বকাবকির জন্য পড়ুয়ার মৃত্যুতে শিক্ষককে দায়ী করা যাবে না। জলপাইগুড়ির এক ছাত্রীর আত্মহত্যার মামলায় এমনটাই মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষিকাকে ফৌজদারি মামলা থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল তা খারিজ করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই। ২০২২ সালে জলপাইগুড়ির একটি স্কুলে পরীক্ষার সময় অপর এক পরীক্ষার্থীকে বিরক্ত ও নকল করার অভিযোগ ওঠে এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে। সেই ছাত্রীর বাবাকে ডেকে পাঠান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। অভিযোগ, অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে অপমান করায় সে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার আগে একটি চিঠিতে এই বিষয়ে জানিয়েছে। তাই প্রধান শিক্ষিকা ও আরেক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পরিবার।

বান্ধবীর মন পেতে পুলিশের সাজ, গ্রেপ্তার তরুণ

কলকাতা, ২০ জুন : 'তোমার রক্তে আমার সোহাগ/হৃদয়ে আমার ছ্যাঁদা/গোলাপগুলো শুকিয়ে গেছে/তাই এনেছি গ্যাঁদা', 'বিবাহ অভিযান' সিনেমার এই সংলাপ শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েনি এমন মানুষ বিরল। এই সংলাপ যার উদ্দেশ্যে বলেছিল সিনেমার গণেশ সেই মালতী বিয়ের প্রথম রাতেই তাঁকে জানিয়ে দেয়, 'হয় কিছু করে বিখ্যাত হতে হবে নাহলে আমাকে ভুলে যাও।' ব্যাস গণেশ ঠিক করে সে ডাকাত বুলেট সিং হবে আর বাস হাইজ্যাক করবে।

এরপরের ঘটনা অবশ্য সকলেরই জানা। ক্যানিংয়ের দীপেন্দু বাগকেও তাঁর বান্ধবী এমন কিছু বলেছিলেন কি না সেকথা অবশ্য কারোর জানা নেই। নাহলে কেউ আর সখ করে এমন দুঃসাহসিক কাণ্ড কেনই বা ঘটাবে।

শুক্রবার সকাল তখন সাড়ে ১০টা। এন্টালি থানায় কর্মব্যস্ততা তুঙ্গে। এমন সময় বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে থানায় হাজির এক তরুণ। পরনে পুলিশেরই পোশাক। যেখানে লেখা 'ইনস্পেক্টর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ'। কিন্তু পুলিশকর্মীরা দেখলেন, ওই তরুণ থানায় ঢুকে পদমর্যাদা না মেনে আশ্চর্যজনকভাবে সকলকেই স্যালুট করছেন। এতেই সন্দেহ হয় সকলের। তারপর পুলিশকর্মীদের একের পর এক প্রশ্নে ওই তরুণ থতমত খেয়ে গিয়ে অসংলগ্ন উত্তর দিতে থাকায় সন্দেহ আরও বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয় ওই আগন্তুককে।

-এআই

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম দীপ্তেন্দু বাগ। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের বাসিন্দা। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, বান্ধবীর মন পেতেই পুলিশ অফিসার সেজে তাঁকে নিয়ে থানায় এসেছিলেন তিনি। কিন্তু এর পিছনে আর অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশি প্রোটোকল অনুযায়ী, কেউ ইনস্পেক্টর পদে থাকলে কখনোই যেচে অধস্তনদের স্যালুট করবেন না। সাধারণত তা ঘটে না। কিন্তু দীপ্তেন্দু যেভাবে সকলকে স্যালুট করছিলেন, তা পুলিশকর্মীদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন, ওই তরুণ ভুয়ো পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ধৃত দাবি করেছে, বেশ কয়েক দিন আগে তাঁর মানিব্যাগ চুরি হয়ে গিয়েছিল। এন্টালি থানাতেই তিনি অভিযোগ দায়ের করতে এসেছিলেন। সেই সময় থানার এক পুলিশ অফিসার তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে বান্ধবীকে নিয়ে থানায় এসেছেন তিনি। কিন্তু পুলিশ অফিসারের বেশে কেন, সেই বিষয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, তরুণ জেরায় যা বলেছেন, তার সবটাই যাচাই করে দেখা হচ্ছে। ওই তরুণের বান্ধবীকে অবশ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা রঞ্জিত নাথ - কে 31.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 84A 82325 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারটি জিতে গেছি। আমার মতো একজনের জন্য এই অর্থ সবকিছু। এর অর্থ আশা, স্বাধীনতা এবং আমার সমস্ত স্বপ্ন পূরণের সুযোগ। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, তারা আমার জীবন চিরতরে বদলে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৪ সংখ্যা, শনিবার, ৬ আষাঢ় ১৪৩২

দুর্বল কূটনীতি

কে সত্য বলছেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প? ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার দু'রকম বয়ান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। ১০ মে বিকেল থেকে গত দেড় মাসে অন্তত ১৫ বার ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনিই ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির মূল কারিগর। ভারত সেই দাবি প্রথম থেকে খারিজ করেছে। কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মানা হবে না বলে বারবার জোর গলায় বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এব্যাপারে বক্তব্য একবার মাত্র শোনা গিয়েছে। তা-ও তাঁর নিজমুখে নয়। ট্রাম্পকে ফোনে ভারতের বক্তব্য মোদি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন বলে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি দাবি করেছেন। ট্রাম্পের কৃতিত্ব খারিজ করার বিষয়টি মোদি কেন নিজে প্রকাশ্যে বললেন না, তা রহস্য বৈকি। বিরোধীদের দাবি মেনে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকলে ট্রাম্পের বক্তব্য প্রকাশ্যে খণ্ডন করার সুযোগ থাকত মোদির।

অন্যদিকে, শুধু কৃতিত্ব দাবি নয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শালকে এক বন্ধনীতে ফেলে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পাকিস্তানি ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে ওভাল অফিসে ডেকে জামাই আদর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, মুনিরকে আপ্যায়ন করে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। এ ব্যাপারেও নয়াদিল্লির নীরবতা একটা রহস্য। এর আগেও ভারত-পাকিস্তানকে এক বন্ধনীতে রেখেছিলেন ট্রাম্প।

ভারতের ৭টি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল বিশ্বের ৩৪টি দেশে গিয়ে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচার ও পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলে দিয়ে এলেও ট্রাম্প যে তাতে কর্ণপাত করেননি, মুনিরকে আপ্যায়নে তা স্পষ্ট। যে পাকিস্তানি সেনাকর্তা নতুন করে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবাষ্প ওড়ালেন, কাশ্মীরকে নিয়ে পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক ভাবনায় রসদ জোগালেন, যার ফলস্বরূপ পহলগামে হামলা ঘটল, সেই মুনিরকে নিয়ে ট্রাম্পের গদগদ ভাবের তীব্র সমালোচনা করা উচিত ছিল মোদি সরকারের।

কিন্তু ছোবল মারা দূরস্থান, ফোঁসটুকুও করল না কেন্দ্র। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের স্বার্থবিরোধী একের পর এক পদক্ষেপ এবং মন্তব্য করে চলেছেন। কিন্তু সেসবের বিরুদ্ধে মৌন হয়েই আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। অবৈধ অভিবাসীদের হাতে-পায়ে শিকল, বেড়ি পরিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানোর সময়েও সামান্য প্রতিবাদটুকু করেননি। শুল্ক যুদ্ধে মার্কিন খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে চিন সহ বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রপ্রধান কঠোর অবস্থান নিলেও ভারত ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতীতেও চোখ রাঙিয়েছে ভারতকে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করে ভারতের বিরুদ্ধে নৌবহর পাঠিয়েছিল ওয়াশিংটন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকার কিন্তু সেই রক্তচক্ষুর বিন্দুমাত্র পরোয়া করেনি।

কার্গিল যুদ্ধের সময়ও মার্কিন প্রশাসনকে কড়া ভাষায় নিজের অবস্থান বুঝিয়েছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার। নেহরু আমলে নির্জোট আন্দোলনে নেতৃত্বদান কিংবা মনমোহন সিংয়ের জমানায় ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি, সবেতেই ভারতের তৎকালীন বলিষ্ঠ বিদেশনীতি এবং সাবালক কূটনীতির পরিচয় মিলেছিল। ভারতের সেই স্পষ্ট বিদেশনীতিটাই যেন এখন খেই হারিয়ে ফেলছে। ট্রাম্প-কাণ্ড এর সবথেকে বড় উদাহরণ।

মোদি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস করেছিলেন বলে বিজেপি দাবি করে থাকে। অথচ গাজা সংকট নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভোটাভুটিতে ভোটদানে বিরত থেকে ভারত নিজেদের অবস্থানকে ঘোলাটে করে ফেলেছে। ইরান-ইজরায়েল সংঘাতে ভারত কোন পক্ষে, সেটাও স্পষ্ট করছে না। অপারেশন সিঁদুরের পর বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের চেহারা তুলে ধরার নিরলস চেষ্টা করেছে নয়াদিল্লি।

তার পরেও ট্রাম্পের সঙ্গে মুনিরের মধ্যাহ্নভোজ কিংবা নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসবিরোধী কমিটির শীর্ষপদ পাকিস্তানের হস্তগত হওয়া ভারতের কূটনৈতিক দৌত্যের ব্যর্থতার পরিচয়। ভারতের বিদেশনীতির এভাবে দিশা হারানো অশনিসংকেত বৈকি।

অমৃতধারা

ভগবানকে আমরা চাচ্ছি, ডাকচি, দেখা দাও বলিয়া কত বলচি, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করা বড়ই দুর্লভ, বড়ই কঠিন। ভগবান জানেন, আমি অসময়ে দর্শন দিলে আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমাকে বুঝিতেও পারিবে না। ঘনঘন দেখা দিলে ভক্তের ভালোও লাগিবে না, আর আমাকে দেখিতেও চাহিবে না। সেই আকুলতা, ব্যাকুলতা, ঐকান্তিকতাও থাকিবে না। ভগবান পরম দয়াল, তাঁর ইচ্ছা নয় যে জীব একটা অবস্থা লইয়াই চিরদিন থাকে। তাঁর ইচ্ছা-জীবকে সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া লন, সমস্ত অবস্থাগুলি ভোগ করাইয়া লন। ভক্ত প্রথমত ভগবানের উপের আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করে। কিন্তু ভক্ত যখন ভাবের উচ্চস্তরে উঠিয়া যায়- তখন ভক্তই ভগবানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

- শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী

সিঁদুর দিয়ে যায় না ঢাকা সব

অপারেশন সিঁদুরের বহুদিন পরেও আসল অপরাধীরা অধরা। পুরুষতন্ত্রের প্রতীক সেই সিঁদুর ভোটে বিজেপির অস্ত্র।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

তখন যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়া চারদিক। এই বুঝি যুদ্ধ লাগল সরকারিভাবে।

সে সময় অমন কথা ভাবাও একরকম পাপ মনে হচ্ছিল। একটু অন্যরকম ভাবলেই চারদিক থেকে বলা হত, আপনি দেশদ্রোহী। দেশবিরোধী।

এখন সবকিছু থিতিয়ে আসার পর, যখন দেখি, পহলগামের আসল অপরাধীরাই ধরা পড়েনি, তখন কথাটা খোলাখুলি বলা যায়। বলেই ফেলি খুব ভয়ে ভয়ে।

'অপারেশন সিঁদুর' কথাটা মধ্যরাতে প্রথম শোনার পর অনেকগুলো শব্দ ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। সিঁদুর দিও না মুছে, সিঁদুরের দাগ, সিঁদুর হারার কান্না, সিঁদুরের নাম ভালোবাসা, সিঁদুর যখন রক্ত। সবই আসলে যাত্রা বা সিনেমার নাম। ভুল করবেন না, আমি মোটেই বলতে চাইছি না অপারেশন সিঁদুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে তেমন কোনও যাত্রাপালার কথা। রে রে করে উঠে লাভ নেই কোনও। কারণ যে প্রশ্নগুলো তখন ট্রোলের ভয়ে কেউ তুলতেই পারছিল না, সেইসব কিন্তু আজ উঠছে। উঠবে।

পদ্মের বদলে সিঁদুরই কি বিজেপির পথিক হয়ে যেতে পারে? বিজেপির নেতারা যেভাবে সিঁদুর সিঁদুর করে বেড়াচ্ছেন, তা দেখে হাসব না কাঁদব, ঠিক করা মুশকিল। ক'দিন আগে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। ভিনরাজ্যের একটি গ্রামে এক মহিলাকে সিঁদুরের প্যাকেট দিতে এসেছে তিন বিজেপি কর্মী। অবিবাহিত মহিলা প্রথমে বুঝতে পারেননি, কেন হঠাৎ সিঁদুর তাঁকে দেওয়া হচ্ছে। বোঝার পর চটে লাল।

প্রথমে প্রথমে বললেন, বাড়িতে এভাবে সিঁদুর দেওয়ার কী অর্থ? প্রথম বিজেপি কর্মীকে তিনি বললেন, আমার মাথায় কি সিঁদুর দিতে পারবেন? ভদ্রলোক চরম অস্বস্তিতে। এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ব্যক্তিকেও একই প্রশ্ন করা হল। তাঁরা পালিয়ে বাঁচেন। প্রশ্ন হল, এভাবে বাড়ি বাড়ি সিঁদুর দিয়ে আসার প্ল্যানটা কি চরম হাস্যকর নয়?

এখন তো বোঝা যাচ্ছে, সিঁদুর মানে ভোট। মোদি যেভাবে সারাদেশ ঘুরে ঘুরে সিঁদুর অপারেশন নিয়ে বলে গেলেন, তাঁর মাথায় তখন ভোট। সিঁদুর মানে ভন্ডামিও।

বাংলার অধিকারীমশাইকে দেখেই কথাটা আরও বেশি মনে হবে। কোথাও কিছু ছিল না এতদিন। তপন শিকদার, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুকান্ত মিশ্র, রাহুল সিনহা, তথাগত রায় কাউকেই সিঁদুরের টিপ মাথায় বাংলায় বিজেপি করতে হয়নি। শুভেন্দুর প্রথম থেকেই কপালে সিঁদুরের টিপ। তাঁর দলবদলিয়া অনুগামীদেরও। বাঙালিয়ানা ভুলে মনে হয়, আমরা উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থানের কোনও নেতা দেখছি। এখনই তাঁকে বলতে হবে, রাম রাম ভাই।

আবার ভয়ে ভয়েই বলি, ওরকম কপালের সিঁদুর দেখে ভক্তির থেকে ভয়ই হয় বেশি। মনে হয়, লোকদেখানো। অচেনা বামুনেরই পৈতের দরকার হয়। তাঁর বাবা বা ভাইও ঘাসফুল ভুলে পদ্মে, তাঁর বাড়িও পারিবারিক রাজনীতির আখড়া। তাঁদের কাউকে তো এমন সিঁদুর পরে লোক দেখাতে হয়নি। তুলসী গাছ মাথায় নিয়ে মিছিলও করতে হয়নি রাজপথে।

এভাবে কি কোনও মিলিটারি অপারেশনের নাম অনেকটা লঘু করে দেওয়া হয়নি? যাবতীয় আবেগ থিতিয়ে এলে, ভারত-পাক যুদ্ধ থামানো নিয়ে ভারতকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে ট্রাম্পের নজিরহীন হুংকার শুনেটুনে এ প্রশ্নেরই উদয় হয়।

অপারেশন সিঁদুর থেকে ভোটে ফায়দা তুলতে চায় পদ্ম শিবির।

ইজরায়েলের সাম্প্রতিক মিলিটারি অপারেশনের নাম অপারেশন রাইজিং লায়ন। রাশিয়ার নাম স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন। আমাদের দেশেরও আগের মিশনগুলোর নাম ছিল অপারেশন বিজয় ও অপারেশন তলওয়ার (কার্গিল যুদ্ধ), অপারেশন মেঘদূত (সিয়াচেন গ্লেসিয়ার) অপারেশন ক্যাকটাস (মালদ্বীপ), অপারেশন ব্ল্যাক টর্নেডো (মুম্বই কাণ্ড), অপারেশন পরাক্রম (সংসদ হামলা)। একাত্তরের ভারত-পাক যুদ্ধে নৌসেনাদের অভিযানের নাম ছিল অপারেশন ট্রাইডেন্ট ও অপারেশন পাইথন। তুলনায় সিঁদুর কেমন নিতান্তই ম্যাড়মেড়ে নয়?

বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে চমৎকার, সাহসী উদ্ধৃতি দিয়ে গিয়েছেন প্রয়াত লেখক দার্শনিক হুমায়ুন আজাদ। তাঁর তিনটি মন্তব্য এসময় খুব মনে পড়ে। ১) 'সমাজে দুর্নীতি বেড়ে গেলে ধর্মচর্চা বেড়ে যায়।' ২) 'মসজিদ ভাঙে ধার্মিকেরা, মন্দির ভাঙে ধার্মিকেরা। তারপরও তারা দাবি করে, তারা ধার্মিক, আর যারা ভাঙাভাঙিতে নেই তারা অধার্মিক বা নাস্তিক।' ৩) 'এক সময় বিত্তশালীরা কুকুর পুষত, এখন মিডিয়া পোষে।' ২০০৪ সালে চলে গিয়েছেন হুমায়ুন। এত বছর পরেও তাঁর উপলদ্ধিগুলো কী চরম সত্যি। সর্বভারতীয় মিডিয়াতেও যুদ্ধ নিয়ে যেসব খবর দেখেছি, তা ফেক নিউজের কারখানাকেও হার মানিয়ে যাবে।

সিঁদুরে ফিরি।

এবং সিঁদুর যখন হল, তাহলে শাঁখাই বা কী দোষ করল? মোদি যেভাবে সব রাজ্য ঘুরে ঘুরে অপারেশন সিঁদুরের জয়ধ্বনি করে চলেছেন তার মানে দুটো। এক, নিজের হারানো ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার। দুই, বিজেপির পালে হাওয়াটা টানা। যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন একটা জিনিস খেয়াল করেছেন কি না সেটা জানি না। ভারত সরকার যে কথাগুলো বলেছে, পাকিস্তান সরকার দিয়েছে তার উলটো তথ্য। বিদেশি সংবাদমাধ্যমে একই কথা আমরা বোঝাতে চাইছি। পাকিস্তানও তাই বোঝাতে চাইছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

আসল প্রশ্নের দিকে কিন্তু আমাদের কেউ যাচ্ছেন না। মোদি না, শা না, জয়শংকর না। যে ভয়ংকর জঙ্গিরা, পহলগামের পাহাড় রক্তাক্ত করে উধাও হয়ে গেল, তাদের একজনকেও আর পাওয়া গেল না কেন? কলঙ্কিত ঘটনার দু'মাস হচ্ছে কালকে। কীভাবে জঙ্গিরা ওখানে ঢুকল, সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো অনেক আগেই চাপা পড়ে গিয়েছে। সিঁদুর যদি দেশজ আবেগই হয়, তা হলে তাঁদের স্বামীদের হত্যাকারীদের খোঁজার ব্যাপারে এত ঢিলেমি কেন?

ইজরায়েলের ক্ষেত্রে দেখলাম, ইরান বা হামাসের যাদের জঙ্গি বলে টার্গেট করেছে, তাদের অধিকাংশকে মেরে ছেড়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে কোথায় হল? তাহলে কি গোয়েন্দারা যেমন হামলার খবর পেতে ব্যর্থ, যুদ্ধ বিজ্ঞানীরাও সঠিক জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র ফেলতে ব্যর্থ?

প্রথমে আমাদের জানানো হল, শুধু পাক সেনাদের মারা হয়েছে। রাজনাথ সিংই বললেন। পরে দেখলাম, বহু পাকিস্তানি সাধারণ মানুষও মারা গিয়েছেন। কী অপরাধ করেছিলেন তাঁরা?

প্রথমে বলা হল, আমাদের দেশের কোনও ক্ষতি হয়নি। পাকিস্তান যে ভারতীয় বিমান ধ্বংসের দাবি করছে, তা মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে। পরে দেখলাম, সেনাপ্রধান গিয়ে বিদেশে স্বীকার করেছেন, ভারতীয় বিমান ধ্বংস হয়েছে। সংখ্যাটা আর স্পষ্ট করেননি। পরে আমরা জানলাম, কাশ্মীর সীমান্তে আমাদেরও সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছেন। কী অপরাধ করেছিলেন তাঁরা? ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে আহত, নিহতের সংখ্যা স্পষ্ট থাকছে প্রতিদিন। ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এখনও জানা যায়নি। এই ঢাকঢাক-গুড়গুড় নিয়েই প্রশ্ন জমাট বাঁধে।

পুলওয়ামার ক্ষেত্রেও ব্যাপক ফাঁকফোকর স্পষ্ট হয়েছিল পরের দিকে। ওখানে গিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলাম তাঁদের অপার বিস্ময়। কী করে একেবারে বিশাল জাতীয় সড়কে, লোকবসতির কাছেই এমন আক্রমণ হয়? আমরা কাশ্মীরের ম্যাপ নিয়ে বড়ই স্পর্শকাতর। কাশ্মীরের ওপরের একটা অংশ কোনও দেশ একবার ভারতের ম্যাপে না দেখালে হইচই শুরু করে দিই, দেশবিরোধী, দেশবিরোধী, দেশবিরোধী...। ভেবে দেখুন তো, বাস্তবে কি ওটা আমাদের হাতে রয়েছে? আমরা ভারতীয়রা ইচ্ছে করলে আজাদ কাশ্মীরে যেতে পারি? মানে ভারতের ভাষায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরে? পাকিস্তানি কাগজেও কিন্তু শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহলগামকে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ বলা হয়!

শুধু সিঁদুর দিয়ে বাস্তব মুছে দেওয়া যায় না। হিন্দুদের ভোট পাওয়ার অস্ত্র হতে পারে। চ্যাটচ্যাটে আবেগে ডুবে আমরা ভুলে গিয়েছি, আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে দুটো তথ্য। প্রথমত, পহলগামে নিহতদের মধ্যে মুসলিম ও খ্রিস্টানও ছিলেন। তাঁদের জন্যও কি আমরা প্রতিশোধ নিতে যাইনি? তাঁদের কাছে সিঁদুরের কী দাম? দুই, অনেক বিবাহিত হিন্দু মহিলাই আজকাল সিঁদুর পরেন না। এটাকে পুরুষতন্ত্র, দখলদারির প্রতীক মনে করে থাকেন। তাঁরা অনেকে প্রশ্ন করেন, পাতালপ্রবেশের সময় সীতা এবং বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদীর অপমান মুহূর্তে পিতৃতন্ত্র কেন চুপ ছিল? কেন তাঁদের সিঁদুরের অপমান হয়েছিল? তার উত্তর মেলে না।

আসলে ধর্ম ধর্ম করে আমরা আমাদের নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরে চলেছি বারবার। বারবার ভুল ধারণার শিকার হচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ার খপ্পরে পড়ে। কাশ্মীর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে। পহলগামে হত্যালীলার সময় সুকৌশলে অনেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন একটা ভুল তথ্য। ওই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে স্থানীয় অনেকের যোগ ছিল। কাশ্মীরের লোকেরা কত খারাপ, কত লোক যে বোঝাতে লাগলেন! পহলগামে স্বামীহারা এক তরুণী এ নিয়ে তীব্র আপত্তি করলে ট্রোলের শিকার হতে হল তাঁকেও- আমরা সত্যিই কত ধর্মান্ধ!

মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় মার্ডার পর্বে বহু ভারতীয় বলে দিয়েছিলেন, ওখানকার লোকেরাই হত্যা করেছে স্বামীকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এনে ফেলা হয়েছিল ড্রাগসচক্র, নারী পাচারের যোগ। পরে দুটো ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, আমরা ভয়ংকর ভুল প্রচার করেছি। অন্যায় অপরাধ করেছি। কেউ কি তার জন্য ক্ষমা চেয়েছি পরে? না তো!

এসবের মাঝে চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সব। প্রশাসনিক ব্যর্থতা। গোয়েন্দা ব্যর্থতা। সীমান্ত পাহারায় ত্রুটি। কূটনৈতিক ব্যর্থতায় সব প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত করে তোলা। অসহায় কিছু মৃত্যুকে ভোটে জেতার কাজে লাগানো।

এসব কী? এসবই কি আজকের ভারত?

সিঁদুর দিয়ে অনেক যাত্রা-সিনেমার নাম লিখেছিলাম শুরুর দিকে। সিঁদুর দিও না মুছে, সিঁদুরের দাগ, সিঁদুর হারার কান্না, সিঁদুরের নাম ভালোবাসা, সিঁদুর যখন রক্ত। আর একটা দিয়ে লেখাটা শেষ করি।

সিঁদুর দিয়ে যায় না ঢাকা সব।

আজ

১৯৪০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চিত্রশিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য।

১৯৫৫

কিংবদন্তি ফুটবলার মিশেল প্লাতিনির জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

দু'পক্ষই যেখানে ক্ষুধার্ত, সেখানে রাষ্ট্র একপক্ষকে খাবার দিয়ে অন্যকে বঞ্চিত করতে পারে না। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তা একপেশে হতে পারে না। শীর্ষ আদালতের রায় অপছন্দ হলেও মানতে হবে। রাজ্যের স্কিম শীর্ষ আদালতের রায়কে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছে। যা হতে পারে না।

- অমৃতা সিনহা

ভাইরাল/১

দিল্লি মেট্রোয় সাপ। যাত্রীদের নজরে আসতেই চলন্ত মেট্রোয় হুলস্থুল। কয়েকজন যাত্রী ভয়ে সিটের ওপর উঠে পড়েন। কেউ মেট্রোর রড ধরে ঝুলতে থাকেন। একজন ইমার্জেন্সি সুইচ টিপে দেন। মেট্রোয় যাত্রী ভোগান্তির ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে উধমপুরে ১৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের ইনস্পেকটরের উদ্যোগে ৫৫ জন এনডিআরএফ কর্মী যোগ অনুশীলন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয় একটি পথকুকুর। জওয়ানদের মতো ম্যাটের ওপর তাকেও ব্যায়াম করতে দেখা গেল।

উত্তরের পাঁচালি

ভক্তিরসে ডুবে

নীরজ পেরিওয়াল।

নীরজ পেরিওয়াল। ভজন ও ভক্তিগীতির জগতে অনেকের কাছেই একটি প্রিয় নাম। ইসলামপুরের ভূমিপুত্র এই তরুণ শিল্পী স্থানীয় তো বটেই, জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তর মিলিয়ে প্রায় ২৫০ ভজন সন্ধ্যায় অংশগ্রহণ করে রীতিমতো অনেকের নজরে। প্রথাগত সংগীতের তালিম না নিয়েও শুধুমাত্র নিজের উপলব্ধি নিয়েই এই ব্যতিক্রমী শিল্পী অনেক শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করেন গভীরভাবে। সংগীতপ্রেমী মানুষকে গান শুনিয়েই তিনি আত্মতৃপ্তি খুঁজে পান। কোনও অনুষ্ঠানে তিনি কোনও পারিশ্রমিক নেন না। নিজের ব্যবসা সামলে নিয়মিত বাড়িতে পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে সংগীত অনুশীলন করেন। ভালোবেসে যাঁরা ডাকেন, সেই টানে নীরজ ছুটে যান সেখানেই। এভাবেই সুরে সুরে কত মানুষের সঙ্গে যে তিনি সম্পর্ক জুড়ে দিচ্ছেন সেই হিসেবটা মেলানো তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। এক দশকের বেশি সময় ধরে অজস্র শ্রোতার ভালোবাসা কুড়িয়ে চলছেন এই শিল্পী। **–সুশান্ত নন্দী**

গানে গানে

সুজাতা দে।

ছোটবেলা থেকেই যে কোনও গানের সঙ্গে তাঁর সুর মেলানোর দক্ষতা তুলনাহীন। ছ'বছর বয়সে দীপ্তি রায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতে হাতেখড়ি। সিউড়িতে নিজ বাড়িতে গানের পরিবেশে বড় হওয়া। পরবর্তীতে সুজাতা দে বিবাহসূত্রে কোচবিহার শহরে আসেন। স্বামী ও শাশুড়ি চাইতেন সুজাতা গানের জগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। তাই তাঁরা তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। সুজাতা বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের কাছে ১৫ বছর ধরে শাস্ত্রীয় সংগীত ও রাগপ্রধান তালিম নিচ্ছেন। শিলিগুড়িতে সুবীর অধিকারী ও তৃষিত চৌধুরীর কাছেও সংগীতের তালিম নিচ্ছেন। পণ্ডিত সঞ্জয় চক্রবর্তীর কাছেও সংগীতের তালিম নিয়েছেন। বিভিন্ন চ্যানেলে ও দূরদর্শনের সংগীতশিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। ডাক পেলেই বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আধুনিক বাংলা গান গাইতেও খুবই ভালোবাসেন। সুজাতা চলচ্চিত্রে নেপথ্য সংগীতশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। **–অপর্ণা গুহ রায়।**

ছন্দের টানে

সুবীর পাল।

সুবীর পাল শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির বাসিন্দা। তবলাবাদক হিসেবে যথেষ্টই পরিচিত। রাজ্য যুব উৎসব, তিস্তা-গঙ্গা উৎসব, উত্তরবঙ্গ উৎসব, বাংলা গান উৎসব ছাড়াও বহু জায়গায় তবলা বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখার প্রতি ঝোঁক। সময় পেলেই পাতার পর পাতা জুড়ে কবিতা লিখে চলেন। এক সময় 'সংবর্তিকা', স্কুল-কলেজ ম্যাগাজিন, সুব্রতী সংঘ লাইব্রেরির পলাশ ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে কবিতার মাধুর্য ঢেলে দিয়েছেন। নাটকেও বেশ। নাটক নির্দেশনা ও তাতে অভিনয় করে সকলের মন কেড়েছেন। একসময় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবলার পাশাপাশি সংস্কৃতিসঙ্গে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান। **–শুভজিৎ বোস**

তবু হারিয়ে যায় না কাগজের নৌকো

আজও বর্ষা আসে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও কাগজের নৌকো দেখা সহজ নয়। তবু নৌকো থেকে যায় মনের ভিতর।

পরাগ মিত্র

শালবনের হুল্লোড়ে খালবিল মাতলে আসে মাঝদরিয়ায় পাল উড়াইয়া ছলছলাইয়া নাওয়ের ছলাৎ দিন। একটা বজরা, ময়ূরপঙ্খি, ক্রুজার, ট্রলারের মালিকানার পাশে ডিঙি, শ্যালো'র হকদারি থাকলেও জলজ ইকনমিক্সে ঘ্যামা ব্যাপার। তবুও একটুকরো কাগজকে চার ভাঁজে আঙুলের টানে শঙ্কু গলুইয়ের নৌকা বনানেওয়ালা দিল কা রাজা।

মতিধর চা বাগানের ছয় দশক পুরোনো ফ্ল্যাশব্যাকে শিশুর উচ্ছলতা ছয় ভাইয়ের এক চম্পা শিলিগুড়ির শিখা দেবের। মানকচুর ছাতায় ভাইবোনের কাগজের নৌকো বাইচ কোয়ার্টারের গোড়ালি ডোবা জলে। ছোটজন চোট্টামি করে নিজের নৌকোকে এগোবে। তর্কাতর্কির দোদুলে নৌকো জলেই চিতপটাং।

মোটা জিএসএম-এর খাতা যখন কষ্টকল্পনা, সেলাইয়ের দিস্তা, ব্যাশনের বঙ্গলিপির পৃষ্ঠাতে নৌবহর। শক্তপোক্তর জন্য ক্যালেন্ডারের দর বেশি। বাবার ডায়েরি, ব্যবসার জাবেদার পৃষ্ঠা তাড়নার অদম্যে নৌকো হলে পরিণামের শপাং সয়েও আবার মাতোয়ারা হওয়া। সমবয়সি প্রতিবেশীরা তখন কম্পিটিটর নয় বন্ধু ছিল, প্লাস্টিকের আকীর্ণতাহীন ড্রেনে এক পুলের নৌকো ভেসে অন্য পুলে পৌঁছালে আকাশছোঁয়ার লাফ। পুকুর, জমা জলে নৌকোর সঙ্গে লেপ্টে থাকত আদিগন্ত কল্পনারাও। কাগজের নৌকোয় নাম, ঠিকানা লেখা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসেও "মিটি মিটি তারা'র নীচে তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি/ তীরে তীরে ফিরে ভাসি"।

শুধুই মধুর খেলা নয়, তন্নিষ্ঠ ভাঁজের প্রথম স্বনির্ভরতার দীক্ষা। অপাপবিদ্ধ আবেগের শৈশব উপচানো ঝাঁপিতে। জীবনভর

সেই সরল অনুসন্ধান ঘুমের ঘোর ঘনালেও। কাঁটাতারের এপারে কোচবিহারের শিল্পী চঞ্চল চক্রবর্তীর কাছে কাগজের নৌকো কল্যাণ ঠাটের ইমনের দ্যোতনা। ওপারের 'জলের গানে' ফিরে পাওয়া হারানো মুখ, বাঙ্ময় হয় জননীর অর্থ।

ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত কবি দামোনোর উপলব্ধিতে নতুন নতুন দেশ ছোঁয়া কাগজের নৌকোই মহাপ্রলয়ের নোয়ার বরাভয়। লেস্তারি সিমাঙ্গুনসংর "পেরাহু কেরতাস' উপন্যাসের কুরি প্রধান চরিত্র। সাহিত্যচর্চা করেই জীবন কাটাতে চায়। বাস্তবতার নিরিখে পারিপার্শ্বিক তার ইচ্ছেয় সম্মতি দেয় না। বিষন্ন কুরি রূপকথা লিখে কাগজের নৌকোয় গুঁজে সাগরে ভাসিয়ে দিত। অ্যাটউডের 'পেপার বোট' জীবনের সংকলন। চিনির রস থেকে পিঁপড়ের বাঁচার লড়াই, ভিয়েতনামের শিকড় উপড়ে রিফিউজির সংগ্রামের ব্যঞ্জনা থাওয়ের 'পেপার বোট'। বাসের জানলা দিয়ে দেখা অরিগামির নৌকো অ্যালমন্ডের 'মিনা'র বিষণ্ণতার মেঘ কাটানোর প্রেষণা।

আজও বর্ষা আসে। শহর ছাড়িয়ে ছায়ানিবিড় গ্রামেও কাগজের নৌকা সহজ দৃশ্য? আত্মজের মাথায় জল! 'হাঁচি'র হাঁ-তেই হাজির অক্সিমেটাজোলিন হাইড্রোক্লোরাইড, লেভোসেট্রিজিন। কাদামাটির হুল্লোড় রান্নাবাটি, জুতোর বাক্সে পুতুল, কড়ে আম চুরি, মাঞ্জা, মার্বেল ভোকাট্টা। দুরন্ত শৈশব নটে গাছের মতো মিইয়ে এলে কাগজের নৌকা বানানোর ওস্তাদ দাদু-দাদারাও কোটরে গুটিয়ে গেল।

জলকাদা নয়, জীবনে পাশ কাটানোর পাঠে সিঞ্চিত জেনারেশনের বিমোহনে বিটিএস- 'ইয়েস উই আর লিভিং অ্যান্ড ডাইং'। পাড়ার বাইচুং রঘু নয়, আত্মীয়তা ইয়ামানের সঙ্গে। ওদের স্বাভাবিক উষ্মা 'হোয়াট দ্য হেল এই জলে খেলা?'

ঐতিহ্যের উৎপাটন নিয়ে বাঙালি মহাভারত লিখতে পারলেও পিছুটান ন হন্যে। কারেকশন করে কন্যা যতই চিৎকারে বলুক, 'আদরের নয় কাগজের হবে' মধ্য পঞ্চাশের বাবুনবাবু বেসুরে চন্দ্রবিন্দুর গুনগুন 'ভেসে যায় কাগজের নৌকা...'। ২০১৩-র কোম্পানির ২০২৪-এ টার্নওভার ৫৮৫ কোটি টাকা। নস্টালজিয়াই ইউএসপি। ব্র্যান্ড নেম 'পেপার বোট'। মহাবিশ্বে সত্যিই কিছু হারায় না।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সাহেবের অবিবাহিত আদরের মেয়ে ৩। কয়েকটি পরগণার সমষ্টি ৫। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ৭। লুঠ করা বা গায়েব করে দেওয়া ৯। এই দেবতার অন্য নাম কন্দর্পদেব ১১। নীল রঙের একটি ফুলের নাম ১৪। পরিমাণে খুবই অল্প ১৫। রমণীয় বা খুবই সুন্দর।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত কালো রং ২। মানুষের ক্ষতিসাধনকারী ৩। চোখে ছানি পড়া ৪। জঙ্গলের জ্বালানি কাঠ ৬। চূর্ণ বা গুঁড়ো করা ৮। মাটি থেকে বেশি রস সংগ্রহ করে এই গাছ ১০। জলের জন্য দেয় ট্যাক্স ১১। বিস্মিত বা স্তম্ভিত হওয়া ১২। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইকিশোরী ১৩। শেখানো বা প্রশিক্ষণ দেওয়া।

সমাধান ■ ৪১৭১

পাশাপাশি : ১। চটকা ৩। মাছি ৫। পাই ৬। মামদো ৮। কাম্যক ১০। অঙ্কুশ ১২। পালকি ১৪। পরি ১৫। রিক্ত ১৬। নফর।

উপর-নীচ : ১। চঞ্চরিকা ২। কাপালিক ৪। ছিলিম ৭। দোনা ৯। টোপা ১০। অন্তরিন ১১। শরাধার ১৩। লটারি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিমানে যাত্রীসুরক্ষায় কেন্দ্রের বরাদ্দ নামমাত্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর থেকে এক সপ্তাহ কেটে গেলেও কীভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনও অজানা। এমতাবস্থায় ভারতে বিমান পরিবহণে যাত্রী সুরক্ষা এবং দুর্ঘটনার তদন্তে যে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে না সেই ব্যাপারে আগেই সরব হয়েছিল সংসদের পরিবহণ, পর্যটন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি। পাশাপাশি ভারতে অসামরিক বিমান পরিবহণ চলাচল যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই ডিজিসিএ সহ একাধিক সংস্থায় বিপুল শূন্যপদ নিয়েও মুখ খুলেছিল কমিটি। এই প্রতিবেদনের জেরে বিপাকে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক।

২৫ মার্চ রাজ্যসভায় ওই কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল, দেশে বিমানবন্দর এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাত্রীসংখ্যা বাড়লেও বিমান দুর্ঘটনা আটকানোর মতো পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে না। দুর্ঘটনার তদন্তে উন্নতির জন্যও বাজেটে বরাদ্দ হচ্ছে নামমাত্র। কমিটি জানিয়েছিল, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন বা ডিজিসিএ, এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি বা বিসিএএসের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ডিজিসিএ পেয়েছে ৩০ কোটি, দুর্ঘটনার তদন্তে নিয়োজিত এএআইবি-র জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ২০ কোটি। বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দেখভাল করা বিসিএএস-কে দেওয়া হয়েছে আরও কম, মাত্র ১৫ কোটি টাকা।

কমিটির পর্যবেক্ষণ, দেশে ২০১৪ সালে বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৭৪টি। ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৪৭টি। বর্তমানে এই সংখ্যা ছুঁতে চলেছে ২২০-এ। কিন্তু সেই তুলনায় দুর্ঘটনা তদন্ত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই নেই। এর পাশাপাশি ওই সংস্থাগুলিতে শূন্যপদ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ডিজিসিএ-তে ৫৩ শতাংশ পদ খালি, বিসিএএস-এ ৩৫ শতাংশ এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় ১৭ শতাংশ শূন্যপদ।

দুর্ঘটনার আগেই সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে উদ্বেগ

এদিকে শুক্রবার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য দুবাই, চেন্নাই, দিল্লি, মেলবোর্ন, পুনে, আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ ও মুম্বই রুটে এয়ার ইন্ডিয়ার একাধিক উড়ান বাতিল করা হয়। বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ২৭৯ জনের মধ্যে ডিএনএ নমুনা মিলিয়ে ২২০ জনের মৃতদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে গুজরাট সরকার জানিয়েছে।

এদিকে এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে থাকা বিমানবহরগুলির দশা যে মোটের ওপর খুব একটা ভালো নয় সেটা ডিজিসিএ-র একটি পুরোনো রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই রিপোর্টে এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে থাকা তিনটি এয়ারবাসের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। ওই তিনটি এয়ারবাসের সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার সময় পেরিয়ে গেলেও প্রোটোকল ভেঙে সেগুলি বিভিন্ন রুটে ওড়ানো হয়েছিল। তিনটির মধ্যে এ৩২০ বিমান দুবাই। সেটিতে পরীক্ষা করায় এক মাসের বিলম্ব হয়েছিল। এ৩১৯ ঘরোয়া রুটের বিমানের পরীক্ষা করায় তিনমাসের বিলম্ব হয়েছিল। তৃতীয় বিমানটি দু-দিনের বিলম্ব হয়েছিল। ডিজিসিএ রিপোর্টে বলা হয়েছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ অথবা পরীক্ষা ছাড়াই কলকবজা নিয়ে আকাশে উড়েছিল ওই তিনটি বিমান।

মোদি তোপে আরজেডি-কংগ্রেস

জঙ্গলরাজ, আম্বেদকরের অপমান

রোড শো-য়ে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী। মোদির জনসভায় মহিলাদের উচ্ছ্বাস। শুক্রবার সিওয়ানে।

পাটনা, ২০ জুন : বিহারে ভোটপ্রচারের দামামা বাজিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত পাঁচ মাসের মধ্যে পঞ্চমবার মগধভূমে এসে বিহারের জন্য কল্পতরু হওয়ার পাশাপাশি বিরোধী আরজেডি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিহারে জঙ্গলরাজ কায়েম, পরিবারতন্ত্র এবং বিআর আম্বেদকরের অপমান করার অভিযোগ শানালেন তিনি। শুক্রবার সিওয়ানে ১০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করেন মোদি। তাঁর সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। জাতিগণনা করার কথা ঘোষণা করায় মোদির প্রশংসা করেন তিনি। এর জন্য বিহারের ভোটারদের কৃতজ্ঞতা জানাতেও বলেন নীতীশ। তিনি বলেন, 'জাতিগণনার নির্দেশ দিয়ে কেন্দ্র একটি বিশাল কাজ করেছে। আমি এর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

সম্প্রতি আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে দলিত আইকন বিআর আম্বেদকরকে অপমান করার অভিযোগ উঠেছে। সেই ইস্যুতে নমোর তোপ, 'আরজেডি বাবাসাহেব আম্বেদকরকে অপমান করেছে। যাঁরা সংবিধানের রূপকারের অপমান করেন বিহারের মানুষ তাঁদের কখনও ক্ষমা করবেন না।' বিহারের প্রায় ২০ শতাংশ দলিত ভোটারকে কাছে টানার মরিয়া চেষ্টা করেছেন মোদি। তিনি বলেন, 'আরজেডি ও কংগ্রেস বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছবিকে পায়ের তলায় রাখে। কিন্তু মোদি আম্বেদকরকে নিজের হৃদয়ে রাখে। বাবাসাহেবের অপমান করে এই সমস্ত লোকজন নিজেদের বাবাসাহেবের থেকেও বড় বলে দেখানোর চেষ্টা করছেন। বাবাসাহেবের অপমান বিহারের মানুষ কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।' মোদির হুংকার, 'আমরা সবকা সাথ, সবকা বিকাশের কথা বলি। কিন্তু আরজেডি এবং কংগ্রেস পরিবারকা সাথ, পরিবারকা বিকাশে বিশ্বাসী। যাঁরা বিহারে জঙ্গলরাজ এনেছিলেন, রাজ্যকে লুটেছিলেন আগামী ভোটে তাঁদের একটি ভোটও দেবেন না।' এর জবাবে তেজস্বী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত নিয়মকানুন এবং মানুষকে বোকা ও বিভ্রান্ত করার রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন।'

মোদির আক্রমণের জবাবে লালু-তেজস্বীও পালটা তোপ দেগেছেন। মোদির সভা শুরুর আগে লালু কটাক্ষ করেন, 'বিহারের স্বার্থে আবহাওয়া সতর্কতা। আজ মিথ্যাচার, অসত্য প্রতিশ্রুতি এবং স্বপ্নের প্রবল বর্ষণ হবে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ঝোড়ো হাওয়াও বইবে। সাবধানে থাকুন।' অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর সভা মিটতেই সাংবাদিক বৈঠকে তেজস্বী বলেন, 'মোদি বিহারে এলেই সাধারণ মানুষের পকেট থেকে ১০০ কোটি টাকা কেটে নেওয়া হয়। যে লোকোমোটিভ কারখানায় তৈরি রেল ইঞ্জিন বিদেশে যাচ্ছে সেই কারখানা লালুপ্রসাদ যাদবের অবদান। ১১ বছরে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করতে পারেননি।' লালু-পুত্রের তোপ, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত নিয়মকানুন এবং মানুষকে বোকা ও বিভ্রান্ত করার রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন।'

অক্টোবর-নভেম্বরে ২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভার ভোট হওয়ার কথা। বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব নীতীশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগে সরব হয়েছেন। এর জবাবে মোদির বক্তব্য, 'আমাদের সরকার সবসময় সবাইকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নে বিশ্বাসী। কিন্তু যাঁরা ক্ষমতালোভী তাঁরা সর্বদা নিজেদের পরিবারকে তুলে ধরতে চান।' হাত এবং লণ্ঠন একসঙ্গে বিহারের গর্ব ধুলোয় মিশিয়েছে। যারা বিহারে জঙ্গলরাজ তৈরি করেছে তারা আবার তাদের পুরোনো কীর্তি পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করছে।' এদিন মোট ২৮টি প্রকল্পের সূচনা করেন মোদি।

> আরজেডি ও কংগ্রেস বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছবিকে পায়ের তলায় রাখে। কিন্তু মোদি আম্বেদকরকে নিজের হৃদয়ে রাখে। বাবাসাহেবের অপমান বিহারের মানুষ কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**
>
> প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত নিয়মকানুন এবং মানুষকে বোকা ও বিভ্রান্ত করার রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন।
>
> **তেজস্বী যাদব**

ফের যাত্রা স্থগিত শুভাংশুর

ফ্লোরিডা, ২০ জুন : এই নিয়ে সাত বার। মহাকাশ অভিযান ফের পিছিয়ে গেল শুভাংশু শুক্লা ও তাঁর সঙ্গীদের। ২২ জুন (রবিবার) শুভাংশু শুক্লাদের মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁদের মহাকাশযান উৎক্ষেপণের দিন দুই আগেই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের (আইএসএস) তরফে 'অ্যাক্সিয়ম-৪' অভিযান স্থগিতের কথা জানানো হয়েছে। কবে এই অভিযান হবে, তা এখনও স্থির করা হয়নি।

নাসা জানিয়েছে, অ্যাক্সিয়ম স্পেস এবং এলন মাস্কের সংস্থা আপাতত অভিযান পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন অভিযান পিছোনো হচ্ছে, তারও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের এভেজদা সার্ভিস মডিউলে মেরামতি হয়েছে। সব আগের মতো ঠিকঠাক চলছে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়ে নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা। প্রথমে ২০২৫ সালের ২৯ মে শুভাংশুদের অভিযান শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বারবার পিছিয়ে যায় নানা কারণে।

কানাডায় মৃত্যু ভারতীয় ছাত্রীর

অটোয়া, ২০ জুন : ফের কানাডায় ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু। নাম তানিয়া ত্যাগী। উত্তর-পূর্ব দিল্লির বাসিন্দা তানিয়া ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খাদ্য সুরক্ষা ও গুণমান বিষয়ে স্নাতকোত্তর করছিলেন। ভ্যাঙ্কুভারে ভারতের কনসুলেট জেনারেল তানিয়ার মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন। শোকপ্রকাশ করে কানাডার ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

চড়ল বাজার

মুম্বই, ২০ জুন : ইজরায়েল-ইরান সংঘাতে কয়েকদিন ধরে বাজার নিম্নমুখী ছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষদিনে চাঙ্গা ভারতীয় শেয়ার বাজার। শুক্রবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে উঠতে শুরু করে বিএসই সেনসেক্স ও নিফটি। বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স ছিল ৮২,৪০৮ পয়েন্টে। বৃহস্পতিবারের চেয়ে ১,০৪৬ পয়েন্ট ওপরে। উত্থানের হার ১.২৯ শতাংশ। ৩১৯ পয়েন্ট উঠে ২৫,১১২ পয়েন্টে দৌড় শেষ করেছে নিফটি।

১৬০০ কোটি পাসওয়ার্ড ফাঁস

আপনার পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত আছে তো?

নয়াদিল্লি, ২০ জুন : বড় বিপদের মুখে পড়েছেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা। সম্প্রতি ১৬০০ কোটির বেশি পাসওয়ার্ড অনলাইনে ফাঁস হয়েছে বলে দাবি করেছে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থা সাইবারনিউজ ও ফোর্বস-এর রিপোর্ট। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ তথ্য ফাঁসের

ঘটনা। এর ফলে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

কীভাবে চুরি হল এই তথ্য? রিপোর্ট অনুযায়ী, এইসব তথ্য পুরোনো কোনও সংগ্রহ নয়, বরং বেশিরভাগ পাসওয়ার্ডই নতুন এবং সুনির্দিষ্টভাবে সাজানো। এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে 'ইনফোস্টিলার' নামে একধরনের ম্যালওয়্যার (কম্পিউটার ভাইরাস) দিয়ে। এই সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর অজান্তে তাঁদের কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন থেকে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড চুরি করে হ্যাকারদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

ফাঁস হওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে ই-মেল এবং গুগল, ফেসবুক, টেলিগ্রাম ইত্যাদির মতো সমাজমাধ্যমের লগইন তথ্য, গিটহাবের মতো ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট, কিছু সরকারি পোর্টালের ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ইত্যাদি। তথ্যগুলি এমনভাবে সাজানো যাতে হ্যাকাররা সহজেই যে কোনও অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারে— আগে ওয়েবসাইট লিংক, তারপর ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে। এই বিপদের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হল, খুব সামান্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা টাকাপয়সা থাকলেও যে কেউ ডার্ক ওয়েবে গিয়ে এসব পাসওয়ার্ড কিনে নিতে পারেন। এর ফলে শুধু সাধারণ মানুষই নন, সংস্থা, কোম্পানি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও বিপদে পড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি একটি 'গ্লোবাল সাইবার ক্রাইমের ব্লুপ্রিন্ট'। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে ফিশিং (ভুয়ো লিংকে ক্লিক করিয়ে তথ্য চুরি), আইডেন্টিটি থেফ্ট (পরিচয় চুরি), অ্যাকাউন্ট হ্যাক ইত্যাদি নানা ধরনের অপরাধ করার সুযোগ পেয়ে যাবে হ্যাকাররা।

তাহলে করণীয় কী? বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হ্যাকারদের খপ্পর থেকে বাঁচতে অবিলম্বে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদলে ফেলতে হবে। নতুন পাসওয়ার্ড এমন কিছু দিন যা চট করে আঁচ করা কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। ইন্টারনেটে সুলভ দু-ধাপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করুন। এরপর ডার্ক ওয়েব মনিটরিং টুল দিয়ে চেক করুন আপনার তথ্য ফাঁস হয়েছে কি না। প্রতি সপ্তাহে পাসওয়ার্ড পালটাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়, বলছেন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।

জগন্নাথের জন্য ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যান

ভুবনেশ্বর, ২০ জুন : প্রভু জগন্নাথের জন্য তিনি নির্দ্বিধায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নৈশভোজের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করতে রাজি সেকথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার ভুবনেশ্বরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ওড়িশা সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানে মোদি বলেন, 'দু-দিন আগে আমি জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে কানাডায় গিয়েছিলাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাকে তখন বলেছিলেন, যেহেতু ওয়াশিংটন হয়ে কানাডা যাব তাই আমি যেন ওঁর সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দিই। আমি ওঁকে বলি, আপনার আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার মহাপ্রভু জগন্নাথধামে যাওয়া খুব দরকার। তাই আমি বিনীতভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি। আপনাদের ভালোবাসা এবং মহাপ্রভুর প্রতি আস্থা আমাকে এই পবিত্র ভূমিতে নিয়ে এসেছে।' মোহনচরণ মাঝির নেতৃত্বে ওড়িশা সরকার গরিব কল্যাণে নিয়োজিত বলে জানান মোদি। তিনি ১৮৭০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন।

পাখির ধাক্কায় যাত্রা বাতিল এআই বিমানের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন : পাখির ধাক্কায় বিমান যাত্রা বাতিল করতে হল এয়ার ইন্ডিয়াকে। পুনে থেকে দিল্লিগামী সংস্থার একটি নির্ধারিত ফ্লাইট (এআই২৪৭০) বাতিল করতে তারা বাধ্য হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে পুনে পৌঁছোনোর পর বিমান পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ে এই ঘটনা। যদিও পাখির ধাক্কার জন্য বিমানটিকে নিরাপদে অবতরণ করাতে কোনও অসুবিধা হয়নি বিমানচালকের।

পুনে থেকে আবার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল বিমানটির। কিন্তু এই ঘটনার জেরে বিমানের ফিরতি যাত্রা বাতিল করে সেটিকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলে এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে।

১২ জুন আহমেদাবাদে এআই বিমান ভেঙে পড়ার পর ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ) এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত বোয়িং ৭৮৭ বিমান নিয়ে সুরক্ষা পর্যালোচনা শুরু করেছে।

এখনও পর্যন্ত ৩৩টির মধ্যে ২৪টি বিমান পরীক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে নিয়মিত বহু ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়াকে।

আকাশপথে বিশেষ ছাড় ভারতকে

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ২০ জুন : ইজরায়েল-ইরান সংঘাতের মধ্যে আটকে পড়া ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপদে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল ইরান। নিজেদের জাতীয় বিমান সংস্থা 'মহান এয়ার'-এর মাধ্যমে তিনটি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করেছে তারা। আকাশসীমা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভারতীয় পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে ইরানি দূতাবাসের উপপ্রধান জাভেদ হোসেইনি জানান, 'ভারতীয়দের প্রথমে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর তাঁদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহান এয়ারের তিনটি বিমানে পর্যায়ক্রমে দেশে ফিরবেন তাঁরা।'

এই পুরো উদ্ধার অভিযান 'অপারেশন সিন্ধু'-র অংশ, যা পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত-আক্রান্ত অঞ্চল থেকে ভারতীয়দের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য বিদেশমন্ত্রক চালু করেছে।

ইরানে বর্তমানে প্রায় ১০,০০০ ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই পড়ুয়া। ইতিমধ্যে এক হাজার জনকে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে। এর আগে, ১৭ জুন উত্তর ইরান থেকে ১১০ জন পড়ুয়া ভারতীয় দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে আর্মেনিয়ায় পৌঁছে যান। সেখান থেকে তাঁরা বিশেষ বিমানে যাত্রা করে ১৯ জুন ভোরে দিল্লি পৌঁছোন।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানিয়েছেন, ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার কাজ চালানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে বলেছে, 'বিদেশে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষাই সরকারের অগ্রাধিকার। পরিস্থিতির ওপর আমরা সবসময় নজর রাখছি এবং প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দিচ্ছি।'

যুদ্ধের আবহে অন্য ইরান

খুব শীঘ্রই আরও এক হাজার পড়ুয়াকে ফেরানোর পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। পাশাপাশি তুর্কমেনিস্তানে থাকা ৫৬ জন ভারতীয় পড়ুয়াকেও ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ বিমানটি সৌদি আরবের জেড্ডা হয়ে আগামীকাল (২১ জুন) ভোর ৩টায় ভারতে এসে পৌঁছোবে। পড়ুয়ারা মূলত উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, দিল্লি ও রাজস্থানের বাসিন্দা।

ইজরায়েলের রেহভটে ইরানি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স। দেখতে হাজির প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

অভিজিতের জন্য বিশেষ দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ জুন : নেক্রোটাইজিং প্যানক্রিয়াটাইটিসে আক্রান্ত তৃণমূল সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্থানান্তর করা হয়েছে দিল্লির এইমস-এর আইসিসিইউ-তে (ইন্টেন্সিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট)। তাঁর চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয়েছে একাধিক শাখার অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি সমন্বিত মেডিকেল বোর্ড।

জানা গিয়েছে, কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে যেসব চিকিৎসা হয়েছে, তার সমস্ত নথি ও রিপোর্ট ইতিমধ্যেই এইমস-এর মেডিসিন ও গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখানে সাংসদের শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ভুগছেন নেক্রোটাইজিং প্যানক্রিয়াটাইটিসে। যা তীব্র প্যানক্রিয়াটাইটিসের একটি জটিল ও প্রাণঘাতী রূপ।

এই অবস্থায় অগ্ন্যাশয়ে তীব্র প্রদাহের ফলে রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হয় এবং টিস্যুর মৃত্যু (নেক্রোসিস) ঘটে। ফলে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে এবং একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, দ্রুত ও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা শুরু করা না গেলে এই অসুখ প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

ছেলের পাত্রীকে বিয়ে বাবার

লখনউ, ২০ জুন : ছেলের জন্য পাত্রী পছন্দ করতে গিয়ে মনে ধরে গেল শ্বশুরের। আর কী। মন মজে যাওয়ায় লাজ-লজ্জা ভুলে ছয় সন্তানের বাবা শাকিল হবু বউমাকে নিজেই বিয়ে করে ফেললেন। মাথায় হাত শাশুড়ির। উত্তরপ্রদেশের রামপুরের ঘটনা।

ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে পাত্রীর বাড়িতে যাতায়াত বেড়ে গিয়েছিল পাত্রের বাবা শাকিলের। কথায় বলে মন না মতি। হামেশাই যাতায়াতে হবু পুত্রবধূর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁকে একেবারে নিজের করে পেতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। মাথায় ফন্দি আঁটেন। ডাক্তার দেখানোর অছিলায় বাড়ি থেকে হবু বউমাকে নিয়ে চম্পট দেন।

শাকিলের স্ত্রী শাবানা জানিয়েছেন, দিন দুই তাঁদের খোঁজ ছিল না। তারপর রামপুরের বাড়িতে ফেরেন নিকাহ করে। ছেলের অভিযোগ, পাত্রীকে দেখে বাবা এতটাই মজেছিলেন যে, প্রায়ই ভিডিও কলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। বাবা বিয়ের জন্য নগদ দু'লক্ষ টাকা ও ১৭ গ্রাম সোনা বাড়ি থেকে নিয়ে যান। নিকাহ করে নয়া বিবিকে নিয়ে শাকিল বাড়িতে ফেরার পর হুলুস্থুল বেধে যায় বাড়িতে। হাতাহাতির পরিস্থিতি হয়। পাড়া-প্রতিবেশীরা সমস্যা সমাধানে পঞ্চায়েত ডাকেন।

পঞ্চায়েত শাকিল ও তাঁর নতুন স্ত্রীকে গ্রাম থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়। নব পরিণীতাকে নিয়ে শাকিল তা মেনে নিয়েছেন। থাকেন অন্যত্র।

এপ্রিলে প্রায় এমনই ঘটনা ঘটেছিল যোগীরাজ্যে। সেই সময় হবু শাশুড়ি সোনাদানা ও নগদ কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে হবু জামাইয়ের সঙ্গে চম্পট দিয়েছিলেন।

স্পিকারের দ্বারস্থ সুকান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ জুন : বজবজে কনভয় ঘেরাও এবং হামলার অভিযোগে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি লিখলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। চিঠিতে তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে বিশেষাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সুকান্ত লিখেছেন, 'এই হামলা শুধু আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেনি বরং একজন সংসদ সদস্যের সাংবিধানিক অধিকার ও মর্যাদাকে আঘাত করেছে। এটা সংসদেরও অপমান।'

তিনি লিখেছেন, '১৯ জুন আমি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজের হালদারপাড়ায় রাজনৈতিক হিংসায় আহত এক বিজেপি কর্মীর খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার কনভয় ঘিরে ধরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা হামলা চালায়।' সুকান্ত জানিয়েছেন, তাঁর কনভয়ের দিকে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়, জুতো ছোড়া হয়, গালিগালাজ-কটূক্তি করা হয়। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি। গুরুতর আহত হন তাঁর সঙ্গীরা। স্থানীয় মহিলাদের একাংশ 'চোর চোর' স্লোগান দেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে চটি ছোড়েন বলে অভিযোগ।

তিনি জানান, হামলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী। তিনি কোনও ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেননি। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে তাঁর আবেদন, এই ঘটনায় বিশেষাধিকার লঙ্ঘন ও সংসদের অবমাননার দায়ে প্রিভিলেজ কমিটি যেন তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিছুদিন আগে বজবজে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে একাধিক বিজেপি কর্মী জখম হন।

৩ বছর আগেই ধরা পড়বে ক্যানসার

বাল্টিমোর, ২০ জুন : ধরা যাক, শরীরে কোনও ব্যথা নেই, কোনও উপসর্গ নেই। আপনি নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করাচ্ছেন, আর তাতেই ধরা পড়ল—আপনার শরীরে ক্যানসার গজাতে শুরু করেছে। সেটাও আজ-কাল নয়, বরং রোগটা তিন বছর পর ধরা পড়ত, যদি না এই পরীক্ষাটা হত।

এটাই এখন গবেষকদের সামনে এক বাস্তব সম্ভাবনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন এক পরীক্ষামূলক রক্ত পরীক্ষার পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছেন, যা ক্যানসার ধরা পড়ার অন্তত তিন বছর আগেই ইঙ্গিত দিতে পারে শরীরে মারণ রোগের উপস্থিতি। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত ক্যানসার ডিসকভারি জার্নালে।

গবেষকরা এই তথ্য পেয়েছেন 'অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস রিস্ক ইন কমিউনিটিজ' (এআরআইসি) নামে দীর্ঘমেয়াদি এক স্বাস্থ্য-সমীক্ষা করতে গিয়ে। মূলত হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ চলছিল। সেখানকার ৫২ জন অংশগ্রহণকারীর রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করেন গবেষকরা। যার মধ্যে ২৬ জনের পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে ক্যানসার ধরা পড়ে, আর বাকি ২৬ জন ছিলেন সুস্থ। ৮ জনের শরীরে 'মাল্টি-ক্যানসার আর্লি ডিটেকশন' (এমসিইডি) নামে এক পরীক্ষায় ক্যানসারের উপস্থিতির সংকেত পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৬ জনের আরও আগের রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়, যা সংগ্রহ করা হয়েছিল তাদের ক্যানসার ধরা পড়ার তিন বছর আগেই।

চমকপ্রদভাবে এই ছয়জনের মধ্যে চারজনের রক্তে তখনই পাওয়া যায় টিউমার-জাতীয় ডিএনএ-র চিহ্ন। অর্থাৎ, রোগটি তখনও শরীরে ছিল, কিন্তু ধরা পড়েনি কোনও চিকিৎসকের চোখে কিংবা রোগ নির্ণয় পদ্ধতিতে।

গবেষণার প্রধান লেখক ইউক্সুয়ান ওয়াং বলছেন, 'এমন আবিষ্কার আমাদের আশা জোগায়। আগেভাগে রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসায় অনেক বেশি সাফল্য পাওয়া যায়।' তিনি আরও জানান, 'যদি রোগ তিন বছর আগে ধরা যেত, তাহলে হয়তো অস্ত্রোপচারেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতেন তাঁরা।'

জন্স হপকিন্সের অঙ্কোলজি বিভাগের আরেক অধ্যাপক নিকোলাস পাপাডোপুলাসের কথায়, 'এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন পরীক্ষাকে নির্ভরযোগ্য ও সহজলভ্য করে তোলা। এতে লাখো মানুষের জীবন বাঁচতে পারে।'

যে জিন আছে মাঝখানে

শরীর ও মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনুভব করেন ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী মানুষরা। তাঁদের মস্তিষ্ক বলে তাঁরা এক লিঙ্গের, কিন্তু শরীর বলে অন্য লিঙ্গের। বিজ্ঞানীরা বলছেন, রূপান্তরকামীদের মস্তিষ্ক ও শরীরের অমিলের কারণ জিনের ভিন্নতা। সাম্প্রতিক গবেষণায় ট্রান্সজেন্ডারদের মস্তিষ্কে 'ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর পাথওয়ে-তে এমন কিছু পার্থক্য মিলেছে, যা তাঁদের লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে জৈবিক শরীরের দ্বৈততার ব্যাখ্যা দিতে পারে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করলেন

সুদীপ মৈত্র

'বাইনারি' নিয়ে মানুষের মনে হয় পক্ষপাত আছে। হয় এটা নয়তো ওটা, হয় সাদা নয়তো কালো, রাম অথবা রাবণ, ভালো অথবা খারাপ, মুদ্রার এপিঠ অথবা ওপিঠ। যে কোনও একটা পক্ষ নিতে পারলেই আর গোলমাল থাকে না। ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু এই দ্বৈততার মাঝামাঝিও যে এক বা একাধিক বিষয় থাকতে পারে, তা ক'জন ভাবেন!

মানুষের জৈব বৈশিষ্ট্য নিয়েও ভাবনাটা কিছুতেই এই বাইনারির বাইরে বেরোতে পারে না। হয় নারী, না হলে পুরুষ। তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম লিঙ্গের কথা যেন ভাবাই যায় না। বিজ্ঞানের গবেষণা কিংবা আদালতের বিচার-বিশ্লেষণ যৌনতার ওই মাঝখানটাতে বারেবারে আলো ফেললেও ভবি ভোলে না কিছুতেই। তারা ভিন্ন যৌনতা কিংবা তৃতীয় লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে কখনও 'বিকার' কখনও 'ফ্যাশন' খুঁজে পায়। কিন্তু তা-ই বলে বিজ্ঞান তো থেমে থাকতে পারে না।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা আবারও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ— রূপান্তরকামিতার জৈব বাস্তবতা— নিয়ে কাটাছেঁড়া করেছে। তাতে বলা হয়েছে, রূপান্তরকামী মানুষদের মস্তিষ্ক এক কথা বলে, আবার তাদের শরীর যে বলে অন্য কথা, এই অমিলের কারণ জিনের ভিন্নতা।

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা যে অসংগতি অনুভব করেন—যেখানে তাঁদের মস্তিষ্ক একটি লিঙ্গ নির্দেশ করে, কিন্তু শরীর অন্যটি—তার জৈবিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মস্তিষ্কের ইস্ট্রোজেন গ্রহণের পথে জিনের কিছু ভিন্নতা এই অমিলের কারণ হতে পারে।

'মেডিকেল কলেজ অব জর্জিয়া'র বিজ্ঞানীরা ৩০ জন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির মস্তিষ্কের 'ইস্ট্রোজেন সংক্রান্ত পথ বা প্রক্রিয়া' (ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর পাথওয়েজ) পরীক্ষা করে এই তথ্য পেয়েছেন। এটা এমন একটা রাস্তা বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ইস্ট্রোজেন হরমোন মস্তিষ্কে বা শরীরে প্রভাব ফেলে। এই পথের মাধ্যমে ইস্ট্রোজেন মস্তিষ্কে লিঙ্গ পরিচয়, আচরণ, আবেগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণাটি 'সায়েন্টিফিক রিপোর্টস' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

কী মিলল গবেষণায়

গবেষকরা ১৯টি জিনে ২১টি ভিন্নতা চিহ্নিত করেছেন, যেগুলি মস্তিষ্কের এমন পথের সঙ্গে জড়িত যা নির্ধারণ করে মস্তিষ্ক পুরুষালি বা নারীসুলভ হবে। গবেষণার অন্যতম লেখক এবং গাইনিকলজিস্ট জে গ্রাহাম থিসেন বলেন, 'এই জিনগুলি মূলত ইস্ট্রোজেনের সঙ্গে কাজ করে, যা জন্মের ঠিক আগে বা পরে মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে এবং মস্তিষ্কের পুরুষালি বৈশিষ্ট্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ।'

অদ্ভুত শোনালেও, 'নারী হরমোন' বলে পরিচিত ইস্ট্রোজেন মস্তিষ্ককে পুরুষালি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষকদের মতে, এই জিনের ভিন্নতার কারণে জন্মের সময় পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত (নেটাল মেল) ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে ইস্ট্রোজেনের প্রভাব ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে। ফলে মস্তিষ্ক পুরুষালি না হয়ে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়।

অন্যদিকে জন্মের সময় নারী হিসাবে চিহ্নিত (নেটাল ফিমেল) যে ব্যক্তিরা, তাঁদের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাব এমন 'অসময়ে' পড়ে যখন সাধারণত পড়ার কথা নয়। এতে তাঁদের মস্তিষ্কে পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। এই দুই অবস্থাই শরীর ও মস্তিষ্কের মধ্যে অমিল তৈরি করতে পারে, যাকে বলা হয় 'জেন্ডার ডিসফোরিয়া'।

জেন্ডার ডিসফোরিয়া কী

জেন্ডার ডিসফোরিয়া হল এমন মানসিক অস্বস্তি, যখন কারও ভিতরের লিঙ্গ পরিচয় তাদের শারীরিক লিঙ্গের সঙ্গে মেলে না। থিসেনের কথায়, 'তাঁরা এই অস্বস্তি অনুভব করেন, কারণ তাঁদের মন যে লিঙ্গ অনুভব করেন, তা তাঁদের শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একবার মস্তিষ্ক 'পুরুষ' বা 'নারী' হিসাবে গঠিত হয়ে গেলে, তা আর বদলানো যায় না। হরমোন চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের লক্ষ্য হল শরীরকে মস্তিষ্কের সঙ্গে মেলানো।'

গবেষণা কীভাবে হল

গবেষকরা ১৩ জন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ (জন্মের সময় নারী, পরে পুরুষ হিসাবে রূপান্তরিত) এবং ১৭ জন ট্রান্সজেন্ডার নারীর (জন্মের সময় পুরুষ, পরে নারী হিসাবে রূপান্তরিত) ডিএনএ পরীক্ষা করেন। ইয়েল সেন্টার ফর জিনোম অ্যানালিসিস-এ পুরো এক্সোম সিকোয়েন্সিং (এক ধরনের জেনেটিক পরীক্ষাপদ্ধতি) করা হয়, যা জিনের প্রোটিন তৈরির অংশগুলি বিশ্লেষণ করে। ফলাফল যাচাইয়ের জন্য স্যাঙ্গার সিকোয়েন্সিং নামে আরেকটি পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। এইসব পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা দেখেন, এই জিনের ভিন্নতাগুলি ৮৮ জন নন-ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির ডিএনএতে ছিল না। এমনকি বড় ডিএনএ ডেটাবেসেও এগুলি খুব কম বা অনুপস্থিত ছিল।

গবেষণার গুরুত্ব

গবেষণাপত্রের আরেক লেখক এবং প্রজনন এন্ডোক্রিনোলজিস্ট লরেন্স সি লেম্যান বলেন, 'এই পথগুলি মস্তিষ্কের এমন অংশের সঙ্গে জড়িত, যেখানে নিউরনের সংখ্যা এবং তাদের সংযোগ পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সাধারণত ভিন্ন হয়।' তাঁর বক্তব্য, 'আমরা জানি, জন্মের পরেও মস্তিষ্কের বিকাশ চলতে থাকে। এই সময়ে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবের জন্য এই পথ এবং রিসেপ্টরগুলি তৈরি থাকা জরুরি।'

লেম্যানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে থিসেন বলেন, 'এটি প্রথম গবেষণা যা, জেন্ডার পরিচয় বোঝার জন্য লিঙ্গ-নির্দিষ্ট মস্তিষ্কের বিকাশের কাঠামো তৈরি করেছে। আমরা বলছি, এই পথগুলি অনুসন্ধান করাই আগামী দিনে জেন্ডার ডিসফোরিয়ার জিনগত কারণ খুঁজে বের করার পথ প্রশস্ত করবে।'

গবেষণার ফল কি নিশ্চিত

গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে এই জিনের ভিন্নতাগুলিই জেন্ডার ডিসফোরিয়ার কারণ। তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এগুলি মস্তিষ্কে হরমোনের ভূমিকা এবং ইস্ট্রোজেনের প্রভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁরা ইতিমধ্যে আরও বেশি ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির ডিএনএ নিয়ে এই পথগুলি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করছেন।

ট্রান্সজেন্ডারের বাস্তবতা

জেন্ডার ডিসফোরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা বৈষম্য, হয়রানি, বিষণ্ণতা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার ঝুঁকির মুখে থাকেন। প্রায় ০.৫ থেকে ১.৪ শতাংশ জন্মের সময় পুরুষ এবং ০.২ থেকে ০.৩ শতাংশ জন্মের সময় নারী— এই অবস্থার সম্মুখীন হন। 'অভিন্ন যমজ'দের ক্ষেত্রে এই অবস্থা একসঙ্গে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এই গবেষণা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, জেন্ডার ডিসফোরিয়ার পিছনে জৈবিক কারণ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। লেম্যান দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের রোগভোগের চিকিৎসা করছেন। তাঁর দাবি, 'আমরা মনে করি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেন্ডার ডিসফোরিয়ার এক বা একাধিক জৈবিক উপাদান রয়েছে।'

কেন গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ

এই গবেষণার ফল ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের অভিজ্ঞতাকে আরও ভালোভাবে বোঝার পথ খুলে দেয়। এটি জেন্ডার ডিসফোরিয়াকে শুধু মানসিক বা সামাজিক সমস্যা হিসেবে না দেখে বোঝার চেষ্টা করে জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ভবিষ্যতে এই ধরনের গবেষণা চিকিৎসা, সামাজিক সচেতনতা এবং ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের জীবনযাপনকে আরও উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করতে সাহায্য করতে পারে।

দাবি ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিক্কু মধুসূদনের

১২০ আলোকবর্ষ দূরের গ্রহে প্রাণের ইঙ্গিত

ডাইমিথাইল সালফাইড গ্যাস শনাক্ত হওয়ায় আশার আলো। তবে আরও গবেষণা প্রয়োজন, বলছেন কেমব্রিজের বিজ্ঞানীরা

বহুদিন ধরেই মানুষ প্রশ্ন করে এসেছে, 'আমরা কি এই মহাবিশ্বে একা?' সেই প্রশ্নের উত্তরে এবার এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ নিক্কু মধুসূদন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের নেতৃত্বাধীন বিজ্ঞানীরা এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে এমন এক রাসায়নিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, যা পৃথিবীতে একমাত্র জীবিত প্রাণীর মাধ্যমেই তৈরি হয়। তবে কি ওই গ্রহেও প্রাণ আছে?

বৃহস্পতির চেয়ে কিছুটা ছোট, অথচ পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বড় এই গ্রহের নাম কে২-১৮বি (K2-18b)। এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১২০ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। দূরের ওই গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে পাওয়া গিয়েছে ডাইমিথাইল সালফাইড (ডিএমএস) নামের এক যৌগিক পদার্থ, যা পৃথিবীতে শুধুমাত্র সামুদ্রিক শৈবাল ও অনুরূপ জীবিত প্রাণী থেকে নিঃসৃত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, এই উপাদানটির উপস্থিতি যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, তবে তা হতে পারে প্রাণের অস্তিত্বের সবচেয়ে জোরাল ইঙ্গিত।

এক বিপ্লবী মুহূর্ত

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডঃ নিক্কু মধুসূদন জানিয়েছেন, "কে২-১৮বি-র মতো এমন একটি গ্রহে প্রথমবারের মতো সম্ভাব্য প্রাণচিহ্নের দেখা মিলল, যা বাসযোগ্য বলেও ধারণা করা হচ্ছে। তবে সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে এমন ঘোষণা করার সময় এখনও আসেনি।"

নতুন সম্ভাবনা হাইসিয়ান গ্রহ

কে২-১৮বি একটি সাব-নেপচুন গ্রহ—যা পৃথিবীর চেয়ে বড় কিন্তু নেপচুনের চেয়ে ছোট। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর পিঠের দিকে রয়েছে উষ্ণ মহাসাগর এবং ঘন হাইড্রোজেন ও মিথেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল। এ ধরনের গ্রহকে তারা 'হাইসিয়ান' নাম দিয়েছেন, 'হাইড্রোজেন' এবং 'ওসিয়ান' শব্দ দুটি মিলিয়ে।

বদলের কান্ডারি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

২০২১ সালে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এর মাধ্যমে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের রসায়ন বিশ্লেষণ করা হয়। এতে পাওয়া যায় ডিএমএস ছাড়াও ডাইমিথাইল ডাইসালফাইড নামের একটি একই ধরনের উপাদান। বিজ্ঞানীরা শুরুতে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে এই সংকেত সত্যি হতে পারে। বহুবার যাচাইয়ের পরও সংকেত মুছে যায়নি।

তবু থাকে প্রশ্ন

তবে সব গবেষকই একমত নন। কেউ কেউ বলছেন, কে২-১৮বি হয়তো একটি বিশাল পাথুরে গ্রহ, যার গায়ে রয়েছে উত্তপ্ত ম্যাগমার সমুদ্র এবং একটি পুরু হাইড্রোজেন বায়ুমণ্ডল—যা জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এছাড়া ল্যাবরেটরিতে হাইসিয়ান পরিবেশ তৈরি করে সেখানে ডিএমএস-এর আচরণ কেমন হয়, সেটিও পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

তবে এখনই 'পেয়েছি পেয়েছি, ভিনগ্রহের প্রাণী!' বলে চিৎকার করছেন না কেউ। বরং ধৈর্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ চলছে। 'এটা শুধু একটা ইঙ্গিত, নিশ্চিত প্রমাণ নয়', বলছেন জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যানেটারি বিজ্ঞানী স্টিফেন শ্মিড।

বিজ্ঞানীদের আশা ও দুশ্চিন্তা

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা'র আগামী দিনের গবেষণা অনেকটাই নির্ভর করছে বাজেট বরাদ্দের ওপর। আমেরিকান রাজনীতির হস্তক্ষেপে যদি মহাকাশ গবেষণার অর্থ বন্ধ হয়ে যায়, তবে এই সন্ধান থেমে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন একাধিক বিজ্ঞানী।

কে এই নিক্কু মধুসূদন

নিক্কু মধুসূদন বর্তমানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমির অধ্যাপক এবং 'হাইসিয়ান টিম'-এর মুখ্য গবেষক। তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র হল বহির্জাগতিক গ্রহ (এক্সোপ্ল্যানেট)—বিশেষ করে তাদের গঠন, বায়ুমণ্ডল, জীবনের উপযোগিতা এবং সম্ভাব্য প্রাণচিহ্ন (বায়োসিগনেচার) অনুসন্ধান।

মধুসূদনের জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা ভারতে। তিনি বারাণসীর আইআইটি (বিএইচইউ) থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক (বিটেক) শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেন মার্কিন মুলুকে। বিখ্যাত এমআইটি থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি করেন, যেখানে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রহবিজ্ঞানী সারা সিগার। তাঁর ২০০৯ সালের ডক্টরাল থিসিস ছিল বহির্জাগতিক গ্রহের বায়ুমণ্ডলের বিশ্লেষণভিত্তিক। এবিষয়ে তিনি এখন অন্যতম পথিকৃৎ গবেষকও বটে। সাম্প্রতিক আবিষ্কার নিয়ে তিনি বলেন, 'এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধান, তবে এখনই বলা যাচ্ছে না যে সেখানে প্রাণ রয়েছে।'

বিয়ে করলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়ে!

দিল্লি কা লাড্ডু...

বিশ্বাস করবেন কি যদি বলি, চিরকুমার থাকলে কিংবা সাতপাকে বাঁধা পড়ার পর বিয়ে ভাঙলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমতে পারে? ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির নেতৃত্বে একটি নতুন গবেষণা এমনই চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছে। এই গবেষণা বলছে, যারা বিয়ে করেনি, তাদের ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আশ্চর্যজনকভাবে এর আগের একটি গবেষণা ঠিক উলটো কথা বলেছিল! ২০১৯ সালে আমেরিকায় করা এক গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতদের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কম। সাধারণত মনে করা হয়, বিবাহিত মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। তাদের হৃদরোগ বা স্ট্রোকের ঝুঁকি হয় এবং বেশি দিন বাঁচে। তাহলে নতুন গবেষণায় কেন এমন ফলাফল এল? আসুন, বিষয়টি একটু খোলাসা করি।

গবেষণায় কী পাওয়া গেল

গবেষকরা ২৪,০০০ আমেরিকান নাগরিকের তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন, গবেষণার শুরুতে যাঁদের ডিমেনশিয়া ছিল না। তাঁদের ১৮ বছর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষকরা চারটি দলের মধ্যে ডিমেনশিয়ার হার তুলনা করেছেন: বিবাহিত, বিবাহবিচ্ছিন্ন, বিধবা/বিপত্নীক এবং যাঁরা কখনও বিয়ে করেননি।

প্রথমে মনে হয়েছিল, বিবাহিতদের তুলনায় বাকি তিন দলের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কম। কিন্তু ধূমপান, বিষণ্ণতার মতো অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করার পর দেখা গেল, শুধু বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং যাঁরা বিয়ে করেননি, তাঁদের ঝুঁকি কম। বিধবা/বিপত্নীকদের ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক ফল মেলেনি।

ডিমেনশিয়ার ধরনের ওপরেও ফলাফল ভিন্ন ছিল। যেমন, অবিবাহিতদের আলঝাইমার্স রোগে (ডিমেনশিয়ার সবচেয়ে সাধারণ ধরন) আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম, কিন্তু ভাসকুলার ডিমেনশিয়ার (যা তুলনায় কম দেখা যায়) ক্ষেত্রে এমন কোনও পার্থক্য পাওয়া যায়নি।

এছাড়া বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং অবিবাহিতদের মৃদু জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা (মাইল্ড কগনিটিভ ইমপেয়ারমেন্ট) থেকে পুরোদস্তুর ডিমেনশিয়ায় রূপান্তরের সম্ভাবনা কম। যাঁরা গবেষণার সময় বিধবা বা বিপত্নীক হয়েছেন, তাঁদেরও ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কিছুটা কম ছিল।

কেন এমন ফলাফল

এই অপ্রত্যাশিত ফলাফলের একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, বিবাহিতদের সঙ্গী তাড়াতাড়ি তাঁদের স্মৃতিশক্তির সমস্যা লক্ষ্য করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ফলে বিবাহিতদের মধ্যে ডিমেনশিয়া বেশি ধরা পড়ে, যদিও প্রকৃত ঝুঁকি বেশি নাও হতে পারে। এটাকে বলে 'অ্যাসারটেইনমেন্ট বায়াস', অর্থাৎ তথ্যের এমন বিকৃতি, যেখানে কিছু মানুষের রোগ বেশি ধরা পড়ে। তবে এই তত্ত্বের পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কারণ ডিমেনশিয়ার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই ডাক্তারের কাছে ছুটতেন গবেষণার সব অংশগ্রহণকারী।

আরেকটি সম্ভাবনা হল, গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনা (ন্যাশনাল আলঝাইমার্স কো-অর্ডিনেটিং সেন্টার থেকে প্রাপ্ত) পুরো জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে। এই নমুনায় জাতিগত এবং আর্থিক বৈচিত্র্য কম ছিল এবং ৬৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ছিলেন বিবাহিত। ফলে এই ফলাফল সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

তবে সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল, বিয়ে, বিচ্ছেদ বা অবিবাহিত থাকার মতো সম্পর্কের গতিশীলতা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের ওপর খুব জটিল প্রভাব ফেলে। আগের ধারণা যে বিবাহিতরা ডিমেনশিয়া থেকে বেশি সুরক্ষিত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন ও বিধবা হওয়া খুব চাপের এবং আলঝাইমার্সের কারণ হতে পারে, তা সবসময় ঠিক নাও হতে পারে।

সম্পর্কের জটিলতা

এই গবেষণার সারমর্ম এটাই যে, সম্পর্কের ব্যাপারগুলি জটিল। শুধু বিয়ে হয়েছে না হয়নি, তা দিয়ে সব কিছু বোঝা যায় না। কারও দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল কি না, বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসর পর মানসিক অবস্থা কেমন, সমাজ বা সংস্কৃতির প্রভাব, কিংবা একা থাকা মানুষটা কতটা মিশুকে—এসব মিলিয়ে এই ভিন্ন ভিন্ন ফলাফলগুলি বোঝা যেতে পারে।

তবে এই গবেষণা আমাদের চিরাচরিত ধারণাকে নাড়া দেয় এবং মনে করিয়ে দেয়, ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি নির্ভর করে অনেক জটিল বিষয়ের ওপর। ভবিষ্যতে আরও গবেষণা এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে।

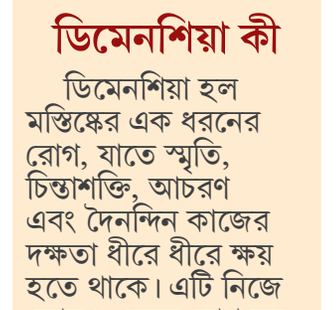

ডিমেনশিয়া কী

ডিমেনশিয়া হল মস্তিষ্কের এক ধরনের রোগ, যাতে স্মৃতি, চিন্তাশক্তি, আচরণ এবং দৈনন্দিন কাজের দক্ষতা ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। এটি নিজে কোনও একক রোগ নয়, বরং একগুচ্ছ উপসর্গের সমষ্টি, যার পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। অ্যালজাইমার্স রোগ ডিমেনশিয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণ। সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়।

মমতাশংকরের নাচের কর্মশালা বিধান মঞ্চে

সুকুমার বাড়ই

পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য আকাদেমির আয়োজনে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় ১৫ থেকে ১৭ জুন রায়গঞ্জের বিধান মঞ্চে হয়ে গেল তিনদিনব্যাপী জেলাস্তরে রবীন্দ্রনৃত্য কর্মশালা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন কর্মশালার মুখ্য প্রশিক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য আকাদেমির সভাপতি অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী পদ্মশ্রী মমতাশংকর, নৃত্য আকাদেমির সচিব সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী ও চারজন আমন্ত্রিত সহ প্রশিক্ষক।

শুভম চক্রবর্তী জানান, 'বিধান মঞ্চে একটি অডিশনের মাধ্যমে জেলার ৫০ জন শিক্ষানবীশ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনদিনের এই কর্মশালায় রবীন্দ্রনৃত্যের তালিম নেন শিক্ষার্থীরা। হাতেকলমে মমতাশংকরের থেকে নাচের খুঁটিনাটি শিখতে পেরে ভীষণ খুশি চন্দ্রিমা, নবনীতা, সায়নী, অরুন্ধতীরা।' মমতাশংকরের কথায়, 'শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে, আমি শুধু কিছু তত্ত্বগত দিক আর কিছু প্রায়োগিক দিকের পাশাপাশি প্রকাশের ভঙ্গিমা দেখিয়ে দিলাম। বোঝালাম অনুশীলনের গুরুত্ব।'

তাঁর আক্ষেপ, নৃত্যশিল্পী ভালো থাকলেও নাচের মান কমছে দিনকে দিন। ১৭ জুন জেলার অগণিত নৃত্য অনুরাগীদের উপস্থিতিতে শেষ হল তিনদিনের এই রবীন্দ্রনৃত্য কর্মশালা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কর্মশালার ৫০ জন শিক্ষার্থীদের একত্রে রাবীন্দ্রিক উপস্থাপনা সকলের মন ছুঁয়েছে। শিক্ষানবিশদের হাতে শংসাপত্র ও স্মারক তুলে দিলেন মমতাশংকর।

'শ্রাবস্তী'র ছাদবাগানে নতুন করে রবির খোঁজ

কল্লোল মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ। এই নামের মধ্যেই রহস্য। কোন কাল থেকে তাঁর 'খোঁজ' শুরু করেছেন অনুগামীরা, কিন্তু শেষ হয় না। তাই তো রবিঠাকুরকে নতুন করে খুঁজতে অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোমের বাসভবন 'শ্রাবস্তী'র ছাদবাগান ভরে উঠেছিল রবীন্দ্র অনুরাগীদের ভিড়ে। 'শতবর্ষে রক্তকরবী' স্মরণে রেখে 'তোমায় নতুন করে পাব বলে' শীর্ষক আসরে মৃদু আলোয় রবিঠাকুরের নানা ছবির কোলাজে সেজে ওঠা মঞ্চসহ পুরো পরিবেশে মাদকতার ছোঁয়া। অনুষ্ঠানের বিষয় নির্বাচনে চমক দিয়েছিলেন উদ্যোক্তা স্বয়ং। সেদিনের সন্ধ্যার সূচনা হয় সুব্রত সোমের গানে। মানবী ঘোষের সুললিত কণ্ঠে 'হৃদয়ের একূল-ওকূল' এর সঙ্গে দেবরাজ ভৌমিকের নৃত্য, তনুশ্রী চক্রবর্তীর নিবেদন 'বড় বেদনার মতো', সুচিমিতা দাসের 'কে দিল আবার আঘাত' ছিল অনবদ্য।

বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রেখেছিলেন অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোম, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. দীপককুমার রায়, বাংলার বিভাগীয় প্রধান ড. দীপক বর্মন, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার বিভাগীয় প্রধান ড. সুনীমা ঘোষ, অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র প্রমুখ। রবীন্দ্র সাহিত্যে রবিবার, নষ্টনীড়, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা এবং রক্তকরবীর নির্বাচিত অংশের পাঠ্যাভিনয়ের সঙ্গে আরেক অন্য আলোয় ঘরে-বাইরের বিমলার মতো কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রগুলোকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার আলোচনা ও পাঠে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান। পাঠ্যাভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন সায়ন, পিয়াসা, মধুসূদন, অতসী, আর্দ্র, ইন্দ্রনীল, প্রিয়াঙ্কা, সৌরীশ, মধুমিতা, দেবব্রত ও বর্ণালি। সেদিনের অনুষ্ঠানে আশিসকুমার রায়কে নির্মলা সোম এবং অধ্যাপক সমরকুমার মিশ্রকে রেণু কর্মকার স্মৃতির সম্মাননা দেওয়া হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বইটই

গল্পের জাদুঘর

২৩ জন লেখকের ৪৩টি ভিন্নস্বাদের গল্প দিয়ে 'গল্পের জাদুঘর'টি সাজানো। সম্পাদনা করেছেন কৃষ্ণকালী মণ্ডল। রেনেসাঁ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন নচিকেতা মাহাতো। উৎসর্গ করা হয়েছে গল্পরসপিপাসু পাঠকদের। গৌড়বঙ্গের তিন জেলার গল্পকার ছাড়াও বাইরের বেশ কিছু গল্পকারদের গল্প স্থান পেয়েছে। বৈশালী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অনবদ্য প্রেম', কৃষ্ণকালী মণ্ডলের 'অভিমানী', গৌরীশংকর দাসের 'চরিত্রহীন', নিবারণ দাসের 'তাসের ঘর', যাদব চৌধুরীর 'মোহগল্প'-এ সময়ের স্বর খুঁজে পাওয়া যায়। বাকি গল্পকারদের গল্পও সহজ ভাষায় সামাজিক বিভিন্ন দিক তুলে ধরে লেখকসত্তার দায়বদ্ধতা পালন করা হয়েছে।

সপ্তদীপ

সমীররঞ্জন বিশ্বাসের একাঙ্ক নাটক সংকলন 'সপ্তদীপ' জনমানসের প্রতিবাদী-প্রতিরোধী কণ্ঠ হয়ে ওঠার মহার্ঘ আয়োজন। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার শক্তি নাটকের মূলাধার। সেই ভাবনা থেকেই সপ্তদীপের দীপ জ্বালানো। সংবেদন থেকে প্রকাশিত ৭২ পাতার এই একাঙ্ক নাটক সংকলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে যাঁদের আদর্শ-স্নেহ-ভালবাসায়-আশীর্বাদে লালিত-পালিত, তাঁদের। প্রচ্ছদ করেছেন সুমন্ত রায়। বাঞ্ছারামের শ্বশুরবাড়ি, খেজুরে কুটুম্ব, চেতনার উন্মেষ, অনুতপ্ত হৃদয়, করাল কারার অন্তরালে, উৎপাতের ধন চিৎপাতে, সতীর দেহত্যাগ লেখকের এই সাতটি নাটক স্থান পেয়েছে সংকলনে। লেখক তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোয় লেখা নাটকগুলিতে নান্দনিকতার পরিসরে মুখোশের আড়ালে থাকা আসল মুখগুলোকে চিনিয়ে দিয়েছেন। দিয়েছেন মূক মুখে ভাষা। নাটকগুলো হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের হাতিয়ার আর প্রতিরোধের ভাষা।

সংগীত সদনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রায়গঞ্জের সংস্কৃতি শিক্ষাচর্চার বর্ষীয়ান কেন্দ্র সংগীত সদনের আয়োজনে সম্প্রতি রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে হয়ে গেল জমজমাট বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী ও শিক্ষাবিদ শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভীমপলশ্রী রাগের ওপর খেয়াল পরিবেশনের পাশাপাশি শিবস্তোত্র ও বিভিন্ন তালের ওপর কথক নৃত্যের পরিবেশনা ছিল মনমুগ্ধকর। ধ্রুবজ্যোতি দাস এবং দিগন্ত কর্মকারের দ্বৈত তবলা-লহড়া ছিল অসাধারণ। সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এদিন সলিল সংগীতের পাশাপাশি নৃত্য পরিবেশন করেন শিক্ষার্থীরা। 'শতকণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত' ছিল এক অনবদ্য উপস্থাপনা।

এছাড়া এদিন রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রনৃত্য, উপশাস্ত্রীয় নৃত্য, ভজন পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সংগীত, বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার এবং ধ্রুপদি নৃত্যের নান্দনিক সমন্বয়ে জমে ওঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেতারে সহযোগিতা করেন আমন্ত্রিত শিল্পী চন্দ্রচূড় ভট্টাচার্য। সংগীত পরিচালনা করেন রুমেলি সিং কর্মকার এবং নৃত্য পরিচালনা করেন নবনীতা কর্মকার দাস। অনুষ্ঠানটি সামগ্রিক পরিচালনা করেন দীপেন্দু কর্মকার।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মহুয়ায় নেশাতুর দর্শক

রীতা বসু, সুজাতা মোহন্ত, সোমা বর্মন, সবাণী পাল আর চৈতালি রায়। পাঁচ নারীর উদ্যোগেই মালদায় গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক সংস্থা মহুয়া। মালদা শহরের বিপিনবিহারী টাউন হলে মহুয়ার গানের নেশায় মেতেছিল দর্শক। পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দেন আরও পাঁচ গায়ক প্লাবন ভট্টাচার্য, সীমন্ত বর্মন, পার্থপ্রতিম চাকি, কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ অধিকারী। সেদিনের সন্ধ্যায় এই দশজনের আধুনিক বাংলা ও হিন্দি প্রেমের গানে জমে ওঠে অনুষ্ঠান। জেলার কণ্ঠশিল্পী সুখময় মজুমদার, বাচিকশিল্পী অভিশ্যামল মুখোপাধ্যায় ও শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রীতা বসুর কণ্ঠে, 'আজিব দাস্তা হ্যায় ইয়ে...', সুজাতা মোহান্তের, 'তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল...' গানের সুরে আচ্ছন্ন হয় দর্শক।

নিজস্ব প্রতিনিধি

জাতীয় স্তরে সেরা রায়গঞ্জের নৃত্যশিল্পীরা

সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৭০ তম সর্বভারতীয় নৃত্য ও নাটক প্রতিযোগিতায় মাত করে দেয় রায়গঞ্জের ডান্স আকাদেমির শিল্পীরা। এই প্রতিযোগিতায় সেরার শিরোপা অর্জন করলেন রায়গঞ্জের উদয়পুরের বাসিন্দা রানা দেবনাথ। তিনি সিনিয়ার গ্রুপে ওয়েস্টার্ন ক্যাটাগোরিতে অংশ নিয়ে দলগত ও একক নৃত্য উভয়ক্ষেত্রেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। নাচ নিয়েই ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। ভবিষ্যতে এই নাচ নিয়েই এগিয়ে যেতে চান।

হিমাচলপ্রদেশের রাজধানী সিমলার কালীবাড়ি অডিটোরিয়ামে গায়ত্রী মঞ্চে বিভিন্ন আঙ্গিকের এই নৃত্য প্রতিযোগিতায় ১০ জুন বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। ২২টি রাজ্যের প্রায় ১১০০ প্রতিযোগী নৃত্যের বিভিন্ন ঘরানায় অংশ নেয়। ভরতনাট্যম, ক্ল্যাসিক্যাল, সেমি ক্ল্যাসিক্যাল, সৃজনশীল এবং আধুনিক নৃত্যে রায়গঞ্জ ডান্স আকাদেমির ঝুলিতে আসে ১৩টি পুরস্কার। ডান্স আকাদেমির কর্ণধার মৌসুমি পাল জানান, 'সংস্থার পক্ষ থেকে মোট ২২জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। দলগত নৃত্যে চারটিতে প্রথম এবং একক নৃত্যে নয়টিতে পুরস্কৃত হয় রায়গঞ্জ। এই স্বীকৃতি শিল্পীদের এগিয়ে যাওয়ার রসদ।'

নিজস্ব প্রতিনিধি

আন্তর্জাতিক মঞ্চে জয়ী রায়গঞ্জের সৃজা

কোনও কোনও শিল্পী জন্ম থেকেই প্রতিভা নিয়ে আসে। এমনই এক শিল্পী রায়গঞ্জের সৃজা মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি নৃত্যমহল ডান্স আকাদেমির উদ্যোগে মিরিকে আয়োজিত নৃত্য প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক শৈলরানি মহোৎসবে সকলের নজর কাড়ে সৃজা। মাত্র চারবছর বয়সেই সৃজা আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে ছিনিয়ে এনেছে রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুলনৃত্য এবং সৃজনশীল নৃত্যে তিনটি সম্মান। পাশাপাশি তাকে নৃত্যকলা সৃষ্টি সম্মান দেওয়া হয়। রায়গঞ্জের নৃত্যাঞ্জলির কর্ণধার সায়ন্তনী দত্তের কথায়, 'আড়াই বছর বয়স থেকেই সৃজার নাচে হাতেখড়ি। অসাধারণ প্রতিভা রয়েছে ওর।'

একইসঙ্গে সংস্থার শিক্ষিকা অস্মিতা অধিকারী জানান, 'সৃজা আলাদা প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে। ওর সাফল্যে আমরা রায়গঞ্জবাসী গর্বিত।'

নিজস্ব প্রতিনিধি

রবি থেকে শনি
ইভনিং শো

মালদা

- আজ বিকেল ৪টেয় সান্নিধ্য এবং সপ্তর্ষি প্রকাশনের উদ্যোগে মালদা উইমেন্স কলেজ প্রাঙ্গণে 'গদ্য পদ্য প্রবন্ধ কবিতা উৎসব'
- আগামী ২৬-২৯ জুন শুভঙ্কর শিশু উদ্যান বোটিং ময়দানে কৃষ্টির ২৭তম বর্ষা উৎসব হবে।

উত্তর দিনাজপুর

- রায়গঞ্জ, মারাইকুড়া ইন্দ্রমোহন বিদ্যাভবন প্রাঙ্গণে ২০-২২ জুন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় 'বাংলা মোদের গর্ব' শীর্ষক মেলা, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

যাঁরা ইভনিং শো বিভাগে নিজেদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর দিতে চান, তাঁরা আমন্ত্রণপত্র পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

সাহিত্য আসরে শতবর্ষের রক্তকরবী

রায়গঞ্জ পূর্বাশাপাড়ায় আয়োজিত কবিকথা উত্তর দিনাজপুরের ৫১ তম সাহিত্য আসরে আলোচ্য বিষয় রবি ঠাকুরের নাটক 'রক্তকরবী'র শতবর্ষ। কথামুখ পড়েন সংস্থার সম্পাদক যাদব চৌধুরী। তাঁর কথায় উঠে এল ১৯২৩ সালের মে মাসে শিলং-এ রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটক রচনায় হাত দেন এবং একমাসের মধ্যে এর প্রথম খসড়া সম্পূর্ণ করেন। পরবর্তীকালে এই নাটকের ১২টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি ছিল ইংরেজিতে 'রেড ওলিয়েন্ডারস', যা ১৯২৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে প্রবাসী পত্রিকায় রক্তকরবী প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে রক্তকরবী প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে।

বিষয়ভিত্তিক বক্তা ৯৩ বছরের বিশিষ্ট নাট্যকর্মী শিবশংকর সেনগুপ্ত নাটকের নানাদিক আলোচনার পাশাপাশি প্রধান চরিত্রগুলির কিছু সংলাপ অভিনয় করে দর্শকদের সাবাসী কুড়োলেন। এই বয়সেও স্মৃতি তাঁকে বিমুখ করেনি। আলোচনায় প্রতীকী নাটকের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি আজকের দিনে এই নাটকের প্রাসঙ্গিকতার কথাও উঠে এল। স্বরচিত রচনা পাঠ করেন সভাপতি শুভব্রত লাহিড়ি, বাসুদেব ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী, খুশি সরকার, স্বপ্না লাহিড়ি, সুচিত্রা লাহিড়ি ভট্টাচার্য্য, রথীন দেব, সুমনা পাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন পার্থপ্রতিম বোস ও সঞ্চালক সুদেবকুমার রায়।

ময়ূরসাজে 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'

রায়গঞ্জ বিধানমঞ্চে সরস্বতী নৃত্য বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সরস্বতী, শিব এবং গণেশ বন্দনায় নান্দনিকতার ছোঁয়া মিলল। আধুনিক প্রযুক্তি এবং কোরিওগ্রাফির অপূর্ব সমন্বয় আলাদা মাত্রা এনে দেয়। তবে মূল অনুষ্ঠানে ছিল দুটি নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা এবং বিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রোডাকশন পুরুষোত্তম জগন্নাথ। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রণয়োপাখ্যান অবলম্বনে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যালেখ্য আজও সমানভাবে বাঙালির মননে ছবি হয়ে ভাসে।

দ্বিতীয় নৃত্যনাট্যে জগন্নাথদেবের আবির্ভাব থেকে তাঁর উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায় ফুটে ওঠে। ছোট ছোট নৃত্যশিল্পীদের ময়ূরের সাজে 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' নাচে রবিঠাকুরের গভীর প্রকৃতিপ্রেম ধরা পড়ে। অনুষ্ঠানে পরপর শাস্ত্রীয় নৃত্য কত্থক ও ওডিসি সহ লোক এবং সমসাময়িক নাচে অনুষ্ঠান জমে ওঠে। রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সামগ্রিক উপস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাড়ে চারঘণ্টার অনুষ্ঠানে মোট ২২টি উপস্থাপনা পরিবেশিত হয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সুনন্দ বসু এবং ঝুমা মিত্র।

নিজস্ব প্রতিনিধি

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

বৃষ্টিদিন, ঘরের যত্ন নিন

ক্যালেন্ডারে বর্ষাকাল। দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঝরতে পারে মুষলধারে বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টি সবারই কম-বেশি লাগলেও কাজ বেড়ে যায় গৃহিণীদের। কেননা বৃষ্টি বাড়তে শুরু করলে বাড়ির মধ্যে ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দেখা যায়। বৃষ্টির ফোঁটা ছাদ, দরজা, জানালা থেকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে অনেক সময় দেওয়াল বা সিলিং ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে থেকে যায়। তাই বৃষ্টির দিনে ঘরের জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্নের। আসুন জেনে নিই বৃষ্টির দিনে যেভাবে ঘরের যত্ন নেবেন।

ওয়াটার প্রুফিং বাড়ান

দেয়াল, বারান্দা ও ছাদের মধ্যে ফাটল দেখা দিলে তা চিহ্নিত করুন। স্থান ও ফাটলের আকার অনুযায়ী পলিইউরেথেন, সিমেন্ট, থার্মোপ্লাস্টিক বা পিভিসি

ওয়াটার প্রুফিং করিয়ে এই ফাটলের মেরামত করুন। দেয়াল জল টানতে শুরু করলে দুই কোটের ওয়াটার প্রুফিং ও সিলেন্ট স্প্রে করুন। এর ফলে বাড়ির ভিতরে বৃষ্টির জলের ফোঁটা আসবে না।

পাইপ ও নর্দমা পরিষ্কার

বাড়ির ভেতরের ও বাইরের বন্ধ নর্দমাতেও জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় আবার বর্ষাকালে নর্দমা ভরে যায়। এ কারণে ছাদ, বাথরুম ও সিঙ্কেও জল ওভারফ্লো হয়ে পড়ে। জল একত্রিত হওয়ায় এখান থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করে। পাইপে যাতে জল জমতে না-পারে, তার জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর এটি পরিষ্কার করা উচিত। এককাপ বেকিং সোডা, এককাপ টেবিল সল্ট ও এককাপ সাদা ভিনিগার মিশিয়ে বাড়ির পাইপে ঢেলে দিন। ১৫ মিনিটের জন্য এ ভাবেই ছেড়ে দিন। তারপর গরম জল ঢেলে দিলেই পাইপ ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

স্যাঁতসেঁতে স্থানটিকে জীবাণুমুক্ত করুন

স্যাঁতসেঁতে ও শ্যাওলা থাকলে মাছি ও পোকামাকড়ের বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে। রান্নাঘরের প্ল্যাটফর্ম, টেবিল, আলমারি, দেওয়াল, মেঝে ইত্যাদি স্থানকে ঘন ঘন জীবাণুমুক্ত করা উচিত। বাজারে নানান জীবাণুনাশক স্প্রে পাওয়া গেলেও বাড়িতেও এটি সহজে বানিয়ে ফেলা যায়। ২৫ শতাংশ ভিনিগারে ৭৫ শতাংশ জল মিশিয়ে একটি ঘোল তৈরি করে নিন। এরপর সুগন্ধের জন্য এসেনশিয়াল অয়েল মেশান। এই অর্গ্যানিক ডিসইনফেকট্যান্ট স্প্রে দিয়ে নিজের বাড়ির নানান অংশকে জীবাণু মুক্ত করুন।

দেওয়াল ময়েশ্চারাইজ যেন না হয়

দেওয়াল যাতে অতিরিক্ত আর্দ্র না-হয়ে পড়ে সে দিকে লক্ষ রাখুন। আবার দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কিচেন ক্যাবিনেট বা আলমারির কোণে বাথ সল্ট রাখুন। বাড়িতেও এটি তৈরি করতে পারেন। সি সল্টের মধ্যে ইপসম সল্ট ও বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। সুগন্ধের জন্য এতে কয়েক ফোটা এসেনশিয়াল অয়েল মেশাতে পারেন।

ভারী কার্পেট ও পর্দা নয়

অধিক বর্ষণে ভারী পাপোশ, কার্পেট ও পর্দা সহজে খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই এগুলিকে যত্ন করে রেখে দিন। এতে যাতে ফাঙ্গাস না ধরে তার জন্য পলিথিনে মুড়িয়ে রাখতে হবে।

বৃষ্টির জল ভিতরে আসতে দেবেন না।

দরজা ও জানালার মাধ্যমে ঘরে জলের ফোঁটা আসতে পারে। এই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে হলে নানান রঙের ছাতা বা শেড লাগাতে পারেন। এটি দেখতে যেমন সুন্দর লাগবে, তেমনই বৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে। এ ছাড়া এসি ওপেনিং, স্কাইলাইট ও ভেন্টসে ফাটল থাকলে তা যাচাই করে নিন।

কাঁচা জিনিস যেন খারাপ না হয়

কাঁচা খাদ্য সামগ্রী বৃষ্টির সময় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য যেখানে খাদ্য সামগ্রী রাখেন, তা যেন উন্মুক্ত হয় এবং ভালোভাবে বাতাস চলাচল করে। এই খাদ্য বস্তুগুলিকে পলিথিনে না-রেখে এয়ারটাইট কনটেইনার বা কাচের জারে রাখুন। কীট-পতঙ্গ দূর করার জন্য বাড়িতে তৈরি জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন। আর্দ্রতা ও জীবাণু থেকে মুক্তির জন্য আলমারি, কিচেন ক্যাবিনেটে কর্পূর, ন্যাপথলিন বল, সিলিকা জেলের পাউচ রাখা যায়। রান্নাঘরে লবঙ্গ ও নিমপাতা রাখলেও জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না।

ইলেক্ট্রিক ব্যবস্থা যেন নিরাপদ হয়

বাড়ির ইলেক্ট্রিক আউটলেট যেমন তার, লাইট, ডোরবেল ও অ্যালার্মকে ভালোভাবে সিল করে দিন, যাতে বাড়িতে শক-ফ্রি কানেকশান থাকে। ইলেক্ট্রিশিয়ানকে ডেকে বাড়ির সমস্ত ইলেক্ট্রিক কানেকশান পরীক্ষা করিয়ে দেখে নিন। খোলা তার বা ঢিলে কানেকশান থাকলে তা ঠিক করে নিন। জেনারেটর রুম, ইনভার্টার ইউনিট, এমসিবি ইত্যাদি জল টানছে কিনা, তা-ও যাচাই করিয়ে নিন।

কাঠের মেঝে বা সামগ্রী সুরক্ষিত রাখুন

বর্ষাকালে কাঠ, বাঁশ, বেত, কাঠের ফার্নিচার, স্টোরেজ ইউনিট, দেওয়ালের প্যানেল ও কাঠের জিনিসের ভালোভাবে যত্ন নিতে হবে। শুকনো কাপড় দিয়ে এগুলি পরিষ্কার করুন। আর্দ্রতার কারণে কাঠ ফুলে যেতে পারে। কাঠের আসবাব বা সামগ্রীর ওপর বার্নিশ পেন্ট করাতে পারেন।

প্লাস্টিকের চেয়ে কাঠের চিরুনি ভালো?

চুল আঁচড়াতে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করেন অনেকে। মিশর, চিন, জাপানসহ বেশ কিছু প্রাচীন সভ্যতায় কাঠের চিরুনি ব্যবহার ছিল। এখন অনেক অনলাইন উদ্যোক্তা কাজ করছেন কাঠের চিরুনি নিয়ে। প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ থেকেই কাঠের চিরুনি বেছে নিচ্ছেন অনেকে।

বিশেষজ্ঞের মতে, 'চুলের ধরন অনুযায়ী চিরুনি নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সঠিক চিরুনি ব্যবহার না করলে চুল ও মাথার ত্বকে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কাঠের চিরুনির দাঁতের তীক্ষ্ণতা সাধারণত প্লাস্টিকের চিরুনির তুলনায় অনেকটাই কম হয়ে থাকে। ফলে কাঠের চিরুনি ব্যবহারে মাথার ত্বকে ক্ষত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পায়। বিশেষ করে যাঁদের মাথার ত্বক সংবেদনশীল, তাঁদের জন্য কাঠের চিরুনি ব্যবহার অনেক বেশি উপকারী।'

প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহারের ফলে চিরুনিতে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; যা দিয়ে চুল আঁচড়ালে অনেক সময় চুল রুক্ষ হতে পারে। কাঠের চিরুনি স্থির বিদ্যুৎ তৈরি করে না, তাই চুল দেখতেও রুক্ষ মনে হয় না। তাই কাঠের চিরুনিই ভালো।

চুলের সঠিক যত্নে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করার বেশ কিছু উপকারিতার কথা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল, যেগুলি মেনে চললে সুফল পাবেন।

ভোঁতাই ভালো

কাঠের চিরুনির ভোঁতা ও মসৃণ দাঁত মাথার ত্বকে হালকাভাবে ম্যাসাজের অনুভূতি দেয়, যা মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্পে রক্তপ্রবাহ বাড়ায় এবং চুলের গোড়ায় অক্সিজেন পৌঁছাতে সাহায্য করে। এতে চুল দ্রুত বেড়ে ওঠে ও মাথায় খুশকি থাকলে তা কমে যায়।

চুলে ক্ষতির আশঙ্কা কমে

প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহারের ফলে চিরুনিতে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; যা দিয়ে চুল আঁচড়ালে অনেক সময় চুল রুক্ষ হতে পারে। কাঠের চিরুনি স্থির বিদ্যুৎ তৈরি করে না, তাই চুল দেখতেও রুক্ষ মনে হয় না।

সহজে জট ছাড়ানো যায় ও চুলের ভেঙে পড়া কমে।

কাঠের চিরুনি দিয়ে খুব সহজে মসৃণভাবে চুল আঁচড়ানো যায়, ফলে ঘর্ষণ কম হয়। চুল ভেঙে পড়া ও চুলের ডগা ফাটার আশঙ্কাও কমে যায়। লম্বা ও ঘন চুলের জন্য প্রশস্ত দাঁতের কাঠের চিরুনি ব্যবহার করা ভালো।

প্রাকৃতিক তেলের সুষম বণ্টন

আমাদের মাথার ত্বক থেকে প্রাকৃতিকভাবেই একধরনের তেল (সিরাম) নিঃসৃত হয়।

কাঠের চিরুনি সিরামকে চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। এতে চুল উজ্জ্বল দেখায় এবং অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব কমে যায়।

কাঠের চিরুনি প্লাস্টিকের তুলনায় পরিবেশবান্ধব ও টেকসই হওয়ায় এটি পরিবেশের জন্যও ভালো।

নিম কাঠের চিরুনির ব্যবহার খুশকি ও মাথার ত্বকের জ্বালা-যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া চুল আঁচড়াতে এখন অনেকেই চন্দন কাঠের চিরুনিও বেছে নিচ্ছেন।

সেলুকাসও চাল-ডালের খিচুড়ি খেয়েছিলেন?

বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে কমবেশি সবাই ভালোবাসেন। চাল-ডালে ফুটিয়ে খিচুড়ি সহজেই রান্না করা যায়। আর তাই বৃষ্টি দেখলেই খিচুড়ি বসে রান্নাঘরে। এটি একই সঙ্গে যেমন পেট ভরায়, তেমনই সুস্বাদুও। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি— বৃষ্টির দিনেই কেন খিচুড়ি খাওয়া হয়? কোথা থেকে এল এই নিয়ম? চলুন জেনে নেওয়া যাক সে গল্প।

শোনা যায়, ১২০০-১৮০০ সালের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে বাংলায় খিচুড়ির আবির্ভাব। মনসামঙ্গল কাব্যে স্বয়ং শিব যে খাবারটির আবদার পার্বতীর কাছে করেছিলেন, তা হল খিচুড়ি।

তবে জনপ্রিয় ধারণা হল, খিচুড়ি খাওয়া শুরু নাকি বাউলদের হাতে। এটি নাকি প্রধানত ছিল তাদের খাবার। এই ছন্নছাড়া মানুষ পথে-ঘাটে গান করতেন, আর দক্ষিণা হিসাবে পেতেন চাল-ডাল। তারা চাল ডাল একত্রে মিলিয়ে খুব দ্রুত ও ঝামেলা বিহীনভাবে রেঁধে ফেলতেন এবং খেতেন। পরে এই খাবারের নাম হয় খিচুড়ি। কিন্তু এটি ছিল তাদের রোজকার খাবার।

তবে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে আলাদা আলাদা করে খিচুড়ির উল্লেখ আছে। যেমন, সেলুকাস উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় উপমহাদেশে চাল-ডাল মেশানো পদের কথা। আল বেরুনিও খিচুড়ির প্রসঙ্গ তুলেছেন তার লেখায়। মরক্কোর পর্যটক ইবন বতুতা খিচুড়ি বানানোর ক্ষেত্রে মুগডালের কথাও বলেছেন। চাণক্যের লেখায় চন্দ্রগুপ্তের সময়কালে এর উল্লেখ মেলে।

মোঘল আমলের আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরীতে নানা ধরনের খিচুড়ি তৈরির কথা বলেছেন। শোনা যায়, খিচুড়ির প্রতি ভালোবাসা ছিল জাহাঙ্গিরেরও। তাতে পেস্তা ও কিসমিসও নাকি মেশানো হত। আর তার নাম রাখা হয়েছিল 'লাজিজাঁ'। শোনা যায়, ভিক্টোরিয়ান যুগে খিচুড়ি নাকি ইংল্যান্ডের হেঁসেলেও ঢুকে পড়েছিল।

বর্ষার দিনে খিচুড়ি খাওয়ার সঙ্গে নাকি রয়েছে অন্য কাহিনি। গ্রামাঞ্চলে বর্ষার সময় চারপাশ জলে ভরে যেত। জল-কাদা পেরিয়ে দূরের বাজারে যাওয়া ছিল কষ্টকর। বাজার যেহেতু করা সম্ভব হত না, তাই ঘরে থাকা উপাদান দিয়েই, মানে চাল আর ডাল দিয়েই সহজে কিছু রেঁধে ফেলতেন গৃহিণীরা।

ভেগান ডায়েটে ফিট জেনেলিয়া

২০২৩। বড়পর্দায় দেখা গিয়েছিল বলিউডের মিষ্টি মেয়ে জেনেলিয়া ডি সুজাকে। আমির খানের ছবি সিতারে জমিন পরে অভিনয়ে রয়েছেন তিনি। এই বলিউড তারকার বয়স ৩৭ পার হলেও দেখে বোঝার জো নেই। একেবারে আগের মতোই ফিটনেস ধরে রেখেছেন 'জানে তু ইয়া জানে না'র সেই কলেজের মেয়েটি। কীভাবে নিজের ত্বকের তারুণ্য বজায় রাখেন জেনেলিয়া?

জেনেলিয়া জানান, ২০১৭ সাল থেকে নিজের খাদ্যাভ্যাসে বড়সড় বদল এনেছেন। প্রথমে নিরামিষাশী হয়েছিলেন, তারপর ধীরে ধীরে দুধ থেকে তৈরি খাবার বাদ দিয়ে পুরোপুরি ভেগান ডায়েটের দিকে ঝোঁকেন তিনি। কেবল স্বাস্থ্যের জন্য নয়, বরং তিনি কী খাচ্ছেন সে সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথমে এই বদল সহজ ছিল না, কারণ প্রতিটি খাবারের বিকল্প হিসেবে ভেগান খাদ্যতালিকা থেকে খাবার বের করা খুবই কঠিন। তবে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে ফেলেছেন জেনেলিয়া।

জেনেলিয়া মনে করেন, 'মাইন্ডফুল ইটিং' খুব জরুরি। অর্থাৎ খাওয়ার সময়ে সেই মুহূর্তের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, সেই মুহূর্তে উপস্থিত থাকা এবং কী খাচ্ছেন, সেটিকে মন ভরে দেখা।

পুষ্টির ভারসাম্য বজায় রাখতে মাসিক ডায়েট পরিকল্পনা করা থাকে এই তারকার। অর্থাৎ মাসে মাসে অল্প করে বদলাতে থাকেন ডায়েট। যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন তিনি গ্রহণ করেন রোজ। জেনেলিয়া জানান, অনেকেই মনে করেন এই ধরনের খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত প্রোটিন মেলে না। কিন্তু সেটি ভুল।

জেনেলিয়ার আরও বলেন, 'ভেগান ডায়েট করে আমি ১০০ কেজি ওজন তুলেছি। তাই এ সব ভ্রান্ত ধারণা। এছাড়া পর্যাপ্ত জল পান করেন এই তারকা। ভোলেন না নিয়মিত ব্যায়াম করতেও। আপনিও কি ভেগানের দিকে ঝুঁকবেন?

'হোয়াইট নয়েজ', বৃষ্টির শব্দেও ঘুম আসে!

বৃষ্টি মানেই আলসেমি কিংবা ঘরে বসে কাটানোর মতো কিছু চাওয়া। বৃষ্টি দেখলে অনেকেরই ঘুম ঘুম লাগে বা ঘুমিয়ে পড়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। এর পেছনে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত কারণ রয়েছে।

চলুন জেনে নেওয়া যাক।

শব্দ ও ছন্দ: বৃষ্টির শব্দকে 'হোয়াইট নয়েজ' বলা হয়, যা নিয়মিত এবং মৃদু। এই শব্দ মস্তিষ্ককে প্রশান্ত করে ও অন্যান্য বিরক্তিকর শব্দ ঢেকে দেয়। ফলে মন ও শরীর শিথিল হয় এবং ঘুমানোর অনুভূতি আসে।

কম আলো: বৃষ্টির দিনে সূর্যালোক কম থাকে। অন্ধকার বা মেঘলা পরিবেশে শরীরে মেলাটোনিন হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়, যা ঘুমের জন্য দায়ী। তাই মন ক্লান্ত ও ঘুমন্ত মনে হয়।

বৃষ্টির সময় আবহাওয়া ঠান্ডা হয়, যা শরীরের 'রেস্ট মোড' সক্রিয় করে। অন্ধকার বা মেঘলা পরিবেশে শরীরে মেলাটোনিন হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়, যা ঘুমের জন্য দায়ী। তাই মন ক্লান্ত ও ঘুমন্ত মনে হয়। সেইসঙ্গে বৃষ্টির মিষ্টি-মধুর শব্দও ঘুমের কারণ।

তাপমাত্রার পরিবর্তন: বৃষ্টির সময় আবহাওয়া ঠান্ডা হয়, যা শরীরের 'রেস্ট মোড' সক্রিয় করে। আমাদের দেহ ঠান্ডা পরিবেশে ঘুমাতে বেশি আরাম পায়।

মানসিক প্রশান্তি ও অলসতা: বৃষ্টির দিনে অনেকেই বাইরে বের হন না, কাজ কম থাকে, তাই মন ও শরীর দুটোই অলস হয়ে পড়ে। এতে ঘুম আসার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়ে।

বৃষ্টির দিনের ঠান্ডা, নরম আলো, শান্ত শব্দ ও অলস পরিবেশ-- সবমিলিয়ে ঘুমের আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। এটাই ঘন ঘন হাই তোলা বা হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার প্রধান কারণ।

তাহলে জানলেন তো, বৃষ্টির দিনগুলোতে কেন এত ঘুম পায়! কেন এত হাই ওঠে! আপনিও বোধহয় হাই তুললেন!

ছোট্ট তারা

রায়গঞ্জের অনীকা সাহা নাচের প্রতি ভীষণ আগ্রহী। ইতিমধ্যে তার ঝুলিতে ঢুকেছে একাধিক পুরস্কার। বড় হয়ে নৃত্যশিল্পী হতে চায় সে।

বৃষ্টিতেও দায়িত্বে অচল। বালুরঘাট শহরে শুক্রবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

চালু হয়নি সাঁওতালি বিভাগ

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের ডাক

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২০ জুন : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ চালুর দাবিতে ফের সরব হয়েছেন ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার সংগঠনের তরফে এক প্রতিনিধিদল উপাচার্য দীপককুমার রায়ের সঙ্গে দেখা করে এই ইস্যুতে ডেপুটেশন দেয়। ২৬ জুন তাঁরা মিছিল করে এসে মাস পিটিশনের মাধ্যমে দাবিপত্র তুলে ধরবেন।

২০২২ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ চালুর দাবি করে আসছেন আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা। ওই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গ জোনের প্রথম বার্ষিক সভায় এই দাবি উঠেছিল। তারপরই তৎকালীন উপাচার্য সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য পৃথক বিভাগ চালুর কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেসময় সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স চালুর পাশাপাশি সাঁওতালি ভাষায় পৃথক বিভাগ চালুর কথাও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তারপর তিন বছর কেটে গেলেও এখনও অবধি কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি। এই বিষয়ে আদিবাসী নেতা বৈদ্যনাথ টুডু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, '২০২২ সালের পর থেকে এই নিয়ে কোনও সাড়াশব্দ নেই।'

আন্দোলন শুরু হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি লেখা আরম্ভ করেছে। বৃহস্পতিবার সংগঠনের স্মারকলিপি পাওয়ার পর সেদিন বিকেলেই রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সাঁওতালি ভাষায় পাঠক্রম চালুর ছাড়পত্রের জন্য আবেদন জানান। অতীতে বহুবার জেলা শিক্ষা দপ্তরেও বিষয়টি নিয়ে আবেদন করা হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে গত ২৭ মে ও ১৩ জুন উত্তর দিনাজপুর জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে স্নাতক স্তরে সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠন চালুর অনুরোধ জানিয়ে চিঠি করেন। আদিবাসী সোশিও এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একই দাবিতে জেলা শাসকের কাছেও আবেদন জানানো হয়েছিল। ভারত জাকাত সংগঠনের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিটের সদস্যরা গত ৯ জুন উপাচার্যের সঙ্গে দেখা সাঁওতালি ভাষার কোর্স চালুর দাবি জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া মুলুক মুর্মু, বাহামণি হাঁসদা সহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, আদিবাসী অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধি বিপ্লব হাঁসদা জানিয়েছেন, আগামী ২৬ জুন তাঁরা রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত র‍্যালির মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানাবেন। এরপর মাস পিটিশন দেবেন উপাচার্যকে। এবিষয়ে উপাচার্য বলেন, 'কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স চালু করতে হলে ইসি এবং সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে সদর্থক ভূমিকা পালন করবে।'

শুধুই ঘোষণা

- ২০২২ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ চালুর দাবি করে আসছেন আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা
- ওই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গ জোনের প্রথম বার্ষিক সভায় এই দাবি উঠেছিল।
- তৎকালীন উপাচার্য সাঁওতালি বিভাগ চালুর কথা ঘোষণা করেছিলেন

- সেসময় সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স চালুর পাশাপাশি সাঁওতালি ভাষায় পৃথক বিভাগ চালুর কথাও বলা হয়
- কিন্তু তারপর তিন বছর কেটে গেলেও এখনও অবধি কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি

মালদায় যত্রতত্র আবর্জনা

ফ্লেক্সে দিনবদলের বার্তা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২০ জুন : আবর্জনার ভ্যাটে হাতের প্লাস্টিকটি ছুড়ে দিতে গিয়ে থমকে যেতে দেখা গেল এক মহিলাকে। তারপর অনেকটা মাথা নীচু অবস্থায় তিনি ফিরে গেলেন ফিরতি পথে। কৌতূহলে ভ্যাটের সামনে এগিয়ে যেতেই চোখের সামনে একটি ফ্লেক্স ঝুলতে গেখা গেল। তাতে লেখা, 'আমরা সজাগ এবং ভদ্র বাসিন্দা'। হঠাৎ কেন এমন লেখা? খোঁজ নিতেই আসল রহস্য উন্মোচন।

পুরসভার তরফে বাড়ি বাড়ি থেকে প্রত্যেকদিন আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এরপরেও কিছু অসচেতন মানুষ রাস্তার পাশে থাকা ভ্যাটে বাড়ির ব্যবহৃত জিনিস ফেলে দিয়ে যান অসময়ে। ফলে ভ্যাট উপচে প্রত্যেকদিনই আবর্জনা রাস্তায় গড়াগড়ি খায়। এমন পরিবেশে নাকে রুমাল দিয়ে চলতে হয় পথচলতি মানুষকে। প্রশ্নের মুখেও পুর পরিষেবা। তাই 'বেড়ালের গলায় ঘণ্টা' বাঁধতে এমন ফ্লেক্সের প্রচেষ্টা। শুধু তাই নয়, নজরদারির জন্য চলছে সিসিটিভিতে চোখ রাখা। এমন অভিনব উদ্যোগ ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার নিবেদিতা কুণ্ডুর। কিন্তু কেন হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি? নিবেদিতা বলছেন, 'ওই অস্থায়ী ভাগাড়ের জন্য এলাকার মানুষের চরম সমস্যা হচ্ছিল। তাই ডাস্টবিনটা পুরোপুরিভাবে তুলে দিতে পুরসভার দ্বারস্থ হয়েছিলাম। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। এখন থেকে কেউ আবর্জনা ফেললে জরিমানা করা হবে। আমরা চারটি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারিও চালাচ্ছি।'

কাউন্সিলারের এমন সিদ্ধান্তকে অনেকেই মাস্টারস্ট্রোক হিসেবে দেখছেন। 'ময়লা ফেললে জরিমানা', 'নিজ দায়িত্ব ফেলবেন' –এমন অনেক শব্দগুচ্ছ রয়েছে। কিন্তু 'আমরা সজাগ এবং ভদ্র বাসিন্দা', মানুষের বিবেককে নাকি জাগ্রত করে দিয়েছে, বলছেন স্থানীয়রাই। যেমন অমৃত সাহা বললেন, 'দীর্ঘদিন চলতে থাকা সমস্যার সমাধান হয়তো হল একটি ফ্লেক্সে।'

সমাধানের রাস্তা যে বেরিয়েছে, তা এখন পিঁয়াজি মোড় থেকে রামকৃষ্ণপল্লির সংযোগকারী রাস্তায় চোখ পড়লেই বোঝা যায়। ঝাঁ চকচকে বলা না গেলেও, পরিচ্ছন্নতা কিন্তু ফিরে পেয়েছে পুরসভার ১৭ এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডকে ভাগ করা ব্যস্ততম রাস্তাটি। এই রাস্তাতেই কাস্টমস, এনসিসি অফিস সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে পুরসভা নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ভ্যাট। স্কুল, কলেজ, অফিস টাইমে ওই পথ দিয়ে হাঁটাচলা করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকদিন আগেও। এমন পরিস্থিতিতে মানুষের আবেগকে 'খোঁচা' দিয়ে দিনবদলের বার্তা দিলেন কাউন্সিলার।

> ডাস্টবিনটা পুরোপুরিভাবে তুলে দিতে পুরসভার দ্বারস্থ হয়েছিলাম। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। এখন থেকে কেউ আবর্জনা ফেললে জরিমানা করা হবে। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারিও চালাচ্ছি।
>
> **নিবেদিতা কুণ্ডু**
> *কাউন্সিলার, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড*

এই জঞ্জাল সরাতেই লাগানো হয় ফ্লেক্স।

বালুরঘাটে শোভাযাত্রা

বালুরঘাট, ২০ জুন : মঙ্গলপুর রোমান ক্যাথোলিক খ্রিস্ট মণ্ডলী শহরের বিজেপি মোড়ে অবস্থিত মাদার টেরেজার মূর্তির সামনে থেকে মঙ্গলপুর আদিবাসীপাড়া পর্যন্ত শুক্রবার শোভাযাত্রার মাধ্যমে পবিত্র ক্রুশকে বরণ করেছে। যেখানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে শোভাযাত্রা উৎসবের রূপ নেয়। শোভাযাত্রায় মাহিনগর প্যারিস কাউন্সিলের আইটি প্রধান তথা খ্রিস্ট মণ্ডলীর প্রতিনিধি রজত হেমব্রম সহ একাধিক বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

সকলের শান্তি ও পরমেশ্বরের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্য সুদূর ইতালির রোম থেকে পবিত্র ক্রুশ বালুরঘাটে এসেছে বলে জানিয়েছেন খ্রিস্ট মণ্ডলী। বালুরঘাটে রোমান ক্যাথোলিক খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বী মানুষ এবছরটিকে আশার তীর্থযাত্রী জয়ন্তীবর্ষ হিসেবে উদযাপন করছেন।

সিপিএমের পথসভা

বালুরঘাট, ২০ জুন : ২০তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে বালুরঘাট পুর বাসস্ট্যান্ডের সামনে পথসভা করল সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মাইক হাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক দুর্নীতি নিয়ে সরব হয় উপস্থিত নেতৃত্ব। নতুন কর্মসংস্থান তৈরি, কাজের স্থায়ীকরণ, রাজ্যে শিল্পতালুক নির্মাণ সহ একাধিক দাবি তোলা হয়েছে।

পাশাপাশি, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ সহ সরকারের বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে মুখ খোলেন নেতা-কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের বালুরঘাট ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ধীরাজ বসু সহ অন্যরা।

ট্রাফিক ব্যারিয়ার

কালিয়াগঞ্জ, ২০ জুন : শহরে যানযট এবং পথ দুর্ঘটনা এড়াতেই ২৫টি ব্যারিয়ার ট্রাফিক বিভাগকে তুলে দিল কালিয়াগঞ্জ পুরসভা। শুক্রবার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা বলেন, 'কালিয়াগঞ্জ পুরসভার তহবিল থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ব্যারিয়ার তৈরি করা হয়েছে।' কালিয়াগঞ্জ থানার ট্রাফিক বিভাগের ওসি বিপুল দত্ত বলেন, 'পুরপ্রধান আরও ২৫টি ব্যারিয়ার দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।' দুর্ঘটনা রুখতে এই উদ্যোগে খুশি কালিয়াগঞ্জের জনসাধারণ।

চাপ কমাতে বিকল্প চুল্লি বসাবে পুরসভা

চকভবানী শ্মশান

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ জুন : শবদেহ দাহের চাপ কমাতে বালুরঘাট পুরসভা এবার বিকল্প চুল্লি বসানোর উদ্যোগ নিল। বালুরঘাট শহরের চকভবানী শ্মশানে অত্যাধুনিক মানের বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হল। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আর কয়েক মাস বাকি। পুরসভা তার আগে বিকল্প চুল্লি বসাতে তৎপর হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'খিদিরপুরে শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে চাপ বাড়ছে, তাই ভারসাম্য রক্ষা করতেই এবারে বালুরঘাট শহরের চকভবানী শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই চুল্লিটি অত্যাধুনিক মানের করে তোলা হবে।'

বালুরঘাটের খিদিরপুরের একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লিটি গত কয়েক বছর ধরে প্রায়ই খারাপ হয়ে পড়ছে। মৃতদেহ দাহ করতে শ্মশানযাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এই চুল্লির ওপর চাপ কমাতে পুরসভা এবারে বিকল্প চুল্লি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষ এজন্য যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। যে পরিমাণ শবদাহের চাপ রয়েছে, তাতে একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লিটি জোড়াতালি দিয়ে খুব বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। সেই কারণেই পাকাপাকিভাবে চকভবানী শ্মশানে চুল্লি বসাতে পুরসভা উদ্যোগী হয়েছে। আগামী বিধানসভা ভোটের আগেই সেই কাজ শেষ করতে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ওই টাকাতেই চকভবানী শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর কাজ শুরু করা হচ্ছে।

২০১৫ সালে বালুরঘাটের খিদিরপুর শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। প্রকল্পে ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকারও বেশি ব্যয় হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই দুটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে একটি চুল্লি খারাপ হতে থাকে বলেই স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। মাঝেমধ্যেই চুল্লি বিকল হয়ে পড়ে এবং তা মেরামত করে তুলতে অনেকটা সময় যায়। ফলে খোলা আকাশের নীচে মৃতদেহ পোড়াতে হয়। বালুরঘাটের খিদিরপুর শ্মশানে গড়ে প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০টি মৃতদেহ পোড়ানো হয়। শুধু বালুরঘাট শহর নয়, শহর লাগোয়া আশপাশের গ্রাম থেকেও এখানে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়। চাপ কমাতেই চকভবানী শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হল।

> খিদিরপুরে শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে চাপ বাড়ছে, তাই ভারসাম্য রক্ষা করতেই এবারে বালুরঘাট শহরের চকভবানী শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই চুল্লিটি অত্যাধুনিক মানের করে তোলা হবে।
>
> **অশোক মিত্র**
> *চেয়ারম্যান, বালুরঘাট পুরসভা*

টুকরো খবর

কমিশনকে চিঠি

রায়গঞ্জ, ২০ জুন : এসএসসি'র ফর্ম ফিলআপের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষমদের সঙ্গে জাতিগত ক্যাটিগোরি যুক্ত করার দাবি উঠল। এই দাবি জানিয়ে বিশ্ব বাংলা প্রতিবন্ধী সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির তরফে শুক্রবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে চিঠি দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক গৌড় সরকার বলেন, 'অনলাইন ফর্ম ফিলআপের ক্ষেত্রে ফর্মে যে কোনও একটি ক্যাটিগোরি বেছে নেওয়া যাচ্ছে। সেইক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষমরা তপশিলি জাতি বা উপজাতি একই সঙ্গে বেছে নিতে পারছেন না। এই সমস্যা যাতে দ্রুত মিটিয়ে প্রার্থীরা একাধিক শ্রেণি বেছে নেওয়ার সুযোগ পান, তার জন্যই চিঠি দিয়েছি।' কেন বিশেষভাবে সক্ষমদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে সংগঠনের সভাপতি বিজয় সরকারের প্রশ্ন। তাঁর বক্তব্য, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের মধ্যে যাঁদের যাঁদের জাতিগত সার্টিফিকেট রয়েছে, তাঁরা কেন প্রতিবন্ধী ক্যাটিগোরির সঙ্গে তার নিজস্ব জাতিগত ক্যাটিগোরি যুক্ত করতে পারবেন না? অবিলম্বে এসএসসি ফর্মের পদ্ধতিতে বদল আনুক।' সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ না করা হলে বড়সড়ো আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

নতুন ডিন

রায়গঞ্জ, ২০ জুন : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের নতুন ডিন হলেন অধ্যাপিকা রুমকি সরকার। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে কর্মরত রয়েছেন। এর আগে কলা বিভাগের ডিন ছিলেন অনিরুদ্ধ দাস। বৃহস্পতিবার রুমকির হাতে ডিনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞানের ডিন হিসেবে পূর্বতন ডিন অধ্যাপক অশোক দাসকেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

শিশুর মৃত্যু

মালদা, ২০ জুন : হবিবপুরের নকৈল এলাকায় বৃহস্পতিবার একটি শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। মৃতের নাম সিওন মুর্মু (৫)। পরিবার জানিয়েছে, ওই শিশুটি খেলতে খেলতে ভুল করে বাড়িতে থাকা কীটনাশক পান করে নেয়। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বুলবুলচণ্ডী হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। সেখানেই শিশুটির মৃত্যু হয়।

রংদার

বিপর্যয়

আহমেদাবাদের মারণ উড়ান থেকে পুনের সেতু দুর্ঘটনা বা সেই কবেকার মহেন-জো-দারো হরপ্পার ধ্বংস হওয়া, দুর্যোগ আমাদের জীবনে বহুদিন ধরেই। ফায়দা তুলতে বিপর্যয় নিয়ে বহু ব্যবসা হয়েছে। দুর্যোগ সত্ত্বেও তাকে অতিক্রম করতে রয়েছে আমাদের জীবনসংগ্রামও। এবারের প্রচ্ছদে বিপর্যয়।

প্রচ্ছদ কাহিনী সুতপা সাহা, দীপালোক ভট্টাচার্য ও তিতীর্ষা জোয়ারদার
ছোটগল্প অংশুমান কর ও সুমন মল্লিক
ট্রাভেল রগ শৌভিক রায়
কবিতাগুচ্ছ সুদেষ্ণা মৈত্র
কবিতা তৃষ্ণা বসাক, অজিত ত্রিবেদী, প্রবীর ঘোষ রায়, সিদ্ধার্থ সিংহ, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, মণিদীপা সান্যাল ও শান্তা চক্রবর্তী

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠান ভবন দাবি

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২০ জুন : বালুরঘাট পুরসভার অধীনে থাকা সাতটি অনুষ্ঠান ভবনকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করার দাবি উঠেছে।

এই ভবনগুলিতে শীতকালে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে সমস্যা হয় না। কিন্তু গরমের সময় শহরবাসীকে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ ভবনগুলিতে এসি লাগানো নেই। ফলে আয়োজক এবং আমন্ত্রিত সকলকে গরমের সময় খুবই দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বর্তমানে বালুরঘাটের সাহেব কাছারি এলাকায় পুরসভার পক্ষ থেকে তৈরি এরকম দুটি উৎসব ভবন রয়েছে। এছাড়াও চকভবানী এলাকায় অনন্যা অনুষ্ঠান ভবন রয়েছে। বাসস্ট্যান্ড চত্বরে সুবর্ণা ভবন রয়েছে। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে আনন্দ ভবন রয়েছে। দিশারি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় হরিভজন ভবন রয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার পাশে ক্ষণিকা নামের একটি অনুষ্ঠান ভবন রয়েছে। পুরসভার পাশে আরও একটি নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। সেই ভবনের কাজ এখনও শেষ হয়নি। পুরোনো সাতটি ভবনের একটিতেও শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই।

এবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ বলেন, 'পুরসভার পক্ষ থেকে একটি নতুন অনুষ্ঠান ভবন তৈরি হচ্ছে। নতুন ভবনটিতে এবং বালুরঘাট ট্যাক্সিস্ট্যান্ড চত্বরে থাকা ভবনটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। এছাড়াও সাহেব কাছারি এলাকার বড় উৎসব ভবনটিতে এসি বসানোর জন্য ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে।' বালুরঘাট শহরের বেশিরভাগ ওয়ার্ডেই কমিউনিটি হল রয়েছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ছোট অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করা হয়। তবে বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশন বা অন্য কোনও বড় ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুরসভার সাতটি ভবন রয়েছে। অধিকাংশ সময় বড় ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এই ভবনগুলি শহরবাসীর একমাত্র ভরসা। কারণ ভবনগুলির ভাড়া একদম ন্যূনতম। রক্ষণাবেক্ষণের খরচ হিসেবে খুব সামান্য ভাড়া নেওয়া হয়ে থাকে। বিয়ের সময় ভবনগুলি ভাড়া নেওয়ার জন্য লাইন পড়ে যায়।

বালুরঘাটের সাহেব কাছারি উৎসব ভবন। ছবি : মাজিদুর সরদার

> সাহেব কাছারি এলাকায় পুরসভার উৎসব ভবনে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। এসি না থাকার কারণে এই গরমে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই ধরনের অনুষ্ঠান ভবনগুলিতে পুরসভার এসির ব্যবস্থা করা উচিত।
>
> **মাধব মৈত্র**
> *স্থানীয় বাসিন্দা, বালুরঘাট*

বালুরঘাটের বাসিন্দা মাধব মৈত্র বলেন, 'কিছুদিন আগে সাহেব কাছারি এলাকায় অবস্থিত পুরসভার উৎসব ভবনে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে এসি না থাকার কারণে এই গরমে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই ধরনের অনুষ্ঠান ভবনগুলিতে পুরসভার এসির ব্যবস্থা করা উচিত।' এসি লাগালে ভবনগুলির ভাড়াও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মনে করেন।

দুই জান, দুই খান...

মুম্বইয়ে 'সিতারে জমিন পর'-এর বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে।

অনুপ্রবেশে যুক্ত দালাল ধৃত

আশ্রয়, কাজ দেওয়া থেকে নকল নথি বানানো, সবটাই প্যাকেজ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ জুন : প্রথমে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করানো, তারপর ভুয়ো পরিচয়পত্রের নথি তৈরি, সবমিলিয়ে প্যাকেজ তৈরি। টাকা ফেললেই কাজ হয়ে যাবে। এভাবেই দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বালুরঘাটের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বেশ কয়েকজন দালাল। এবার অনুপ্রবেশের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এমনই এক দালালকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নিতাই কর্মকার (৪৫)। ওই ব্যক্তির বাড়ি হিলিতেই।

ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ এবিষয়ে বলেন, 'বালুরঘাট থানায় পুরোনো একটি মামলায় হিলি থানার এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

সীমান্তে নিরাপত্তা যতই কড়া হোক না কেন, এই দালালরা ঠিকই ফাঁক বুঝে ভারতে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ করায় বলে অভিযোগ। আর এটিকেই পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন হিলি থেকে বালুরঘাটের বেশ কয়েকজন। মাসকয়েক আগেই হিলির যমজ ভাই এব্যাপারে ধরা পড়ার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছিল। তারপর হিলিতে নিরাপত্তা শক্ত হতেই বালুরঘাটের সীমান্ত দিয়ে পারাপার করাতে উদ্যোগী হয়েছে দালালরা।

অবৈধভাবে ভারতে এসে জাল নাম ও পরিচয় নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে বসবাস করার অভিযোগে সম্প্রতি অনেকের নাম সামনে এসেছে। গত মে মাসে এমন এক তরুণকে গ্রেপ্তারের পর তার আশ্রয়দাতাকেও গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বাংলাদেশ থেকে এপারে এনে আশ্রয় দেওয়া, নথি বানিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে এপারে আসা ব্যক্তির কাজের গ্যারান্টি দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছুরই দায়িত্ব ওই ধৃত ব্যক্তি নিত বলে জানা গিয়েছে। তবে এসবের জন্য কত টাকার প্যাকেজের লেনদেন হত বা তার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা এখনও জানা যায়নি। আরও তথ্য জানতে ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

২৫২ কিলোমিটার বাংলাদেশের সীমানাবেষ্টিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্তকে কার্যত সেফ করিডর হিসেবে ব্যবহার করে দুষ্কৃতীরা। পহলগামের ঘটনার পর ও ভারত-পাকিস্তান অশান্তির আবহে বাংলাদেশ সীমান্তেও নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছিল। বিশেষ করে হিলি সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। এর মাঝেই বালুরঘাটের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চিঙ্গিসপুর গ্রামে পুলিশের জালে গ্রেপ্তার হয়েছিল এক বাংলাদেশি তরুণ। ওই তরুণ ভারতের এক নাগরিকের সহায়তায় বেঙ্গালুরু, মুম্বই সহ দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে কলকাতা হয়ে চিঙ্গিসপুর দিয়ে ফের অবৈধভাবে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেসময় সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তার নাম আবু জাফর গাফারি (২১)। সে সারা ভারতে সোপাল বর্মন নামের ভুয়ো পরিচয়পত্র নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল। তার আশ্রয়দাতা হিসেবে আগেই চিঙ্গিসপুরের এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তবে ওই তরুণের পারাপারে যুক্ত দালালের খোঁজ শুরু করা হয়েছিল। এদিন নিতাইকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়।

ঘটনাক্রম

- গত মে মাসে আবু জাফর গাফারি (২১) নামে এক বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়
- তার অনুপ্রবেশে জড়িত দালালের খোঁজ করা হচ্ছিল
- নিতাই কর্মকার (৪৫) নামে হিলির বাসিন্দা এক দালালকে গ্রেপ্তার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ

পার্কিং জোন

গাজোল, ২০ জুন : রেলমন্ত্রকের উদ্যোগে শুক্রবার গাজোল রেলস্টেশন ক্যাম্পাসে পার্কিং জোনের উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্যামকুমার সিং, গাজোল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদ্যোত নারায়ণ সরদার, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য মিলন দাস প্রমুখ। প্ল্যাটফর্মের বাইরে রেলের প্রচুর জায়গা থাকলেও পার্কিং জোন ছিল না। বহুদিন ধরেই এলাকাবাসীর দাবি ছিল, স্টেশনে পার্কিং জোন গড়ে তোলা হোক। অবশেষে পার্কিং জোন তৈরি হওয়ায় এবার থেকে সকলে নিশ্চিন্তে গাড়ি রেখে স্টেশনের ভেতরে যেতে পারবেন। আগামীদিনে সিসিটিভির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

খুনে ধৃত

বহরমপুর, ২০ জুন : জমি বিবাদের জেরে প্রতিবেশী প্রৌঢ়কে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় ভিনজেলায় আত্মগোপন করে থাকা মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। আদালত ধৃতের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় মুর্শিদাবাদের সালার এলাকায়। ধৃতের নাম মিলন শেখ। বৃহস্পতিবার মাঝরাতে অভিযুক্তকে বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দিন তিনেক আগে সালার এলাকায় আয়ুব খাঁ-এর সঙ্গে তার প্রতিবেশী মিলন ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ চরমে পৌঁছেছিল। এরই মাঝে অভিযুক্ত মিলন ও তার পরিবারের সদস্যরা আয়ুবকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে খুন করে বলেই অভিযোগ। পরবর্তীতে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। এদিন ধৃতকে আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

অনুষ্ঠান শুরু

রায়গঞ্জ, ২০ জুন : উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন হাইস্কুলের মাঠে শুক্রবার থেকে শুরু হল বাংলা মোদের গর্ব। অনুষ্ঠানটি রবিবার পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি হস্তশিল্পমেলাও চলবে। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার, রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস প্রমুখ।

আহত ১

সামসী, ২০ জুন : শুক্রবার সকালে বাইকের সামনে ছাগল চলে আসায় পড়ে গিয়ে জখম হন এক মাদ্রাসা শিক্ষক। ঘটনাটি সামসী-চাঁচল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সামসী ইমামনগর এলাকার। জখম শিক্ষকের নাম আহমেদ শরিফ। তিনি চাঁচল-২ ব্লকের চাঁন্দুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসায় ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক।

মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম তিন

একই লাইনে ট্রেন এবং ট্রলি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ জুন : অবধ-অসম এক্সপ্রেসের সঙ্গে ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন তিন রেলকর্মী। শুক্রবার বেলা ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কাটিহারের কাছে কারহাগোলা রোড এলাকায়। ডাউন লাইনে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনগামী অবধ-অসম এক্সপ্রেসের সামনে চলে আসে ট্রলিটি। ওই সময় ট্রলিতে তিনজন রেলকর্মী ছিলেন। ট্রেনের লোকোপাইলট ইমার্জেন্সি ব্রেক কষলেও ইঞ্জিনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ট্রলিটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিন রেলকর্মীই। দ্রুত খবর যায় কাটিহার স্টেশনে। সেখান থেকে রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় জিআরপি থানা থেকে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশই আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ট্রেনটির ইঞ্জিনের তলায় ঢুকে যাওয়া ট্রলিটিকে বের করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাওয়ায় ওই এলাকার ডাউন লাইনে দীর্ঘক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ব-মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সরস্বতী চন্দ্রর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি। তবে রেলের তরফে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিন সকালে সেমাপুর এবং কারহাগোলা রোডের মাঝে ডাউন লাইনে কাজ করছিলেন রেলের কর্মীরা। কাজ সেরে তাঁরা ট্রলিতে করে সেমাপুরের দিকে যখন ফিরছিলেন, তখনই সামনে থেকে একই লাইনে চলে আসে এনজেপিগামী অবধ-অসম এক্সপ্রেস। জানা গিয়েছে, সামনে ট্রেন দেখে লাল কাপড় দেখাতে থাকেন ট্রলিতে থাকা রেলকর্মীরা। বিষয়টি নজরে আসতেই অবধ-অসমের লোকোপাইলট জরুরিকালীন ব্রেক কষেন। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। ব্রেক কষায় ট্রেনের গতি কমলেও সোজা এসে ট্রলিতে ধাক্কা মারে। এর জেরে দুমড়ে-মুচড়ে ট্রেনের ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকে যায় ট্রলিটি। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েন রেলকর্মীরা। এরপরেই ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকোপাইলটই স্থানীয় স্টেশনে ঘটনাটি জানান। খবর পেয়েই রিলিফ ট্রেন, জিআরপি ও অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

এমন ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মধ্য রেল।

নাবালিকা উদ্ধার

ডালখোলা, ২০ জুন : ডালখোলার নাবালিকাকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে হিমাচলপ্রদেশে পাড়ি দেয় এক তরুণ। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে হিমাচলপ্রদেশের কাংগড়া জেলা থেকে নাবালিকা সহ ওই তরুণকে উদ্ধার করে ডালখোলা পুলিশ। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে নিয়ে হিমাচলপ্রদেশে নিয়ে যায় ওই তরুণ। তারা সেখানে কাংগড়া জেলার পালামপুরে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। নাবালিকাকে অপহরণে অভিযুক্তকে ভিনরাজ্য থেকে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় ডালখোলা পুলিশ। তাকে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। নাবালিকাকে তুলে দেওয়া হয়েছে পরিবারের হাতে। এর পিছনে কোনও চক্র রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ডালখোলার ওই নাবালিকা অপহৃত হয়েছিল চলতি মাসে পয়লা জুন। ওই নাবালিকার সঙ্গে ধৃতের ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয়।

গৌড় মজেছে জগন্নাথ প্রসাদে

নিউজ ব্যুরো

২০ জুন : গৌড়ভূমে ভক্তিরসের ছড়াছড়ি। নেপথ্যে দিঘার জগন্নাথ দেব ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দুই দিনাজপুর ও মালদা জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে 'দেবতার প্রসাদ' তৈরির তোড়জোড়। কোথাও সেই পুরোনো আমলের বনেদি ভোজবাড়ির মতো ময়রা ডেকে বিডিও অফিস চত্বরেই চলছে গজা ও ক্ষীরের প্যাঁড়া বানানোর মহাযজ্ঞ। কোথাও আবার ই-টেন্ডার ডেকে ভোগ তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে স্থানীয় কোনও মিষ্টির দোকানদারকে।

রথের রশিতে টান পড়তে এখনও দিনকয়েক বাকি। তার আগেই রথযাত্রা লোকারণ্য করতে মহা ধুমধাম করে যেন প্রসাদ বিতরণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে করণদিঘি থেকে কালিয়াগঞ্জ, চাঁচল থেকে গাজোল মায় রায়গঞ্জ, মালদা, বালুরঘাটেও। ভক্তিপ্রেমের এই উচ্ছ্বাসে প্রচারের সব আলো পাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টেনে নেন, সেই আশঙ্কা মুখ ফুটে প্রকাশ না করলেও কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে রাজনীতির রশিতে টান মারতে ছাড়েনি বিজেপি।

শুক্রবার করণদিঘি বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে দেখা গেল, ফুড সাপ্লাই ইনস্পেকটরের তত্ত্বাবধানে টিনের হলঘরে বড় কড়াইতে ছাঁকা তেলে ভাজা হচ্ছে গজা। তৈরি হচ্ছে ক্ষীরের প্যাঁড়া। এই ভোগ তৈরির দায়িত্ব পেয়েছেন স্থানীয় মিষ্টি ব্যবসায়ী তথা তৃণমূলেরই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য।

করণদিঘির বিডিও অফিসে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ তৈরি হচ্ছে।

ময়রার পাশাপাশি মাঝেমধ্যে এসে ভোগ তৈরিতে হাত লাগিয়েছেন খোদ করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পালও। জয়েন্ট বিডিও বাপ্পাদিত্য রায় জানালেন, করণদিঘি ব্লকের জন্য ৫০ হাজার ও ডালখোলা পুরসভার জন্য ৪ হাজার প্যাকেট প্রসাদ তৈরি হবে। আজ থেকেই বিতরণ শুরু, চলবে রথযাত্রার আগের দিন পর্যন্ত।

রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকায় আবার প্রসাদ তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে শহরের একটি নামীদামি মিষ্টির দোকানে। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'হাজার বছর পর আমরা বাংলার মাটিতে জগন্নাথধাম পেয়েছি। সেই ব্যবস্থা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ থেকে শুরু হল প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি।' উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিনে এই জেলায় মোট সাড়ে ৪ লক্ষ প্যাকেট প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

মালদাতেও ডিলারদের মাধ্যমে প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়েছে। বরাত পাওয়া মিষ্টি ব্যবসায়ী বাসুদেব সরকার বলেন, 'জেলা প্রশাসন থেকে আমাদের প্রসাদের ক্ষীর দেওয়া হচ্ছে। তা দিয়েই প্রতিদিন গড়ে ২০০০ থেকে ২৫০০ পিস গজা তৈরি হচ্ছে।' মালদা জেলায় আগামী ১০ দিনে মোট ৮ লক্ষ পরিবারের হাতে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ পৌঁছে দেওয়া হবে। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে ভোগ তৈরি হচ্ছে পুরসভার বিবেকানন্দ উৎসব ভবনে। এখানে আবার প্রসাদ তৈরির জন্য ই-টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। কালিয়াগঞ্জের পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা বলেন, 'ই-টেন্ডারের মাধ্যমে বরাত দিয়ে ৮ হাজার গজা ও প্যাঁড়া তৈরির কাজ চলছে। সামনেই রথযাত্রা। তাই দুয়ারে র‍্যাশনের মাধ্যমে এই প্রসাদ ও দিঘার জগন্নাথধামের ছবি সহ একটি কার্ড নাগরিকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

এদিকে, প্রসাদ তৈরি নিয়ে বিজেপির তোলা অভিযোগে আবার তোলপাড় দক্ষিণ দিনাজপুর। বালুরঘাটের সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ তুলে বলেন, 'মানুষের করের টাকা খরচ করে, স্থানীয় দোকানে মিষ্টি তৈরি করে, জগন্নাথের প্রসাদ বলে চালানো হচ্ছে। এটা ভাঁওতাবাজি। হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগ নিয়ে ছেলেখেলা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

বিজেপির এই কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। তিনি বলেন, 'দিঘার মন্দির থেকে আনা জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ জেলা প্রশাসনের কাছে ডিপ ফ্রিজে রাখা ছিল। বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে তার কিছু অংশ মিশিয়ে প্রসাদ তৈরি হয়েছে। মহাপ্রভুর ভোগেও এই নিয়মেই সকলে প্রাসাদ পান। বিরোধীদের বিষয়টি বোঝা উচিত।'

জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বিতরণ নিয়ে দুই ফুলে রাজনীতির রশি টানাটানি যতই হোক, হাতে প্রসাদ পেয়ে আমজনতা কিন্তু অন্তর্যামীর মতোই মিষ্টি হাসি হাসছে।

তেল আভিভে ক্লাস্টার

প্রথম পাতার পর

মাটি থেকে বেশ কিছুটা ওপরে ওয়্যার হেড থেকে ক্লাস্টার আলাদা হয়ে যায়। তারপর কয়েক কিলোমিটার জায়গাজুড়ে ক্লাস্টারের বোমাগুলি ছড়িয়ে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ইরানি ক্লাস্টার বোমার আঘাতে বেশ কয়েকজন ইজরায়েলির হতাহত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও কোনও সংখ্যা প্রকাশ করেনি নেতানিয়াহু সরকার।

বিশ্বের ১২০টি দেশ ইতিমধ্যে ক্লাস্টার বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। তবে ইজরায়েল ও ইরান ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্লাস্টার বোমা বিরোধী সনদে স্বাক্ষর করেনি। ফলে ইরানের ক্লাস্টার বোমা হামলার জবাবে ইজরায়েলের কাছেও এই মারণ বোমা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। এদিকে, ইজরায়েলের সমর্থনে আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ইজরায়েল সরকারের এক মুখপাত্র দাবি করেছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর হামলার নির্দেশ জারি করতে পারেন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিট আবার এজন্য দু'সপ্তাহের সময়সীমার কথা জানিয়েছেন।

জল্পনা বাড়িয়ে আচমকাই কাতারে মোতায়েন মার্কিন বায়ুসেনার বেশিরভাগ যুদ্ধবিমান ইউরোপে চলে গিয়েছে। গত সপ্তাহেও কাতারের আল উদেইদ বায়ুসেনা ঘাঁটিতে সি-১৩০ হারকিউলিস বিমান সহ ৪০টির বেশি যুদ্ধবিমান মোতায়েন ছিল। বৃহস্পতিবার সেই সংখ্যাটা ৩টিতে নেমে এসেছে। যদিও এডেন উপসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর বড় অংশ জড়ো হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ৪০ হাজারের বেশি সেনা মোতায়েন করেছে আমেরিকা। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ না দিলেও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, 'ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলি ধ্বংস করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। সেখানকার ক্ষমতাসীন শাসকের (আয়াতুল্লা আলি খামেনেই) পতন হবে কি না সেটা ইরানি জনগণ ঠিক করবে। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেবে কি না সেটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত। তিনি দেশের স্বার্থের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নেবেন। আর আমি সিদ্ধান্ত নেব ইজরায়েলের স্বার্থের কথা ভেবে।'

জার্মানি ও ইংল্যান্ডের সাহায্যে ফ্রান্স ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ বন্ধ করতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে রাজি বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। শুক্রবার তেহরানে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার হিসাব বলছে, ইজরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর এদিন পর্যন্ত ইরানে ৬৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২,০৩৭। ইরানের পালটা হামলায় ইজরায়েলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪।

রিক্রিয়েশন সেন্টারের সংস্কার শুরু

ফরাক্কা, ২০ জুন : বহুবছর ধরে বন্ধ রয়েছে ফরাক্কার একমাত্র বিনোদনকেন্দ্র তথা রিক্রিয়েশন সেন্টার। এই সেন্টারটির পুনরায় সংস্কারের কাজ শুরু করল ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন ডিভিশনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের উদ্বোধন করেন ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার আরডি দেশপান্ডে। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে শহরবাসী মঞ্চটির সংস্কার চাইছিল। সংস্কারের জন্য আনুমানিক দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, বহু ইতিহাসের সাক্ষী সংস্কৃতিচর্চার এই কেন্দ্রটি পাঁচ মাস পরে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

১৯৮৫ থেকে ২০০০ পর্যন্ত নাট্যজগতে স্বর্ণযুগ দেখেছিল ফরাক্কাবাসী। সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, পূর্ণাঙ্গ নাটক থেকে শুরু করে বহু স্কুলের সেমিনার সহ একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই মঞ্চে আয়োজিত হত। মনোজ মিত্র, শাঁওলি মিত্রের মতো নামীদামি শিল্পীরা এই মঞ্চে নাটক পরিবেশন করেছিলেন। এছাড়াও রিক্রিয়েশন সেন্টারের নিজস্ব নাটক দল, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন কালচারাল ইউনিটের নাট্যদল, ফরাক্কার নাট্যাঙ্গন সহ আশপাশের মালদা, কালিয়াচক, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর থেকেও বিভিন্ন নাটকের দল এসে এখানে প্রায়ই নাটক মঞ্চস্থ করত। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মঞ্চের ছাদ সহ বেশ কিছু বসার চেয়ার ভেঙে যায়। ২০১৯-এ হলটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

ফরাক্কার অন্যতম নাট্যকার পার্থসারথি বিশ্বাস হলটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'এক সময় এই এলাকার নাট্যচর্চার সাথি ছিল এই সেন্টারটি। আশা করি সংস্কারের পর আবার গমগম করে উঠবে হলটি।' স্থানীয় নৃত্যশিল্পী শুভ্রা পাড়ুয়ার কথায়, 'ছোটবেলা থেকে এই মঞ্চে বহু অনুষ্ঠান করেছি। তবে বেশকিছু বছর ধরে মঞ্চটি সংস্কারের অভাবে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যাতায়াতের পথে মঞ্চটির দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যেত।' তাঁর মতে, মঞ্চটি ফের চালু হলে এলাকাবাসী এই মঞ্চে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করার সুযোগ পাবে।

নাবালিকার কামাল

বহরমপুর, ২০ জুন : শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে পুলিশের কাছে পৌঁছে স্বামীর বিকৃত যৌন হেনস্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে চরম সাহসিকতার পরিচয় দিল এক নাবালিকা। উপস্থিতবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে দিনকয়েক আগে নাবালিকা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়েছিল। তারপর সে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে গুণধর স্বামী ও নাবালিকার বাবাকেও গ্রেপ্তার করেছে। গোটা ঘটনায় শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত হরিহরপাড়া এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে ।

নাবালিকার থেকে জানা গিয়েছে, মাস চারেক আগে হরিহরপাড়ার বাসিন্দা পেশায় ঠিকাশ্রমিক বছর ৩৫-এর গাউস বিশ্বাসের সঙ্গে জোর করে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পর থেকেই গাউস নাবালিকাকে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করত বলে অভিযোগ। এমনকি প্রতিনিয়ত তার ওপর বিকৃত যৌন নির্যাতন চালানো হত। নাবালিকা তাতে রাজি না হলে মারধরও চলত। দিনের পর দিন চরম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নাবালিকা অস্থির হয়ে ওঠে। বিষয়টি সে তার বাবাকেও জানিয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। উলটে তার বাবা তাকে মন দিয়ে সংসার করতে পরামর্শ দেন। ফলে শেষমেশ বাঁচতে চেয়ে স্বামীর নজরদারি এড়িয়ে নাবালিকা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এরপর সে কয়েকদিন রাস্তায় ঘুরছিল। কখনও অন্যের বাড়ির কাজ করে দিয়ে আবার কখনও কারও সাহায্যে দু'মুঠো খাবার খেয়ে সে দিন গুজরান করেছে। শেষে সে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

'না' হাইকোর্টের

প্রথম পাতার পর

মামলাকারী ও চাকরিহারারা দু'পক্ষই ক্ষুধার্ত। তাই রাষ্ট্র একপক্ষকে খাবার তুলে দিয়ে অপরপক্ষকে উপবাসে রাখতে পারে না।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কাজ না করে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা পাওয়ার অধিকার কারও নেই। রাজ্য সরকার মানুষের কল্যাণে বা স্বার্থে প্রকল্প চালু করতে পারে। কিন্তু তার আইনি বৈধতা দেখা উচিত।

আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশে দুর্নীতির জন্য যাঁদের চাকরি গিয়েছে, আদালত চিহ্নিত সেই 'অযোগ্য'-দের সহায়তা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ ও ৪১ অনুযায়ী বেঁচে থাকা ও কাজের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে রাজ্য, যা সকলের জন্য সমান। এভাবে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য করে অন্যদের বঞ্চিত করা সরকারের সমীচীন পদক্ষেপ নয়।

মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলে রাজ্য। তবে রায়ে স্পষ্ট উল্লেখ, সরকারের ভাঁড়ার থেকে জনগণের টাকা খরচ করা হচ্ছে। তাই যে কোনও নাগরিকের প্রশ্ন তোলার অধিকার রয়েছে। আদালত মনে করছে, এই প্রকল্পের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে টাকা ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনাও কঠিন। রাজ্য শীর্ষ আদালতে রিভিউ পিটিশন করেছে। সেখানে এই প্রকল্প নিয়ে অনুমতি নেওয়া যেত। হাইকোর্টে সেই আবেদনের নিষ্পত্তির অজুহাত দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের এই পরস্পরবিরোধী আচরণ স্পষ্ট নয়। শীর্ষ আদালতের রায় অপছন্দ হলেও মানতে হবে। বিচার ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কোনওভাবে নষ্ট করা যাবে না। তবে এই পরিস্থিতিতে রাজ্যকে হলফনামার সুযোগ না দিয়ে আদালত এই প্রকল্পের মেয়াদ নিয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বলে মনে করছে। তাই রাজ্যকে চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে। তার দু'সপ্তাহের মধ্যে পালটা হলফনামা দেবেন আবেদনকারীরা।

চাকরিহারা গ্রুপ-সি কর্মী অমিত মণ্ডলের বক্তব্য, 'যোগ্য, অযোগ্য সকলকে আলাদা করে চিহ্নিত করা না হলে এই সমস্যা হবেই। সকলের জন্য ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটা ভাবা দরকার ছিল। আমরা এর পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা করছি।' অপর গ্রুপ-সি কর্মী বিক্রম পোল্লে বলছেন, 'হাইকোর্টের এমন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক। আমরা তো ভাতা চাইনি, চাকরি চেয়েছি।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর খোঁচা, 'মুখ্যমন্ত্রী জেনেবুঝে এটাই করেছেন। উনি জানতেন এই সিদ্ধান্তে বাকি চাকরিহারাদেরও ভাতা দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠবে।'

মধুচক্র

বহরমপুর, ২০ জুন : লালবাগ স্টেশন এলাকার একটি হোটেলে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে মধুচক্রের পর্দা ফাঁস করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হল হোটেল ম্যানেজার সহ দুই ব্যক্তিকে। উদ্ধার করা হয় এক মহিলাকে। তাঁকে জোর করে আটকে রেখে দেহব্যবসা চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

ধৃত বাংলাদেশি

প্রথম পাতার পর

তবে কোন পরিচয়পত্র আসল, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি তদন্তকারী অফিসাররা।

এদিকে, এই ঘটনা সামনে আসতেই জেলা পুলিশ মহলে হইচই পড়েছে। সপ্তাহ দুয়েক আগেই ১০ বছরের বেশি সময় ধরে ভারতবর্ষে বসবাসকারী তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে গাজোল থানার পুলিশ। পুলিশের একাংশের দাবি, এই ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিও বাংলাদেশের বাসিন্দা। অবাধে ভারতবর্ষে যাতায়াতের জন্য নকল পরিচয়পত্র তৈরি করেছে ওই বাংলাদেশি। এর আগেও বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্র মেলার ঘটনা সামনে এসেছে। এরা প্রথমে এদেশে থাকা কোনও আত্মীয় বা পরিচিত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে দালাল ধরে বাংলাদেশ থেকে এদেশে ঢুকে পড়ে। ওই পরিচিত মানুষজনের বাড়ি থেকেই স্থানীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে। আশ্রয়দাতাকে অভিভাবক বানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে জন্মের শংসাপত্রের আবেদন জানায়। পরে সেই শংসাপত্র দিয়ে ভোটার কার্ড বা আধার কার্ডের আবেদন জানায়। আরও কিছু সময় পর জন্ম পরিচয়পত্রে অভিভাবকের নাম ভুল ছাপার অভিযোগ জানিয়ে নাম বদলানোর আবেদন করে। সংশোধিত জন্ম পরিচয়পত্র দিয়ে এরপর ভোটার ও আধার কার্ডে অভিভাবকদের নাম পরিবর্তন করিয়ে নেয়। এই পদ্ধতিতেই বাংলাদেশিরা ভারতীয় নাগরিক হয়ে যাচ্ছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, মহদিপুর আইসিপি থেকে ইংরেজবাজার থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আজ এক তরুণকে মালদা জেলা আদালতের মাধ্যমে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হচ্ছে। ধৃতের হেপাজত থেকে বেশ কিছু পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ধৃতকে জেরার পর পুরো বিষয় সামনে আসবে।

তেষ্টার জলে দুর্নীতি-পাঁক

প্রথম পাতার পর

জল নিয়ে দুর্নীতির সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। অথচ জল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কত গালভরা নাম। জল জীবন মিশন, জলস্বপ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। 'হর ঘর জল' হল জল জীবন মিশনের লক্ষ্য। জলস্বপ্নও তাই। একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প, অন্যটি রাজ্যের।

সেই মিশন, স্বপ্ন উড়ে যায় অসততার হাওয়ায়। শুধু পাইপ ফেলে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে তুলে কেটে পড়েন ঠিকাদাররা। কোথাও জলাধার তৈরি করেই ঠিকাদার উধাও হয়ে যান। তারপর লোকে শুধু জলাধার দেখেন। জল আর পান না। অথচ চারদিকে কত জল- কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল...। সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান'-এর মতো জলের অভাব নেই।

অভাব শুধু পরিস্রুত পানীয় জলের। বর্ষায় নদীনালা থইথই। সপ্তাহ তিনেক আগে বৃষ্টিতে তিস্তা-মহানন্দার জল বাড়ল। কিন্তু তেষ্টায় ছাতি ফাটলেও পানীয় জলের অভাবে দু'তিনদিন তড়পাল শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব যতই প্রভাবশালী বা উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের এক নম্বর নেতা হোন না কেন, এই সমস্যা মেটানো তাঁর কম্মো নয়।

মালদার সঙ্গে একসময় যাঁর নাম একইসঙ্গে উচ্চারিত হত, সেই কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান হলেও সারাবছর পুর এলাকায় জলের জোগান স্বাভাবিক রাখার সাধ্য তাঁর নেই। যথেচ্ছাচার, পরিকল্পনার অভাব জলকষ্টের মূল কারণ। পরিকল্পনায় গলদ বা উদাসীনতা শহরের এক নম্বর নাগরিক হিসেবে গৌতম কিংবা কৃষ্ণেন্দু পেয়েছেন তাঁদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে। সমস্যাটা বাম আমলে জানতেন সিপিএমের মেয়র অশোক ভট্টাচার্য।

মাঝে শিলিগুড়ির মেয়র হয়ে কংগ্রেসের গঙ্গোত্রী দত্তও জানতেন। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তৃণমূলের গৌতম। সমস্যাটা কী? বছরের পর বছর পলি বয়ে আসতে আসতে নাব্যতা হারিয়েছে তিস্তাখাল। যে খালের জল তুলে সরবরাহ করা হয় শিলিগুড়িতে। ভারী বৃষ্টিতে সিকিম তিস্তায় বেশি জল ঠেলে দিলে পলিতে বুজে যায় সেই জলপ্রকল্পের ইনটেক পয়েন্ট। তখন বন্ধ থাকে জলের জোগান। শিলিগুড়িতে তিস্তাখালে পলির এই সমস্যা নতুন নয়।

কিন্তু সমাধানের ঠিকঠাক পরিকল্পনা হয়নি কখনও। সরকারও তেমন বরাদ্দ করেনি। ফলে সস্তার তিন অবস্থা হলে যা হয়, তাই হচ্ছে। পলি ঠেকানো দূরের কথা, সেই ভাবনাটাই কেউ ভাবেননি। এখন কুমিরছানার মতো শিলিগুড়ির মেয়র মাঝে মাঝে জলের দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমনকি চতুর্থ প্রকল্পের স্বপ্ন দেখান। মালদায় মহানন্দা নদীতে পুরসভার জলপ্রকল্পের ইনটেক পয়েন্টের জায়গাটি বছরের চার মাস শুকিয়ে কাঠ থাকে। জল উঠবে কীভাবে?

প্রায় ১৫ বছর আগে মালদায় ওই প্রকল্পটির জন্য অর্থবরাদ্দ হলেও সুষ্ঠু পরিকল্পনা হয়নি। পরিকল্পনার অভাব ছিল বলেই তো যেখানে চার মাস জল থাকে না, সেখানে জলের ইনটেক পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছিল। ফলে জল জোগানোর ব্যবস্থা মাঠে মার খাচ্ছে। মালদার ভূগর্ভে আর্সেনিকের বিষ মেশানো সেই জলই সরবরাহ করছে ইংরেজবাজার পুরসভা। অন্যদিকে, তোর্ষা নদীতে কোচবিহার শহরের জল সরবরাহের ইনটেক পয়েন্ট থাকলেও বর্ষায় সেই জল পানের অযোগ্য।

ভাগ্যিস, কোচবিহারে রাজ আমলে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। বিকল্প সেই ব্যবস্থা না থাকলে কোচবিহার শহরকেও জলকষ্টে তড়পাতে হত। জলপাইগুড়ি শহরে জল জোগাতে তিস্তা নদীতে ইনটেক পয়েন্ট তৈরি হয়ে চলেছে বছরের পর বছর। কবে সেই জল শহর পাবে, কেউ জানে না। অন্যদিকে, পুরোনো পানীয় জলপ্রকল্পের কয়েকশো কিমি পাতা পাইপ জলপাইগুড়ি শহরের মাটির তলায় পড়ে আছে দীর্ঘদিন। সেই পাইপের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়নি।

সুকুমার রায়ের ভাষায়, 'একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন' যেন বাংলার ক্যাচলাইন এখন। এই অপরিকল্পিত প্রকল্প কিংবা প্রকল্প তৈরিতে দুর্নীতির দায় অবশ্যই শাসকদলের। দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদার, সাপ্লায়াররা কোথাও তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ, কোথাও তৃণমূল নেতারাই নামে-বেনামে ঠিকাদার, সাপ্লায়ার। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে এঁদের 'হাতযশে' অনেক জলপ্রকল্প অসম্পূর্ণ। মানুষকে জল না দিয়ে শাসকদলের ছত্রছায়া থেকে এঁরা দু'হাতে কামিয়ে নিচ্ছেন অবাধে।

এমন নয় যে, এই কেলেঙ্কারি, বা পরিকল্পনার ত্রুটি সরকার জানে না। অভিযোগ পেয়ে নবান্ন তদন্ত করিয়েছে। তদন্ত রিপোর্টে অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু একজনও অসৎ নেতা বা ঠিকাদারের কেশাগ্র স্পর্শ হয়নি। জীবনের আরেক নাম জল নিয়ে এমন কেলেঙ্কারি কোনও সভ্য দেশে হতে পারে? কিন্তু হচ্ছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে বলুন!

সিরিজ জিতবে শুভমানের ভারত

ঋষভকে সাফল্যের রাস্তা দেখালেন শচীন

মুম্বই, ২০ জুন : মাথার ওপর এতদিন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা ছিলেন। দুই তারকার প্রস্থানে বর্তমান দলে সেখানে সিনিয়ারের তকমা। সেই দায়বদ্ধতা শুভমান গিলের তরুণ ভারত নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে পারে কি না, চোখ ক্রিকেটমহলের।

শচীন তেন্ডুলকারও ব্যতিক্রম নন। বাড়তি নজর রাখছেন ঋষভ পন্থের দিকে। অতীতে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মাটিতে দুর্দান্ত একাধিক ইনিংস খেলেছেন ঋষভ। গত কয়েকটা সিরিজে যদিও উলটো ছবি। ঝুঁকির শটে উইকেট উপহার দেওয়ার প্রবণতা।

শচীন আশাবাদী, তাঁর নামাঙ্কিত সিরিজে অন্য ঋষভকেই দেখতে পাবেন। শুধু প্রত্যাশা নয়, সাফল্যের রাস্তাও বাতলে দিলেন। বলেছেন, 'নিজের সহজাত ক্রিকেটই খেলুক ঋষভ। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের স্বার্থে ব্যাটিংয়ে বদলও জরুরি। জানি, দলের জন্য সবসময় খেলে ঋষভ। দলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। তবে ইংলিশ কন্ডিশনে ব্যাটিং মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি।'

শচীনের গুরুমন্ত্র, ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজিতে নমনীয়তা আনতে হবে। যখন ম্যাচ বাঁচানোর পরিস্থিতি থাকবে, তখন আগ্রাসী মনোভাব, ঝুঁকিপূর্ণ শট থেকে বিরত থাকতে হবে। অতিরিক্ত আগ্রাসনের প্রয়োজন নেই তখন। সময়টা হতে পারে ৪৫ মিনিট বা ঘণ্টা দুয়েক, ক্রিজে আঁকড়ে থাকতে হবে। শট নির্বাচনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মাস্টার ব্লাস্টারের মতে, ইতিবাচক থাকতে হবে।

> নিজের সহজাত ক্রিকেটই খেলুক ঋষভ। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের স্বার্থে ব্যাটিংয়ে বদলও জরুরি। জানি, দলের জন্য সবসময় খেলে ঋষভ। দলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। তবে ইংলিশ কন্ডিশনে ব্যাটিং মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

তবে অহেতুক ঝুঁকি যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। বল বুঝে খেলতে হবে। মনে রাখা উচিত, একটা ভুল ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

আস্থা রাখছেন শুভমান ব্রিগেডের ওপরও। সিরিজ নিয়ে শচীনের পূর্বাভাস- ১৮ বছরের ব্যবধানে ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ জিতবে। ফলাফল হবে ভারতের পক্ষে ৩-১। শচীনের কথায়, যশস্বী, বি সাই সুদর্শন, ঋষভরা ইংলিশ কন্ডিশনে চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। মুখিয়েও রয়েছে।

ভরসা রাখছেন বোলিংয়েও। শচীনের দাবি, জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিধ কৃষ্ণারা ইংল্যান্ডের সিম, সুইং সহায়ক পরিস্থিতির ফায়দা তুলবে। ইংল্যান্ডের শক্তিশালী ব্যাটিংকে পরীক্ষার সামনে ফেলবে। বিশেষত, জো রুটের জন্য মাথাব্যথার কারণ হবে বুমরাহরা। একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন, গত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে বাজবল স্ট্র্যাটেজি ব্যর্থতার কথা।

টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে বাজি ধরলেও ইংল্যান্ডের চ্যালেঞ্জ সামলাতে সতর্কতা জরুরি বলে মনে করেন শচীন। কিংবদন্তির যুক্তি, প্রতিপক্ষ শিবিরে একঝাঁক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রয়েছেন। হোম অ্যাডভান্টেজ স্টোকসদের সঙ্গে। ভারতীয় দলের খেলায় ধৈর্য ও শৃঙ্খলা জরুরি। আশাবাদী, শুভমানরা তা দেখাতে পারবেন।

অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্টে অর্ধশতরান পেরোলেন শুভমান গিল। শুক্রবার লিডসে।

যশস্বীর সাফল্যের দিকে তাকিয়ে রাহানে

মুম্বই সাজঘরের বিতর্ক অতীত

মুম্বই, ২০ জুন : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা নেই।

দলকে ভালো শুরু দেওয়ার ক্ষেত্রে যশস্বী জয়সওয়ালের তরুণ কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব। পুরোনো তিক্ততা সরিয়ে আজিঙ্কা রাহানের বিশ্বাস, যশস্বী সফল হবেন। মুখিয়ে রয়েছেন চলতি ইংল্যান্ড সফরে মুম্বই রনজি ট্রফি দলের তরুণ সতীর্থের সাফল্য দেখার জন্য।

রনজি খেলার সময় গত মরশুমে অধিনায়ক রাহানের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান যশস্বী। সাজঘরে রাহানের কিট ব্যাগে লাথি মারার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বিতর্ক এমন জায়গায় পৌঁছোয়, মুম্বই ছেড়ে গোয়া রনজি দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেন যশস্বী। অনেক টানাপোড়েনের পর শেষপর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত বদল।

এদিন যশস্বীকে নিয়ে তিক্ততার বাকি প্রাচীরও সরিয়ে দিলেন রাহানে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'যশস্বীর ব্যাটিং নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আগ্রহী। মুখিয়ে আছি ইংলিশ কন্ডিশনে ও কেমন খেলে, তা দেখার জন্য। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভালো শুরু গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত ওপেনারদের ভূমিকা। যশস্বীর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। একটা দিক ধরে রাখতে যেমন পারে, তেমনই প্রয়োজনে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে বোলারদের ওপর দাপট দেখানোর ক্ষমতা রাখে।'

বাঁহাতি যশস্বীর পাশাপাশি ভারতীয় পেস ব্রিগেডের দুই অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের দিকেও তাকিয়ে থাকবেন। রাহানের কথায়, 'বুমরাহ ও সিরাজ এইমুহূর্তে ভারতীয় দলের অন্যতম সিনিয়ার সদস্য। বাড়তি দায়িত্ব তাই ওদের নিতে হবে। বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দিতে হবে। টেস্ট জিততে হলে উইকেট দরকার। দায়িত্বটা বুমরাহদের বেশি করে নিতে হবে। আমি আশাবাদী, ওরা প্রত্যাশা পূরণে সফল হবে।'

রাহানের মতে, সিরিজে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর বুমরাহ। ইংলিশ কন্ডিশনে ভারতকে সাফল্য পেতে হলে বুমরাহর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ইউটিউব চ্যানেলে রাহানে আরও বলেছেন, 'বুমরাহ দুর্দান্ত বোলার। এটা সবাই জানে। ওর উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। ফলে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে দলকে সাহায্য করতে হবে। ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের গুরুত্ব আলাদা। যা মাথায় রাখতে হবে বুমরাহকেও।'

অস্ট্রেলিয়ার পর এবার ইংল্যান্ডেও প্রথম টেস্টে শতরান করলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

ধৈর্য ও মানসিক শক্তিতেই প্রত্যাবর্তন : করুণ

লিডস, ২০ জুন : আট বছর। বড় দীর্ঘ এই সময়।

আট বছরে শিশু কৈশোরের পথে এগিয়ে যায়। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য না পেলে মানুষ হতাশায় ডুবে যায়। চলে যায় মানসিক অবসাদেও।

কিন্তু তিনি করুণ নায়ার ব্যতিক্রম। এমন ব্যতিক্রম ভারতীয় ক্রিকেটে খুব বেশি নেই। ২০১৭ সালে ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফর্ম করে টিম ইন্ডিয়ায় ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। বীরেন্দ্র শেহবাগের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ত্রিশতরান করেন করুণও। তারপরই হারিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ধৈর্য হারাননি। লড়াই ছাড়েননি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েননি। বরং আরও শক্তিশালী হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে আট বছর পর ফের টিম ইন্ডিয়ায় ঢুকে পড়েছেন করুণ। আজ হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়ে করুণ প্রমাণ করেছেন, তাঁর অভিধানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কীভাবে সম্ভব হল প্রত্যাবর্তনের এমন রূপকথা? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে জানিয়েছেন তাঁর লড়াইয়ের কথা। বলেছেন, 'ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা আমার কাছে শুধু একটা অভ্যাস নয়। বরং ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যে কথাটা নিয়মিতভাবে ভাবি আমি, সেটা হল আমায় আবার টেস্ট খেলতে হবে। আমায় আবার জাতীয় দলে ফিরতে হবে।'

করুণের জীবনে দুই ভাবনাই এখন বাস্তব। আট বছর পর করুণ জাতীয় দলে ফেরার পাশাপাশি প্রথম একাদশেও ঢুকে পড়েছেন। এহেন করুণ তাঁর ক্রিকেটীয় ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি অপেক্ষা করেছি। ধৈর্য ধরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে গিয়েছি। টিভিতে জাতীয় দলের খেলার সময় ভাবতাম, কবে আমি ওই দলে ফের ঢুকতে পারব। সতীর্থদের সামনাসামনি দেখব। ইচ্ছাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম আমি। মাঝের কঠিন সময় মানসিকভাবে আমায় এতটাই শক্তিশালী করে তুলেছে যে, এখন আর হতাশায় ভেঙে পড়ি না। বলতে পারেন, ধৈর্য ও মানসিক শক্তির কারণেই ফের জাতীয় দলে ফিরতে পেরেছি আমি।'

করুণ কর্ণাটকের ছেলে। মাঝের সময়ে নিজের রাজ্য দলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বিদর্ভে চলে গিয়েছিলেন। আগামী মরশুমে ফের করুণকে কর্ণাটকের হয়ে খেলতে দেখা যেতে পারে। তার আগে করুণের কথায় উঠে এসেছে তাঁর রাজ্য দলের দুই সতীর্থ কেএল রাহুল ও প্রসিধ কৃষ্ণার কথাও। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে করুণের সঙ্গে রাহুল ও প্রসিধও রয়েছেন। এহেন দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা সতীর্থরা যে সবসময় তাঁকে ভরসা দিয়েছেন তা স্বীকার করে বলেছেন, 'দীর্ঘসময় ধরে আমরা তিনজন একসঙ্গে খেলেছি। বহু লড়াইয়ের সাক্ষী আমরা। রাহুল-প্রসিধের মতো বন্ধুদের সঙ্গে জাতীয় দলে ফিরতে পেরে আমি গর্বিত।'

শুধু প্রত্যাবর্তন করলেই হবে না, সুযোগ কাজে লাগাতে হবে ভালোই জানেন করুণ। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আজ বলেছেন, 'আমি জানি অনেক অপেক্ষা ও লড়াইয়ের পর সুযোগ এসেছে। চেষ্টা করব সুযোগ কাজে লাগাতে।'

মেসি ম্যাজিকে পোর্তো বধ

ওয়াশিংটন, ২০ জুন : ইউরোপ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লিওনেল মেসি মায়ায় আচ্ছন্ন ফুটবল দুনিয়া।

ক্লাব বিশ্বকাপে নিজস্ব ছন্দে পাওয়া গেল আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকরকে। গ্রুপ 'এ'-এর ম্যাচে পর্তুগিজ ক্লাব পোর্তোকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তাঁর দল ইন্টার মায়ামি। দলের জয়সূচক গোলটি করেছেন স্বয়ং মেসি। এই প্রথমবার মেজর সকার লিগের কোনও দল প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ইউরোপীয় কোনও দলকে হারাল।

ম্যাচের ৮ মিনিটে অবশ্য এগিয়ে গিয়েছিল এফসি পোর্তো। পেনাল্টি থেকে গোল করেন সামু আগেহোয়া। কিন্তু মেসি যেদিন ছন্দে থাকবেন সেদিন প্রতিপক্ষের সব পরিকল্পনার জলাঞ্জলি হবে। এবং হয়েছেও তাই। ৪৭ মিনিটে ইন্টার মায়ামির হয়ে তেলাস্কো সেগোভিয়া গোল করেন। মিনিট সাতেক পরেই আসে ম্যাচের সবচেয়ে জাদুকরী মুহূর্ত।

বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি কিক পায় ইন্টার মায়ামি। বাঁ পায়ের ট্রেডমার্ক শটে সরাসরি লক্ষ্যভেদ করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। পোর্তোর গোলরক্ষক ক্লদিও র‍্যামোসের চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। নিজের কেরিয়ারে এই নিয়ে ফ্রি কিক থেকে ৬৮টি গোল করেছেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। একমাত্র ব্রাজিলিয়ান তারকা জুনিনহো (৭৭) এবং ফুটবল সম্রাট পেলে (৭০) ছাড়া তাঁর সামনে আর কেউ নেই। শুধু তাই নয়, এই গোলের সুবাদে মায়ামির হয়ে ৫০টি গোলের কীর্তি স্পর্শ করেছেন মেসি।

ম্যাচের পর মায়ামি কোচ জেভিয়ার মাসচেরানো বলেছেন, 'মেসি এই বয়সেও যেভাবে নিজেকে প্রমাণ করছে, তা সবার কাছে অণুপ্রেরণাদায়ক। ফুটবলের ইতিহাসে ও সেরা খেলোয়াড়।'

এদিকে, ক্লাব বিশ্বকাপে ইউরোপজয়ী প্যারিস সাঁ জাঁ-কে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব বোটাফোগো। ম্যাচের ৩৬ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন স্ট্রাইকার ইগর জেসুস। সারা ম্যাচে দাপট দেখালেও গোলমুখে ব্যর্থতার জন্যই পরাজয় ঘটেছে পিএসজি-র। ক্লাব বিশ্বকাপের অপর ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৩-১ গোলে হারিয়েছে সিয়াটল সাউন্ডার্সকে।

পিএসজি-কে হারিয়ে অঘটন বোটাফোগোর

দুরন্ত ফ্রি কিকে জয়সূচক গোল করার পথে ইন্টার মায়ামির লিওনেল মেসি।

প্রতিকূলতাকে হারিয়ে এশিয়াডের স্বপ্ন সৌগতর

অটোচালকের ছেলের হাতে পাঁচ সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুন : 'ফাইট কোনি ফাইট।'

মতি নন্দীর লেখা উপন্যাস 'কোনি'-র বিখ্যাত সংলাপ। সেই সংলাপই যেন মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে বাংলার প্রতিভাবান সাঁতারু সৌগত দাসের।

সদ্যসমাপ্ত রাজ্য সাঁতারে পাঁচটি সোনা জিতেছেন সৌগত। এর মধ্যে ৫০, ১০০, ২০০ এবং ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে রাজ্য রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ২২ জুন থেকে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সাঁতারে বাংলার অন্যতম মুখ জয়নগরের তুলসীঘাটার ছেলে সৌগত।

সৌগত দাস

পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো নয় সৌগতর। বাবা অরবিন্দ দাস অটো চালিয়ে সংসার চালান। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে জয়নগর নিমপীঠের বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পুকুরে নেপালচন্দ্র দাসের তত্ত্বাবধানে সাঁতারের প্রশিক্ষণ শুরু তাঁর। তবে গত চার বছর তিনি কলকাতার সুভাষ সরোবরে বিশ্বজিৎ দে চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করছেন। কিংবদন্তি মার্কিন সাঁতারু মাইকেল ফেলপসকে আদর্শ মনে সৌগত।

রাজ্যস্তরে রেকর্ড গড়েও কোনও স্পনসর পাননি সৌগত। একরাশ হতাশা নিয়েই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে তিনি বলেছেন, 'আমি কোনও স্পনসরশিপ পাইনি। ছোটবেলার কোচ নেপালচন্দ্র দাস কিছুটা সাহায্য করেছেন। এখন আমি সাঁতারের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কলকাতায় ঘরভাড়া নিয়ে রয়েছি। এখানে আমার খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান কোচ বিশ্বজিৎ স্যর সাহায্য করেন। বাকি খরচটা আমার বাবা অটো চালিয়ে জোগাড় করেন।'

> আমি কোনও স্পনসরশিপ পাইনি। ছোটবেলার কোচ নেপালচন্দ্র দাস কিছুটা সাহায্য করেছেন। এখন আমি সাঁতারের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কলকাতায় ঘরভাড়া নিয়ে রয়েছি।
>
> **সৌগত দাস**

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও হাল ছাড়তে নারাজ সৌগত। তিনি বলেছেন, 'এখন লক্ষ্য জাতীয় সাঁতার। সেখানে ভালো ফল করতে চাই। সেখান থেকে এশিয়াডে ট্রায়ালে অংশ নিয়ে মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেতে চাই। দেশের হয়ে এশিয়াডে প্রতিনিধিত্ব করা আমার স্বপ্ন।' আপাতত নিমপীঠের পুকুর থেকে এশিয়াডের স্বপ্ন দেখছেন বাংলার এই প্রতিভাবান সাঁতারু।

কলকাতা লিগে ম্যাসকট গোপাল ভাঁড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুন : অভিনব ভাবনা আইএফএ-র। এবার কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাসকট গোপাল ভাঁড়। শতাব্দীপ্রাচীন লিগের জনপ্রিয়তা ফেরাতে বিপণনে জোর দিচ্ছে রাজ্য ফুটবল সংস্থা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ২৩ জুন সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই লিগের ম্যাসকট হিসাবে প্রকাশ্যে আনা হবে গোপাল ভাঁড়কে। এই ব্যাপারে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'গোপাল ভাঁড় বাঙালিয়ানার প্রতীক। ঠাট্টা-তামাশা নয়, বরং বুদ্ধিমত্তাই তাঁর পরিচয়। সেই কারণেই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের ম্যাসকট হিসাবে বাংলার জনপ্রিয় চরিত্রটিকে বেছে নেওয়া।' এখানেই শেষ নয়। লিগের উদ্বোধনেও বেশ কিছু চমক থাকছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন জনপ্রিয় এক লোকসংগীত শিল্পী।

পরবর্তী শুনানি ১ জুলাই

এদিকে, শুক্রবার কলকাতা লিগ নিয়ে শুনানি ছিল আদালতে। আইএফএ দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি চাইলেও ডায়মন্ড হারবার এফসির তরফে আরও খানিকটা সময় চাওয়া হয় এদিন। মামলার পরবর্তী শুনানি ১ জুলাই।

আজ আসছেন মেহরাজ

কলকাতা, ২০ জুন : শনিবার কলকাতায় আসছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। রবিবার থেকে দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি। মেহরাজের অনুপস্থিতিতে সাদা-কালো শিবিরকে অনুশীলন করাচ্ছেন সহকারী কোচ উৎপল মুখোপাধ্যায়। কলকাতা লিগে মহমেডানের প্রথম ম্যাচ ২৯ জুন। প্রতিপক্ষ পিয়ারলেস।

বিরল সম্মান নাদালকে

মাদ্রিদ, ২০ জুন : স্প্যানিশ টেনিস তারকা রাফায়েল নাদালের মুকুটে আরও একটি পালক। স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ তাঁকে 'মার্কুইস'-উপাধিতে ভূষিত করেছেন। স্পেনের রাজার সিংহাসন আরোহণের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান জানানো হয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী নাদাল। আপাতত স্প্যানিশ তারকা লেভান্ত দি মায়োর্কার মার্কুইস হিসেবে পরিচিত হবেন। এই মায়োর্কা দ্বীপেই নাদালের জন্ম হয়েছিল।

অভিযোগ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের

সভাপতি পদে আর লড়বেন না বাইচুং

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জুন : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে একের পর এক ভুল করেছেন। আর যার জেরে ভারতীয় ফুটবলই যে শুধু মুখ থুবড়ে পড়েছে তা নয়, নাম খারাপ হয়েছে বিজেপি-রও। সরাসরি বলে দিয়ে গেলেন বাইচুং ভুটিয়া।

বহুদিন পর কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন ভারতের ফুটবল আইকন। তবে এদিন ফুটবলার হিসাবে নয়, তাঁকে সম্ভবত ফেডারেশনের বিরোধী দলনেতার ভূমিকাতেই দেখা গেল। ভারতীয় দল থেকে ফেডারেশনের কর্মকাণ্ড, একের পর এক অনিয়ম তুলে ধরেন কল্যাণ চৌবের। ভারতীয় ফুটবলের ক্রমাবনতির জন্য কল্যাণের নেওয়া ভুল সিদ্ধান্তই দায়ী বলে মনে করেন বাইচুং। তাঁর পরিষ্কার অভিযোগ, '২০২৭ সালের এশিয়ান কাপ আমরাই পেতাম। কারণ তার আগেরটা হয় কাতারে। সম্ভবত, সৌদি আরব পেত না। কিন্তু কল্যাণ ওখানে গিয়ে কথা বলে কী চুক্তি করল কে জানে! দেখা গেল আমরা দৌড়েই নেই। সেই সময় এশিয়ান কাপ পেলে চার বছর সময় পেতাম তৈরি হওয়ার জন্য। আমাদের ফুটবলও তখন একটা ভালো সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এখন বলা হচ্ছে ২০৩১ সালে নাকি দরপত্র দেওয়া হবে। সেদিন টেবিলের তলায় হওয়া চুক্তির কোনও সুফল ভারত পেয়েছে?' ব্যক্তিগত ঝামেলার জেরে ইগর স্টিমাককে তাড়িয়ে দেওয়া এবং মানোলো মার্কুয়েজকে কোচ করার জন্য যে ভারতীয় দলের সমূহ ক্ষতি হয়, সেই কথাও বলেন তিনি, 'ইগরের সময়ে ভারত বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়। কিন্তু হঠাৎই ইগরকে সভাপতি তাড়িয়ে দিলেন নিজের ইগো বজায় রাখতে। দেখবেন ইগরও বলে গিয়েছেন, কল্যাণ নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। মানোলোকেও নিয়োগ করে কাউকে কিছু না জানিয়ে। কিছু লোককে ও রেখেছে হাত তোলার জন্য। কিন্তু জয় আসেনি। রিপোর্টে টেকনিকাল বিশ্লেষণ কোথায়?' আইএসএলের চুক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে কল্যাণ যাঁদের নিয়োগ করেন, তাঁরা যে কিছুই না জেনে স্রেফ আলোচনা করতে গিয়েছিলেন, সেই কথাও বলেন বাইচুং।

কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে বাইচুং ভুটিয়া।

> ইগরের সময়ে ভারত বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়। কিন্তু হঠাৎই ইগরকে সভাপতি তাড়িয়ে দিলেন নিজের ইগো বজায় রাখতে। দেখবেন ইগরও বলে গিয়েছেন, কল্যাণ নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। মানোলোকেও নিয়োগ করে কাউকে কিছু না জানিয়ে। কিছু লোককে ও রেখেছে হাত তোলার জন্য।
>
> **বাইচুং ভুটিয়া**

বাইচুং জানান, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য সভাপতি পদে আর লড়তে আগ্রহী নন। তাঁর মন্তব্য, 'যেভাবে এসব নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার চলে বলেই আমি আর আগ্রহী নই। তবে এটা চাই, কল্যাণের জায়গায় একজন ভালো প্রশাসক আসুন, যিনি ফুটবলটাকে ভালোবেসে কাজ করবেন। ওকে দেখার পর মনে হচ্ছে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি কী প্রফুল প্যাটেল অনেক ভালো ছিলেন। এআইএফএফ এখন সার্কাসে পরিণত হয়েছে।' কল্যাণের বিরুদ্ধে ফেডারেশনের ক্রেডিট কার্ড ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, সংস্থার টাকায় বেঙ্গালুরুতে এসইউভি কেনার মতো অভিযোগও করেন। পরে কল্যাণ আবার পালটা বিবৃতি দেন, 'বাইরে না বলে আগামী ২ জুলাই কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় এসে বাইচুং তাঁর মতামত জানালে ভালো হয়।'

সবশেষে নিজের অ্যাকাডেমি প্রসঙ্গে জানান। যেখানে ৩০ শতাংশ ছাত্রের ব্যয়ভার তাঁরা বহন করেন। বাইচুং শুধু বিবিএফএই নয়, পাহাড়গুমিয়া টি এস্টেটে দেশের প্রথম ক্রীড়া স্কুল গড়তে চলেছেন বলে এদিন ঘোষণা করেন।

বিদর্ভ ছাড়ছেন জিতেশ, হয়তো করুণও

নাগপুর, ২০ জুন : বিদর্ভ ছাড়ছেন জিতেশ শর্মা। শেষ মরশুমে বিদর্ভের রনজি ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। এহেন জিতেশ বিদর্ভ ছেড়ে বরোদায় যোগ দিতে চলেছেন বলে খবর। আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রে এমন খবর জানা গিয়েছে। ৩১ বছরের উইকেটকিপার ব্যাটার শেষ ঘরোয়া মরশুমে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএল জয়ের পথেও দলের সাফল্যে অবদান রয়েছে তাঁর। এহেন জিতেশ কেন বিদর্ভ ছাড়ছেন? সূত্রের খবর, বরোদার সঙ্গে অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত বরোদার প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন তিনি। এদিকে, আট বছর পর ভারতীয় টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন করা করুণ নায়ারও বিদর্ভ ছাড়তে চলেছেন বলে খবর। হেডিংলে টেস্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকা করুণ বিদর্ভ ছেড়ে তাঁর নিজের রাজ্য দল কর্ণাটকে ফিরতে পারেন বলে খবর। যদিও সরকারিভাবে এই ব্যাপারে এখনও কিছুই জানানো হয়নি।

ড্রয়ের পথে প্রথম টেস্ট

কলম্বো, ২০ জুন : ব্যাটারদের দাপট। শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ড্রয়ের পথে। গলের উইকেট থেকে বোলাররা সেভাবে কোনও সাহায্যই পাচ্ছে না। টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ৪৯৫ রানের জবাবে ৪৮৫ রান করে লঙ্কা ব্রিগেড। দ্বিতীয় ইনিংসেও বড় রানের পথে এগোচ্ছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, মুশফিকুর রহিমরা। চতুর্থ দিনের শেষে ১৮৭ রানে এগিয়ে বাংলাদেশ।

৪ উইকেটে ৩৬৮ রান নিয়ে চতুর্থ দিনে খেলা শুরু করে শ্রীলঙ্কা। ধনঞ্জয় ডি সিলভা, কুশল মেন্ডিস দ্রুত ফিরলেও কামিন্দু মেন্ডিস-মিলন রত্নায়েকে সপ্তম উইকেটের জুটিতে ৮৪ রান যোগ করেন। রত্নায়েকে ৩৯ ও কামিন্দু ৮৭ রান করেন। ১০ রানের লিড নিয়ে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে বাংলাদেশের স্কোর ৩ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ ১৭৭ রান। উইকেটে রয়েছেন শান্ত (৫৬) ও মুশফিকুর (২২)।

নটিংহ্যামশায়ারে ঈশান

লন্ডন, ২০ জুন : কাউন্টি ক্রিকেট খেলবেন ঈশান কিষান। তাঁর সঙ্গে নটিংহ্যামশায়ারের স্বল্পমেয়াদি চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাইল ভেরেইনের বদলি হিসেবে নটিংহ্যামশায়ারে যোগ দিতে চলেছেন ঈশান। ট্রেন্টব্রিজে ২২ জুন ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে নটিংহ্যামশায়ারের। সেই ম্যাচ থেকেই কাউন্টিতে ঈশানকে দেখা যাবে। নটিংহ্যামশায়ারের ওয়েবসাইটে তিনি সেই আজ বলেছেন, 'এই প্রথম ইংল্যান্ডের মাটিতে কাউন্টি খেলার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। নিজের ক্রিকেটীয় স্কিল উজাড় করে দেওয়ার জন্য আমি তৈরি।'

সোনা জিতে জয়দেব রায়।

সোনা জয়দেবের

ময়নাগুড়ি, ২০ জুন : ৭৩তম রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে নতুন মিট রেকর্ড গড়ল ময়নাগুড়ি বৌলবাড়ির জয়দেব রায়। কলকাতা সাই কমপ্লেক্সে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ৫৭.১৪ মিটার ছুড়ে সোনা জেতে জয়দেব। এর আগের এই রেকর্ড ছিল ৫৪ মিটার।

অ্যাফিডেভিট

আমি Mst. Tanjima Khatun, স্বামী Md Saliul Hoque, গ্রাম + পোঃ- গঙ্গাপ্রসাদ, থানা- মোথাবাড়ি, জেলা- মালদা, আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নং 5514, Dt. 07/02/2014) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 13/06/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mst. Umme Salma Khatun থেকে Umme Salma করা হইল। (M/115407)

●

আমি Jayanta Paul, পিতা-Lt Profullo Pal, ঠিকানা- চন্দ্রনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং 4/B স্টেশন রোড, পোঃ- ঝলঝলিয়া, থানা- ইংলিশবাজার, মালদা, আমার পাশপোর্টে (যার নং- N1486367) আমার নাম ভুল থাকায় গত 19/06/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী ২য় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jayanta Pal থেকে Jayanta Paul করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/ 116979)

●

আমি Farijuddin Biswas, পিতা Late Esraf Biswas, গ্রাম- নুরনগর ছুতেগানী, পোঃ- আলিনগর, থানা- কালিয়াচক, মালদা, আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি নং- 10173/16, তাং 22/07/2016) নাম ভুল থাকায় গত 19/06/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M. 2nd কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে M.S.T. Tuhina Parvin থেকে Tuhina Parvin করা হইল। যা উভয় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/116976)

●

আমি Jullur Rahaman S/o- Late. Abdul Hoque, Vill- Muriakundu, Post- Alal, P.S.- Gazole, Dist.- Malda, Pin- 732128. আমার ছেলে Md. Israil-এর মাধ্যমিক বোর্ড সার্টিফিকেট, W.B.B.S.E.-Sj সমস্ত প্রমাণপত্রে ও ছেলের পাশপোর্ট-এ (যাহার নং- M6399061) আমার নাম ভুল থাকায় গত ইং- 17.06.2025 তারিখে মালদা প্রথম শ্রেণী J.M. দ্বিতীয় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Md. Julur Rahaman থেকে Jullur Rahaman করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115408)

যশস্বী ধামাকায় শুভমান পক্ষের শুভসূচনা

শতরানের পর উচ্ছ্বসিত যশস্বী জয়সওয়াল।

ভারত-২৭৫/৩ (৬৯ ওভার পর্যন্ত)

লিডস, ২০ জুন : ৪৯তম ওভারের শেষ বল।

ব্রাইডন কার্সকে পয়েন্টের দিকে ঠেলেই দৌড় যশস্বী জয়সওয়ালের। এক হাতে ব্যাট, অপর হাতে হেলমেট নিয়ে লম্বা লাফ। যে লাফে শুভমান পক্ষের শুভসূচনার বার্তা।

ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট যশস্বীর। শুরুর যে মঞ্চ সাজিয়ে রাখলেন ধৈর্য আর আগ্রাসনের দুরন্ত ভারসাম্যে তৈরি সেঞ্চুরি ইনিংসে। ভারতে হওয়া গত সিরিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান করেছিলেন যশস্বী। এবার ইংলিশ কন্ডিশনে আশঙ্কার 'ভূত' ঝেড়ে রূপকথার শুরু।

যশস্বীর দাপুটে শতরানের (১০১) পাশে লোকেশ রাহুলের দায়িত্বশীল ৪২ ও শুভমান গিলের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং। যার সামনে বুমেরাং বেন স্টোকসের প্রথমে বোলিং নেওয়ার স্ট্র্যাটেজি। প্রথম সেশনে ৯২/২। চা পানে ২১৫/২। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৬৯ ওভারে ভারত পৌঁছে গিয়েছে ২৭৫/৩ স্কোরে। শতরানের দোরগড়ায় পৌঁছে যাওয়া শুভমানের (৯০) সঙ্গে রাশ আরও শক্ত করার কাজে ব্যস্ত ঋষভ পন্থ (২৪)।

শেষ ৬টি টেস্টে হেডিংলেতে প্রথমে বোলিং নেওয়া দল জিতেছে। তার সঙ্গে ভারতের তরুণ, অনভিজ্ঞ ব্যাটিংকে শুরুতেই পরীক্ষার মুখে ঠেলে দেওয়ার পরিকল্পনা। যদিও লোকেশ রাহুল-যশস্বীর ৯১ রানের ওপেনিং জুটিতে আশঙ্কার মেঘ উধাও। মাঝের সেশনে সেখানে ব্যাটন যশস্বী-শুভমানের হাতে। রো-কোর (রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি) শূন্যতা পূরণের সম্ভাবনা উসকে দিয়ে যশ-শুভ জুটির তারুণ্যের তেজে ইংল্যান্ডের অনভিজ্ঞ বোলিংয়ের চাপে ফেলে দেওয়া। চা পানের পর শেষপর্যন্ত যশস্বীকে (১০১) থামান স্টোকস। ইংল্যান্ড অধিনায়কের হাত থেকে বেরোনো রিপার ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে উইকেট ভেঙে দেয়। অবশ্য ১৬টি চার ও ১টি ছক্কায় সাজানো ১৫৯ বলের ইনিংসে নিজের দায়িত্বটা ততক্ষণে সেরে ফেলেছেন যশস্বী। ম্যাচ শুরুর আগে এক মিনিটের

পথ দেখাচ্ছেন অধিনায়ক গিলও

নীরবতা পালন করা হয় আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার স্মরণে। দুই দলের খেলোয়াড়রা কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামে। বাইশ গজে সেখানে তরুণ ভারতের সশব্দ উপস্থিতি। শুরুর বাড়তি মুভমেন্ট, তাজা পিচে একাধিকবার পরাস্ত হয়েও দমে যাননি লোকেশ-যশস্বী।

দ্রুত অস্বস্তি ঝেড়ে পালটা জবাব। যশস্বীর ব্যাটে যেখানে 'জাজবলে'র আস্ফালন, সেখানে লোকেশের ভরসা নান্দনিক ক্রিকেটীয় শটে। নিটফল, প্রথম স্পেলে উইকেটহীন পেস-ত্রয়ী ক্রিস ওকস, কার্স, জোশ টাঙ্গ। এরপর জোফ্রা আর্চার, মার্ক উডদের দ্রুত ফেরার প্রার্থনা বাড়াবে। ব্রেন্ডন ম্যাককুলামরা হয়তো হাত কামড়াচ্ছিলেন, জেমস অ্যান্ডারসনকে অবসর নিতে বাধ্য করার পদক্ষেপে।

কার্স মন্দের ভালো। গতির সঙ্গে বাউন্স কাজে লাগাচ্ছিলেন। শেষপর্যন্ত খেলার বিপরীতে লাঞ্চের ঠিক আগে জোড়া ধাক্কা। শুরুটা কার্সের হাত ধরেই। আউট লোকেশ (৪২)। অফের বাইরের বলে কভার ড্রাইভ করতে গিয়ে উইকেট খোয়ান। বড় ইনিংস হাতছাড়ার হতাশা চোখেমুখে পরিষ্কার।

এরপর স্টোকসের ঝোলায় অভিষেককারী বি সাই সুদর্শন (০)। এর আগে দুইটি ওডিআই, একটি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। এদিন টেস্ট ক্যাপে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বৃত্ত সম্পন্ন। ম্যাচের আগে প্রাক্তন তিন নম্বর চেতেশ্বর পূজারা ক্যাপ তুলে দেন সুদর্শনকে। অভিষেক ইনিংসে হতাশা নিয়ে শূন্য হাতে ফেরা। অপেক্ষা দ্বিতীয় ইনিংসে আক্ষেপ মেটানোর।

লোকেশরা ফেরার পর নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে নেন যশস্বী। তবে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকেই প্রথম থেকে ইতিবাচক শুভমান। ৯২/২ থেকে মাঝের সেশনে অবিচ্ছিন্ন ১২৩ রানের জুটি। থ্রি লায়ন্সের গর্জনে ব্রেক লাগিয়ে জুটিতে লুটি।

চোখধাঁধানো অফড্রাইভে বাইশ গজ মাতাচ্ছিলেন শুভমান। সঙ্গে মাটি ঘেষা পুল শট। যশস্বী সেখানে ব্যাকফুট পাঞ্চে রক্তচাপ বাড়াচ্ছিলেন স্টোকসদের। অনায়াসে খুঁজে নিচ্ছিলেন বাউন্ডারির ঠিকানা। রেহাই পাননি ইংল্যান্ডের একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার শোয়েব বশির।

৪০তম ওভারে শোয়েব আক্রমণে। প্রথম বলটাই বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে বার্তা যশস্বীর। শুভমান সেখানে টাঙ্গকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি সেরে নেন। কে বলবে, এটা টেস্ট ক্রিকেট। মিশন ইংল্যান্ডের প্রথম দিন। তার ওপর কাঁধের ওপর অধিনায়কের গুরুভার।

সুনীল গাভাসকার, চেতেশ্বর পূজারারা বলছিলেন, ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন প্রজন্ম ভয়ডরহীন ক্রিকেটে বিশ্বাসী। কয়েকটা বলে পরাস্ত হলেও খোলসে ঢুকে যাওয়ার পাত্র নয়। পালটা জবাবে আগ্রাসী শট বের করে আনতে ওস্তাদ। জিওফ্রে বয়কট, জো রুটের খাস তালুকে এদিন তার প্রমাণ।

হাউসফুল হেডিংলেতে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে উপস্থিত ইংল্যান্ডের সমর্থকরাও যার স্বাদ নিলেন। করতালিতে কুর্নিশও জানালেন তরুণ ভারতের তারুণ্যের তেজকে।

জয়ী গারোপাড়া ক্লাব

কোচবিহার, ২০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে শুক্রবার গারোপাড়া ক্লাব ৩-০ গোলে ভারতী সংঘকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে সৌরভ দাস, স্বর্ণদীপ সাংমা ও সৌভিক মারাক গোল করেন। সৌরভ ম্যাচের সেরা হয়ে নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা সৌরভ দাস।
ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

সভাপতি পদে আর লড়বেন না বাইচুং -খবর তেরোর পাতায়

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আমার স্বামী **স্বর্গীয় কার্তিক সরকার** গত **১১ই জুন ২০২৫ বুধবার** ইহলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া অমৃতলোকে গমন করিয়াছেন। তার আত্মার শান্তি কামনায় আগামী **২১শে জুন ২০২৫ শনিবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান** অনুষ্ঠিত হইবে। সকল শ্মশানবন্ধু, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাই।

ভাগ্যহীনা : রেখা সরকার (স্ত্রী)
সায়নী সরকার (কন্যা), অনিন্দিতা সরকার (পুত্রবধূ)
ভাগ্যহীন : করণজিৎ সরকার (পুত্র)
নাগাল্যান্ড বিল্ডিং, ঘোঘোমালি মেইন রোড, শিলিগুড়ি

বিকাশের জোড়া গোল

জলপাইগুড়ি, ২০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার এবিপিসি ৩-১ গোলে হারিয়েছে জেসিসিএ-কে। জেসিসিএ-র একমাত্র গোলস্কোরার তাজিমুল মহম্মদ। জোড়া গোল করেন এবিপিসি-র বিকাশ দাস। তাদের অন্য গোলটি বিট্টু দাসের। ম্যাচের সেরা এবিপিসি-র রিয়ুষ সরকার।

চ্যাম্পিয়ন সখীসুন্দরী, বাদামাইল

বালুরঘাট, ২০ জুন : বালুরঘাট মহকুমা স্তরের আন্তঃ স্কুল সুব্রত মুখোপাধ্যায় কাপ ফুটবলের অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল রাজুয়া সখীসুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়। শুক্রবার বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে সখীসুন্দরী ১-০ গোলে বালুরঘাট হাইস্কুলকে হারিয়েছে। গোলস্কোরার বিজয় সোরেন।

অন্যদিকে, মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলে বাদামাইল হাইস্কুল ১-০ গোলে কুমারগঞ্জ হাইস্কুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গোল করে পায়েল টুডু। মেয়েদের তিনটি দল খেলায় অংশ নিয়েছিল।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে রাজুয়া সখীসুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয় (উপরে)।

খেতাব জয়ের পর বাদামাইল হাইস্কুল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

সুব্রত কাপে সেরা একলব্য

মালবাজার, ২০ জুন : মহকুমা স্তরের আন্তঃ বিদ্যালয় সুব্রত কাপে শুক্রবার অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল নাগরাকাটা একলব্য স্কুল। মাল আদর্শ বিদ্যাভবন মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-০ গোলে হারিয়েছে নাগরাকাটা হিন্দি হাইস্কুলকে। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের বিভাগেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে একলব্য স্কুল। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জয় পায় হিন্দি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার পাতিবাড়ি হাইস্কুল মাঠে অনূর্ধ্ব-১৫ সুব্রত কাপের ফাইনালে নাগরাকাটা একলব্য স্কুলকে ১-০ গোলে হারিয়ে জয়ী হয়েছে মাল আদর্শ বিদ্যাভবন।

সময়োত্তর উদ্ভাবনী সৃজন যা আজও চিরন্তন।
ট্রাই-প্লাই কুকওয়্যার কার্যকরীভাবে রন্ধনের জন্য

প্রেস্টিজ যেকোনও-এর বিনিময়ে যেকোনও
এক্সচেঞ্জ অফার*
25%-60% ছাড়*
1লা মে থেকে 30শে জুন পর্যন্ত

আমাদের এক্সচেঞ্জ সেলে বদলে ফেলুন আপনার পুরনো কুকার, কুকওয়্যার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স আর আপগ্রেড করুন সর্বাধুনিক রেঞ্জে।

Prestige®
পরিবারের প্রতি ভালবাসা যার, প্রেস্টিজকে সে করে কি অস্বীকার

MADE WITH PRIDE IN INDIA | CUSTOMER CARE NO 080-60004411 | Scan to find Prestige Xclusive stores | Scan to avail exchange offer | Shop Online on shop.ttkprestige.com | ttk

*শর্তাবলী প্রযোজ্য। অফার শুধুমাত্র বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমস্ত ডিসকাউন্টগুলি এমআরপি'র উপরে কেবলমাত্র। সকল ডিস্কাউন্ট সংশ্লিষ্ট প্রোডাক্ট ক্যাটাগরির উপর প্রযোজ্য, উল্লেখিত প্রোডাক্টটির উপর নয়। এই অফার শুধুমাত্র নির্বাচিত ডিলার আউটলেটগুলিতে স্টক শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপলব্ধ। এক্সচেঞ্জ-মূল্য নির্ভর করছে ক্রয়-করা বিবিধ সামগ্রী আর ফেরত-দেওয়া পুরনো জিনিসগুলির ওপর। যেকোনও ব্র্যান্ডের পুরনো জিনিস গ্রহণযোগ্য। প্রকৃত এক্সচেঞ্জ-অফার দরের জন্য যেকোনও-এর বিনিময়ে যেকোনও অফারের অন্তর্ভুক্ত মূল্য-তালিকা দেখে নিন, যা বাছা-বাছা ডিলার-কেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে। পুরনো যেসব জিনিস ফেরত দেওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে অ্যালুমিনিয়ম স্টেনলেস্ স্টিলের প্রেশার কুকার, অ্যালুমিনিয়ম কুকওয়্যার (পাত্রের ওজন কমপক্ষে 400 গ্রাম হওয়া বাঞ্ছনীয়), গ্যাস্ স্টোভ (অন্ততঃ 2-টি বার্ণার বিশিষ্ট), মিক্সার গ্রাইন্ডার্স (মোটর সহ বডি এবং দুটি স্টেইনলেস স্টিলের জার থাকতে হবে), ইণ্ডাকশন কুক-টপ্স, রাইস্ কুকার্স, চিমনি, হবটপস্, ওয়েট গ্রাইন্ডার্স, ওটিজি'স, কেট্‌লি, টোস্টার্স, ইস্ত্রী, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, জ্যুসার্স, ব্লেণ্ডার্স, ওয়াটার পিউরিফায়ার্স ও ভ্যাক্যুম ক্লিনার। প্রেস্টিজ® লোগোটি ভারতে টিটিকে প্রেস্টিজ লিমিটেড-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী জানতে আপনার নিকটবর্তী প্রেস্টিজ এক্সক্লুসিভ / ডিলার আউটলেটে যান অথবা দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট https://shop.ttkprestige.com/anything-for-anything-offer

For Franchise Enquiry Please contact Mob – 7003070567 / 9903329820 ■ For Distributor & Institutional enquiries Call +91 919230335256

Prestige® | Xclusive
Siliguri : NEWLY OPENED : First Floor, H/446/227/158, Sevoke More, 8372915345, **Siliguri : PaniTanki More:** 9434007070, **Jaigaon:** 9800072350, **Balurghat:** 8116109940, **Nagrakata:** 9775888737, **Berhampore:** 6297018384 **WEST TRIPURA AGARTALA:** 9774113634 ,**ASSAM SILCHAR**: 6901970980,

Siliguri: Mahakali Stores 9474583722; Nadia Stores 9932026652; Pranab Stores 9434327298; Royal Suppliers 9832073734; Punjab Home Appliances 9474670833; G.N. Variety Stores 9475837488; Jony Enterprise 8250725810; Abiskar 8637898647; Maruti Electric & Appliances 9531563049; Crockery Palace 9800279759; Anurag Enterprise 9800006868; **Fulbari:** Maa Rakhalmari Metal 8617836920; **Champasari:** Mega Basket 7001007500; **Naxalbari:** Charu Enterprise 9932707325; **Coochbehar:** S. P. Trading 9434686111; Dream Kitchen 9832096039; Muskan Enterprise 94745-21627; Tolaram Dalimchand 03582-230251; **Dinhata:** Joarder & Co. 98323-74284 ; Saha Bros 9475118237; **Jaigaon:** Sharma Brothers 94343 49769; Crockery House 9233780167; Apna Bazaar 9232052304; Vikash Enterprise 9609990903; **Malbazar:** North Bengal Metal Stores 6297777504; **Birpara:** Ganesh Metal 9832409730; **Darjeeling:** Anup Sales agency 98320-91247; Jyoti Enterprise 9641057482; **Islampur:** Durga metal Stores 9933889549 ; Islampur metal 73844-29290; Ananda Basanalaya 9832005305, Uttam Basanalaya 9434557143; Banik Basanlaya ;9641337983 **Alipurduar:** Kundu & Sons 7980233484; Variety Gas Oven 9434184967; Dooars Appliances 7001170324; Metal Palace 7501557223; **Falakata:** Bhubaneswari Enterprise 9932460645; Maa Kali Plastic 7318657846; **Jalpaiguri:** Prasadiram Prabhudayal 6294584613; Sanghai Brothers 9434044430; **Dhupguri:** Ghar Sansar 97343-39739; Sagarika Furniture 9832324511; Kundu Variety 9832488838; **Malda:** Bengal Varaiety Stores 9851414493; Malda Electric House 9434680562; Koushik Dutta 9093881463; The Shailo Bhandar 9641385967; Alumunium Shoping House 9851740686; Sharma Sound & Service 8513077592; New Anu Basanalaya 8906149851; Maha Laxmi Enterprise 8967484875; Tuki Taki 9734906594; **Kaliaganj:** Ashirbad 9434373897; **Balurghat:** M/S S Kumar Steel Traders 9434194161; Shree Balaji Steel 7278688010; New Tirupati Steel Furniture 9800531986; **Raiganj:** Bharat Glass Stores 8100401145; Laxmi Tredars 9475719038; Bisweswar Stores 9434246931; Radha Krishna Enterprise 7364019068; **Gangarampur:** VIP House 7872109404; Shudhakar Pandey 9563617103; **Baharampur:** New Griho Sova 9735663326; **Farakka:** Das Brothers 9434530472; **Umarpur:** Shyam Traders 7501199272; **Raghunathganj:** Prabhati Stores 6294746546

PRASA-2025